

অষ্টম অধ্যায়

▶▶ বাংলাদেশের অর্থনীতি



প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি; বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি; বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা; অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ক্রমোন্নতি; বেসরকারিকরণ কর্মসূচি; পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি।



অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংক্ষেপে জেনে রাখি

- **বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য** : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে প্রধান যেসব বৈশিষ্ট্য সহজেই লব করা যায়, তা হচ্ছে : ১. কৃষিখাতের প্রাধান্য; ২. শিল্পায়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ; ৩. মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধি; ৪. জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতি; ৫. বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির ব্যবহার বৃদ্ধি; ৬. খাদ্য ঘাটতিও পুষ্টিহীনতা; ৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; ৮. ব্যাপক বেকারত্ব; ৯. প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি; ১০. বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি; ১১. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা; ১২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ক্রমোন্নতি; ১৩. বেসরকারিকরণ কর্মসূচি; ১৪. পরিকল্পনা গ্রহণ ইত্যাদি।
- **বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ** : বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান তিনটি খাত হচ্ছে : ১. কৃষি; ২. শিল্প; ৩. সেবা।
- **কৃষিখাত** : মূলত উৎপাদন ভিত্তিতে নিরুপিত আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদ (GDP) ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। আর এ খাতগুলো প্রধান তিনটি খাতের অন্তর্ভুক্ত। কৃষি হচ্ছে এর প সঙ্কল্পীয় কাজ যা ভূমিকর্ষণ, বীজপলন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরব করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত।
- **শিল্পখাত** : প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে। বাংলাদেশের জাতীয় আয় নির্ণয়ে ১৫টি খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ ও খাতগুলোর সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে।



শিখনফল

- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ
- অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ (কৃষি, শিল্প এবং সেবা)
- দেশের অর্থনীতিতে বিভিন্ন খাতের (কৃষি, শিল্প, সেবা) তুলনামূলক গুরুত্ব
- কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার বেত্রসমূহ
- খাতভিত্তিক অর্থনীতির তথ্য-উপাত্ত এবং গাণিতিকভাবে বিন্যস্ত
- অর্থনীতির বিভিন্ন খাতের অবদান চিত্র অঙ্কন

- **সেবাখাত** : অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবসৃতগত দ্রব্য উৎপাদিত হয় অর্থাৎ দৃশ্যমান নয় যা মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে তাকে সেবা বলে। বাংলাদেশে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেস্টোরাঁ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গৃহায়ন, লোক প্রশাসন ও প্রতিরবা, শিবা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা প্রভৃতি বেত্রে সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়।
- **প্রধান তিনটি খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব** : বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি, কেননা এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। কিন্তু কৃষি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বলে তা স্থিতিশীল অর্থনীতি নির্দেশ করে না। তাই বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শক্তিশালী প্রতিরবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। কৃষি ও শিল্পখাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক সেবাখাতের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম, যেমন শিবি ও প্রশিবি মানবসম্পদ গড়ে তোলা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।



বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর



■ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



১. দেশের শ্রম শক্তির কত শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত?
 (a) ১৯.৯২% (b) ৩০.৩০% (c) ৪৩.৬০% (d) ৪৭.৫০%
২. বাংলাদেশ সরকারের শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করার উদ্দেশ্য হলো—
 i. মাথাপিছু আয়ের হার বৃদ্ধি
 ii. শিল্পক্ষেত্রে নারীদের অগ্রগামী করা
 iii. করের পরিমাণ বাড়িয়ে বিনিয়োগ বৃদ্ধি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i ও ii (b) i ও iii (c) ii ও iii (d) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

মতি তার পরিবার নিয়ে অজপাড়াগাঁয়ে বসবাস করে। সেখানে বিদ্যুৎ, গ্যাস কিছুই নেই। পরিবারের সকলে মিলে ঠোঙা তৈরি করে কোনোরকম জীবনযাপন করে।

৩. মতিদের কর্মকাণ্ড কোন শিল্পের অন্তর্গত?
 (a) বৃহৎ (b) মাঝারি (c) বৃদ (d) কুটির
৪. মতিদের মতো উদ্যোক্তাদের উন্নয়নে—
 i. সহজস্বর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে
 ii. বিদেশি দ্রব্যের ব্যবহার কমাতে হবে
 iii. প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (a) i (b) ii (c) iii (d) i, ii ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১ ▶▶

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ

অর্থনীতির দুটি খাত



A (কৃষক মাঠে পাট কাটছে)



B (পাটের তৈরি ব্যাগ)

?

- শিল্প কী?
- আমাদের দেশে পুঁজি গঠনের হার কম কেন?
- 'A' খাতের উন্নয়নের উপর কীভাবে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল ব্যাখ্যা কর।
- 'A' ও 'B' খাত পরস্পর পরিপূরক— মূল্যায়ন কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানা-ভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাই হলো শিল্প।

খ বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম বলে আমাদের দেশে পুঁজি গঠনের হার কম। বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় কম হওয়ার কারণে সঞ্চয়ও কম। তারা যে আয় করে তার প্রায় সবটুকু দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ক্রয় করতে হয়। তাই সঞ্চয় করতে পারে না। ফলে পুঁজিও গঠিত হয় না। অর্থাৎ পুঁজি গঠনের হার কম হওয়ার প্রধান কারণ হলো এদেশের জনগণের দরিদ্রতা।

গ 'A' খাতটি হলো কৃষিখাত। কৃষি খাতের উন্নয়নের ওপর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল। আমাদের দেশে গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যবসাবে জড়িত। ফলে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকার সর্বকম প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৭৫ জন লোক প্রত্যব বা পরোবভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এদেশের জনগণের খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরের মোট খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল ৩৭২.৬৬ লব মেট্রিকটন। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। কৃষি থেকে প্রাপ্ত শন, গোলপাতা, খড়, বাঁশ, বেত ও কাঠ ইত্যাদি এদেশের জনগণ কর্মসংস্থান, আসবাবপত্র এবং জ্বালানি উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। এছাড়াও জনগণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি করে সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সুতরাং বলা যায়, কৃষির উন্নয়নের ওপরই কোনো দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নির্ভর করে।

ঘ উদ্দীপকে ইজিতাকৃত 'A' খাতটি হলো কৃষিখাত এবং 'B' খাতটি হলো শিল্পখাত তথা 'কুটিরশিল্প'। এ দুটি খাত একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। এগুলোর কাঁচামাল মূলত কৃষি থেকে আসে। এদেশের পাট, চা, চামড়া, চিনি, কাগজ ইত্যাদি শিল্প তাদের কাঁচামালের জন্য সরাসরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। অপরদিকে শিল্পপ্রতিষ্ঠানে উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিসম্পদ, সার, কীটনাশক, ওষুধ প্রভৃতি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। এ সকল উপকরণ ছাড়া পূর্ণাঙ্গভাবে কৃষিকাজ করা সম্ভব নয়। কৃষিতে উৎপাদনশীলতা বাড়লে কৃষিনির্ভর শিল্পের কাঁচামালের যোগান বাড়বে, ফলে দাম কমবে। এতে কৃষিভিত্তিক শিল্পসমূহ সস্তায় কাঁচামাল ক্রয় করে কম খরচে দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে পারবে। কৃষি উন্নয়নের ফলে গ্রামীণ জনগণের আয় বাড়লে সঞ্চয় বাড়বে। এ সঞ্চয় দ্বারা গ্রামাঞ্চলে অধিক সংখ্যক রুদ্র ও

কুটির শিল্প স্থাপন করা সম্ভব হবে। তাছাড়া কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে এ শিল্পের কাঁচামালের চাহিদা কৃষিখাত থেকেই পূরণ করা সম্ভব হবে। তখন দেশে রুদ্র ও কুটিরশিল্পের দ্রবত প্রসার ঘটলে প্রকারান্তরে শিল্পোন্নয়ন দ্রবতর হবে। আলোচনা থেকে তাই বলা যায়, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য এ দেশের কৃষি ও শিল্পখাত একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন- ২ ▶▶

বাংলাদেশের EPZ অঞ্চল



মানচিত্র

?

- সেবা কাকে বলে?
- রুদ্র শিল্পের ভিত্তি কৃষি— ব্যাখ্যা কর।
- EPZ কর্তৃপক্ষের 'A' চিহ্নিত স্থানকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- বাংলাদেশের GDP তে 'A' স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পের অবদান মূল্যায়ন কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত দ্রব্য উৎপাদিত হয় যা দৃশ্যমান নয় কিন্তু মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে তাকে সেবা বলে।

খ রুদ্র শিল্পের মূল কাঁচামাল কৃষিখাত থেকে আসে বলে কৃষিকে রুদ্র শিল্পের ভিত্তি বলা হয়। আমাদের দেশে রুদ্র শিল্পের আলাদা কদর রয়েছে। তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, লৌহশিল্প, মাদুর, শীতলপাটি, পাখা, বেতের তৈরি জিনিসপত্র এগুলো রুদ্র শিল্পের অন্তর্ভুক্ত। এসব শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল বা উপকরণ কৃষিখাত থেকেই আসে। কৃষির মাধ্যমেই এসব পণ্যের উপকরণ তৈরি করা হয়। তাই কৃষিকে রুদ্র শিল্পের ভিত্তি বলা হয়।

গ মানচিত্রে প্রদর্শিত A চিহ্নিত অঞ্চলটি হলো চট্টগ্রাম শিল্পাঞ্চল। পোশাক শিল্পের অনুকূল পরিবেশ এবং রপ্তানিজাত পোশাক শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠায় EPZ কর্তৃপক্ষ এ অঞ্চলটিকে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেছে। EPZ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি দ্রব্যের উৎপাদনের পরিমাণ এবং পণ্য রপ্তানির অনুকূল পরিবেশ বিবেচনা করে EPZ কর্তৃপক্ষ দেশের সমগ্র শিল্পাঞ্চলকে ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ভাগ করেছে। উদ্দীপকের মানচিত্রে প্রদর্শিত চট্টগ্রাম, সীতাকুন্ড EPZ এর মধ্যে অন্যতম একটি, যা পোশাক শিল্পের জন্য বিখ্যাত। দেশের অধিকাংশ শিল্পপ্রতিষ্ঠান চট্টগ্রামে অবস্থিত। চট্টগ্রাম বন্দর থেকেই দেশের বেশিরভাগ আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া পরিচালিত হচ্ছে। আর চট্টগ্রাম অঞ্চলে গড়ে উঠেছে তৈরি পোশাক শিল্পের অপার সম্ভাবনা, যেখানে কাজ করছে বাংলাদেশের হাজার হাজার বেকার জনগোষ্ঠী। বাংলাদেশে উৎপাদিত পোশাকের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে বিশ্ববাজারে। আর বেশিরভাগ পোশাক শিল্পের কারখানা চট্টগ্রাম অঞ্চলেই গড়ে উঠেছে। এছাড়া

সীতাকুন্ডে তেল ও সার শিল্প গড়ে উঠেছে। তাই বলা যায়, দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্যবিমোচন, শিল্পখাতের বিকাশের অবদান রাখায় A চিহ্নিত চট্টগ্রাম, সীতাকুন্ডকে EPZ কর্তৃপক্ষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করছে।

ঘ 'A' স্থানে প্রতিষ্ঠিত শিল্পগুলোর মধ্যে সার, তেল, পোশাক শিল্প ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের GDP তে এসব শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলগুলোতে প্রতিষ্ঠিত শিল্পসমূহ দেশের GDPতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এসব অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত শিল্পকারখানায় উৎপাদিত শিল্পসমূহ বেশিরভাগই দেশের বাইরে রপ্তানি করা হয়। এজন্য তা এদেশের রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা কলে। ফলে বাংলাদেশের GDP বৃদ্ধি পায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত রপ্তানির প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলটিও বিদেশে পণ্য রপ্তানি, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। 'A' অঞ্চলটিতে প্রধানত পোশাক শিল্প কারখানা গড়ে উঠেছে, যা দেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য। বাংলাদেশের পোশাক শিল্প বিশ্ব বাজারে সমাদৃত। এ দ্রব্যটি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে, যা জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। তাছাড়া দেশের দারিদ্র্য ও বেকারত্ব দূরীকরণ, নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে এ শিল্পের ভূমিকা ব্যাপক। তাছাড়া 'A' স্থানে সার ও তেলশিল্প কারখানাও গড়ে উঠেছে এসব দেশীয় শ্রমিকেরা বিদেশি দর কারিগর ও কলাকৌশলের সংস্পর্শে এসে তাদের কর্মকুশলতা বৃদ্ধি করতে পারছে। ফলে তারা অধিক উৎপাদনে ভূমিকা রাখতে সক্ষম হচ্ছে, যা দেশের GDP বৃদ্ধি করছে। EPZ বা রপ্তানি প্রক্রিয়াজাত অঞ্চলে শিল্পের প্রসারের ফলে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে। আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে দেশের A চিহ্নিত চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত EPZ অঞ্চলটির পোশাক শিল্পকারখানাগুলোর ভূমিকা অপরিসীম। বাংলাদেশের GDP-র হার বৃদ্ধিতে এ শিল্পের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১ ৥ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য কী কী?

উত্তর : নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করা হলো :
ক. কৃষি খাতের প্রাধান্য; খ. শিল্পায়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ; গ. মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধি; ঘ. জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতি; ঙ. বিনিময়যোগ্য পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি; চ. খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা; ছ. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; জ. ব্যাপক বেকারত্ব; ঝ. প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি; ঞ. বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি; ট. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা; ঠ. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ক্রমোন্নতি; দ. বেসরকারিকরণ কর্মসূচি ও ধ. পরিকল্পনা গ্রহণ।

প্রশ্ন ২ ৥ কৃষিখাতের উপখাতসমূহ কী কী?

উত্তর : নিচে কৃষিখাতের উপখাতসমূহ উল্লেখ করা হলো :

১. শস্য ও শাকসবজি; ২. প্রাণিসম্পদ; ৩. মৎস্যসম্পদ ও ৪. বনজসম্পদ।

প্রশ্ন ৩ ৥ কৃষিখাতের উপখাতসমূহের উদাহরণভিত্তিক তালিকা প্রস্তুত কর।

উত্তর : নিচে কৃষিখাতের উপখাতসমূহের তালিকা উদাহরণ ভিত্তিক প্রদান করা হলো :

কৃষির উপখাতের নাম	উদাহরণ
১. শস্য ও শাকসবজি চাষ	শস্য : ধান, গম, পাট, ডাল, আখ ইত্যাদি চাষ। শাকসবজি : আলু, শিম, লাউ, কলা ইত্যাদি চাষ।
২. প্রাণিসম্পদ	হাঁস-মুরগি, গরু-ছাগল, কবুতর, দুধ, ডিম, চামড়া ইত্যাদি।

৩. মৎস্যসম্পদ	অভ্যন্তরীণ মৎস্য : বোয়াল, পাবদা, টাকি, শোল, মাগুর ইত্যাদি মাছ। সামুদ্রিক মৎস্য : কোরাল, ছুরি, ভেটকি, লইট্যা ইত্যাদি।
৪. বনজসম্পদ	বাঁশ, বেত, শাল, সেগুন, অর্জুন, সুন্দরি ইত্যাদি।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১ ৥ বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর।

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ নিচে বর্ণনা করা হলো :

কৃষিখাতের প্রাধান্য : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের অর্থনীতিতে কৃষির বিরাট অবদান রয়েছে। এদেশের মোট শ্রমশক্তির শতকরা ৪৭.৫ জন লোক কৃষিতে নিয়োজিত।

শিল্পায়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ : বাংলাদেশের মোট শ্রমশক্তির ১৭.৬৪ শতাংশ লোক শিল্পখাতে নিয়োজিত। তবে বাংলাদেশে শিল্প উন্নয়নের গতি ধীর। তাই সরকার শিল্পের গতি দ্রুত করার জন্য শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করেছে। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো: ১. কর্মসংস্থান বাড়ানো; ২. দারিদ্র্য কমানো এবং ৩. শিল্পায়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা।

এ লব্যাগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকার নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধি : এদেশে কৃষি ও শিল্পের স্বল্প উৎপাদন, অধিক জনসংখ্যা এবং কাজের সুযোগ কম থাকায় মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম। মাথাপিছু আয় মাত্র ১৩১৪ মার্কিন ডলার। তবে বর্তমানে ধীরগতিতে হলেও মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ বাড়ছে।

খাদ্যঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা : কৃষিপ্রধান দেশ হলেও অধিক জনসংখ্যার কারণে আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে খাদ্যের ঘাটতি এবং পুষ্টিহীনতা দেখা যায়। তবে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস : বিগত কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%, যা ২০০১ সালে ছিল ১.৪৮%। এটা দেশের অর্থনীতির জন্য একটা ইতিবাচক দিক।

ব্যাপক বেকারত্ব : আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সঞ্চয় কম। তাই বিনিয়োগ কম হয় এবং কর্মসংস্থান গড়ে ওঠে না। ফলে দেশে ব্যাপক বেকারত্ব দেখা যায়। তবে বর্তমানে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে বেকারত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

প্রশ্ন ২ ৥ বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি, শিল্প ও সেবা খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নিচে বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা হলো :

উৎপাদন ভিত্তিতে নিরূপিত আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদন ১৫টি খাতে বিভক্ত। খাতগুলোকে আবার কৃষি, শিল্প ও সেবা এই তিনটি প্রধান খাতে বিভক্ত করা হয়েছে।

সেই সাথে অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবস্ফুগত দ্রব্য উৎপাদিত হয়, যা মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে তাকে সেবা বলে।

উল্লিখিত এই তিনটি খাত আবার একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি, কেননা এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যয়ভাবে জড়িত।

কিন্তু কৃষি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বলে তা স্থিতিশীল অর্থনীতি নির্দেশ করে না। কারণ এদেশে প্রতিবছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস ও খরা ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিষেত্রে উৎপাদন অনিশ্চিত থাকে। তাই বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ প্রাকৃতিক সম্পদের সূষ্ঠ ব্যবহার বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা বসবাসের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শক্তিশালী প্রতিরবাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। কৃষি ও শিল্পখাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক সেবাখাতের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম, যেমন শিবিত ও প্রশিবিত মানবসম্পদ গড়ে তোলা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করে একটি সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।
পরিশেষে বলা যায় আমাদের দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রধানখাত হিসেবে কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের অবদান অপরিহার্য।

প্রশ্ন ১৩ ১৪ কৃষিখাত ও শিল্পখাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ব্যাখ্যা কর।
উত্তর : বাংলাদেশে কৃষিখাত ও শিল্পখাত একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। কৃষিখাতের উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম ও সারের জোগান দেয় শিল্পখাত। আবার শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহ করে কৃষিখাত। আমাদের দেশে অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। এদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প যেমন : পাট, চা, চামড়া, চিনি ও কাগজ প্রভৃতি শিল্পের প্রধান কাঁচামালের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। আমাদের বুদ্ধিশিল্পের ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিতে উৎপাদিত পণ্য শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শিল্পে উৎপাদিত চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, ওষুধ ইত্যাদি কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। তাই শিল্পজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের ক্রয়ব্রমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। যা শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপরিউক্ত আলোচনার থেকে বলা যায়, আমাদের কৃষিব্যবস্থা এবং শিল্প খাত একে অপরের ওপর নির্ভরশীল এবং পরিপূরক। তাই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য দুটি খাতের একই সঙ্গে উন্নতি একান্তভাবে কাম্য।

পরীক্ষা প্রস্তুতি



এ অংশে সংযোজন করা হয়েছে- বোর্ড ও সেরা স্ক্রসমূহের বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর, বিষয়ক্রম অনুযায়ী মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর এবং নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর। এ অংশের সঠিক অনুশীলন শিবাধীদেবের পরীবা প্রস্তুতিকে সম্পূর্ণ করবে।



বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর



■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর	
১. কর্মসংস্থানের দিক দিয়ে কোন খাতটি বাংলাদেশের সবচাইতে বড় খাত?	[স. বো. '১৬]
ক) শিল্পখাত ● কৃষিখাত গ) বাণিজ্যখাত ঘ) সেবাখাত	
২. বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত?	[স. বো. '১৬]
● ১.৩৭% ১.৩৪% ১.৮৩% ১.৮৯%	
৩. কোনটি মাঝারি শিল্প?	[স. বো. '১৬]
ক) বস্ত্র গ) চিনি ● চামড়া ঘ) সার	
৪. রেশম শিল্প কোন ধরনের শিল্প?	[স. বো. '১৫]
ক) বৃহদায়তন গ) মাঝারি শিল্প গ) ক্ষুদ্রায়তন ● কুটির শিল্প	
৫. বাংলাদেশের মোট শ্রম শক্তির কতভাগ শিল্পখাতে নিয়োজিত?	[স. বো. '১৫]
ক) ১৭.৬৪ শতাংশ ● ২৪.৩ শতাংশ	
গ) ৩৪.৩ শতাংশ ঘ) ৪৪.৩ শতাংশ	
৬. মৎস্য সম্পদকে প্রধানত কয়ভাবে ভাগ করা যায়?	[সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা]
● ২ গ) ৩ গ) ৪ ঘ) ৫	

৭. বাংলাদেশে বর্তমানে কতটি EPZ আছে?	[ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ]
ক) ৭ ● ৮ গ) ৯ ঘ) ১০	
৮. বাংলাদেশে কয়টি সমুদ্রবন্দর রয়েছে?	[সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা]
● ২ গ) ৩ গ) ৫ ঘ) ৭	
৯. নিচের কোনটি ক্ষুদ্রশিল্প?	[সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা]
ক) রেশম গ) কাঠ গ) কাগজ ● সাবান	
১০. বাংলাদেশের শিল্পখাত কয়টি শিল্পখাত নিয়ে গঠিত?	[খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ]
● চার গ) পাঁচ গ) ছয় ঘ) সাত	
১১. হনুফা তার ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরে বসে বাঁশ ও বেতের বুড়ি তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে। হনুফার এ কাজটি কোন শিল্পের অন্তর্গত?	[স. বো. '১৫]
ক) বৃহৎ শিল্প ● কুটির শিল্প	
গ) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প গ) মাঝারি শিল্প	
১২. জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীতে কত?	[ভিকারবনিনিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা; যশোর জিলা স্কুল]
● নবম গ) দশম গ) একাদশ ঘ) চতুর্থ	

১৩. এদেশের মোট শ্রমশক্তির কত লব লোক বেকার?
[খুলনা কলেজিয়েট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ]
● ২৫ ৩ ৩৫ ৪ ৪০ ৫ ৪৫
১৪. ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের অবদান কত শতাংশ ছিল?
[পুলিশ লাইন্স মাধ্যমিক বিদ্যালয়, যশোর]
● ১৩ ৩ ১৯ ৪ ২০ ৫ ২১

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৫. চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়— [স. বো. '১৬]
i. স্যানিটারি দ্রব্য তৈরিতে
ii. বিরচিং পাউডার উৎপাদনে
iii. কাগজ উৎপাদনে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ● ii ও iii ৩ i ও iii ৪ i, ii ও iii
১৬. কৃষিখাতের অস্তর্ভুক্ত কোনটি? [স. বো. '১৬]
i. মৎস্য চাষ
ii. মোমাছি চাষ
iii. বনায়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ ii ও iii ৪ i ও iii ● i, ii ও iii
১৭. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য— [স. বো. '১৫]
i. কৃষিখাতের প্রাধান্য
ii. ব্যাপক বেকারত্ব
iii. বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ● i, ii ও iii
১৮. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য— [ভিকারবনিনিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
i. বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর
ii. কৃষিপ্রধান
iii. শিল্পপ্রধান
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii
১৯. কৃষি ও বনজ খাতের উপখাত হলো — [সরকারি ইকবালনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খুলনা]
i. শাকসবজি
ii. প্রাণি সম্পদ
iii. মৎস্য সম্পদ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ● i, ii ও iii
২০. শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করার উদ্দেশ্য— [যশোর জিলা স্কুল]
i. নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় অস্তর্ভুক্ত করা
ii. দারিদ্র্য দূরীকরণ
iii. কৃষির আধুনিকীকরণ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১ ও ২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
দরিদ্র কৃষক নুরবল করিম স্বল্প জমিতে চাষাবাদ করে পরিবারের প্রয়োজন মেটাতে সর্বম হচ্চেন না। তাই তিনি মৎস্য চাষের সিদ্ধান্ত নেন। তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে মৎস্য চাষ শুরব করেন। [যশোর জিলা স্কুল]
২১. জনাব করিমের দ্বিতীয় কাজটি কোন খাতের অস্তর্ভুক্ত?
● কৃষি ৩ সেবা ৪ শিল্প ৫ নির্মাণ
২২. জিডিপিতে এ খাতটি অবদান কৃষ্টি পাচ্ছে—

- i. আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে
ii. শিল্পায়নের বিকাশের ফলে
iii. নগরায়ণের ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ৩ i ও iii ৪ ii ও iii ৫ i, ii ও iii

■ বিষয়ক্রম অনুযায়ী বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➤ ৮.১ : বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৮৬

At a Glance

- ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে কৃষিখাতের অবদান-১৩ শতাংশ।
- দেশের মোট শ্রমশক্তিকে- ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত।
- মাথাপিছু জাতীয় আয়- ১১৯০ ডলারে।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতিবর্গকিলোমিটারে- ১০১৫ জন।
- স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে প্রণীত হয়- রূ পকল্প ২০২১।
- এদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ হলো- প্রাকৃতিক গ্যাস।
- প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট জ্বালানির- ৭৫ ভাগ পূরণ করে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩. কাদের বৈষম্যমূলক শাসননীতির ফলে ব্রিটিশরা চলে যাওয়ার পরও এদের অর্থনীতির কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটেনি? (অনুধাবন)
● ভারতীয়দের ৩ ফরাসিদের
৪ চীনাগের ● পশ্চিম-পাকিস্তানিদের
২৪. স্বাধীনতার লাভের পর কত দশক উন্নয়নের ফলে কিছুটা অর্থনৈতিক অগ্রগতি হয়েছে? (অনুধাবন)
● দুই ৩ তিন ● চার ৪ পাঁচ
২৫. দেশের শ্রমশক্তির কত শতাংশ কৃষিতে নিয়োজিত? (জ্ঞান)
● ৪৭.৫ ৩ ৪৭.৮ ৪ ৪৮.৫ ৫ ৪৯.৫
২৬. বাংলাদেশে শিল্পায়নের গতি কেমন? (জ্ঞান)
● ধীর ৩ দ্রবত ৪ মোটামুটি ৫ খুবই দ্রবত
২৭. বাংলাদেশে শিল্পায়নের গতি বাড়তে কোনটি ঘোষণা করা প্রয়োজন? (জ্ঞান)
● আধুনিক শিল্পনীতি ৩ মুক্ত কর অবকাশ
৪ বেসরকারি বিনিয়োগ ৫ সরকারি বিনিয়োগ
২৮. শিল্পায়নের গতিকে বাড়তে কত সালে শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয়েছে? (জ্ঞান)
● ২০০১ ● ২০১০ ৩ ২০১ ৪ ২০১২
২৯. ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতের অবদান কত? (জ্ঞান)
● ২০ ৩ ৩০ ৪ ৩২ ৫ ৩৪
৩০. মোট শ্রমশক্তির কত শতাংশ শিল্পখাতে নিয়োজিত? (জ্ঞান)
● ১৭.৬৪ ৩ ২০.৩ ৪ ২৪.৩ ৫ ৩৪.৩
৩১. আমাদের দেশের মানুষের স্বপ্নের কম কেন? (অনুধাবন)
● মাথাপিছু আয় কম, তাই ৩ জনসংখ্যা অধিক, তাই
৪ অধিকাংশ মানুষ অলস, তাই ৫ দ্রব্যমূল্য অধিক, তাই
৩২. বর্তমানে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু জাতীয় আয় কত মার্কিন ডলার? (জ্ঞান)
● ১৩১৪ ৩ ১২০০ ৪ ১২৫০ ৫ ১৩০০
৩৩. আমাদের মাথাপিছু জিডিপি কত মার্কিন ডলার? (জ্ঞান)
● ১২৩৫ ৩ ১১৫০ ৪ ১১৯০ ৫ ১২১৫
৩৪. সময়ের সাপেবে আমাদের মাথাপিছু আয় কেমন হচ্ছে? (অনুধাবন)
● কমছে ● বাড়ছে
৩ অপরিবর্তিত থাকছে ৪ দ্রবত বাড়ছে
৩৫. আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে কেন? (অনুধাবন)
● আয় স্বল্প হওয়ার কারণে ৩ দারিদ্র্য প্রধান সমস্যা হওয়ার কারণে
৪ জনসংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে ৫ নিরবরতার কারণে
৩৬. আমাদের দেশের কত ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে? (জ্ঞান)
● ৩১.৫০ ৩ ৩০.৫০ ৪ ৩২.৫০ ৫ ৩১.৯০
৩৭. বাংলাদেশের কত ভাগ লোক সুপেয় পানি পায়? (জ্ঞান)

৩৮. বাংলাদেশের মানুষের প্রত্যাশিত গড় আয়ুষ্কাল কত বছর? (জ্ঞান)
 ৩৯. বাংলাদেশে সারবতীর হার কত শতাংশ? (জ্ঞান)
 ৪০. বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের জনগণের আয় ও সঞ্চয় তুলনামূলকভাবে অত্যন্ত কম। এর কারণ কী? (অনুধাবন)
 ৪১. ২০১৩-১৪ অর্থবছরে দেশে মোট বিনিয়োগ ছিল জিডিপি কত শতাংশ? (জ্ঞান)
 ৪২. রতন একজন ধনী কৃষক। গত কয়েক বছর ধরে তার জমিতে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি ব্যবহার করায় অধিক ফসল উৎপাদিত হয়, এটি কী প্রমাণ করে? (উচ্চতর দর্শন)
 ৪৩. যদিও কৃষিজমির পরিমাণ কমছে তবুও বর্তমানে কৃষির উৎপাদিত পরিমাণ বেশি। এটি কী প্রমাণ করেছে? (অনুধাবন)
 ৪৪. ২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা কত জন? (জ্ঞান)
 ৪৫. ২০১১-১২ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে কত জন? (জ্ঞান)
 ৪৬. ২০১১-১২ সালের হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত? (জ্ঞান)
 ৪৭. ২০০১ সালে বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কত ছিল? (জ্ঞান)
 ৪৮. শিবলি ঢাকায় একটি রেস্টুরেন্ট খুলতে চায়। কিন্তু তার কাছে পুঁজি নেই। সে ঋণের জন্য ব্যাংকের দ্বারস্থ হলেও পায় না কেন? (উচ্চতর দর্শন)
 ৪৯. বর্তমান বাংলাদেশে প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কৃষি ও শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ কম। এর ফলাফল কী হতে পারে? (উচ্চতর দর্শন)
 ৫০. বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাকে সংক্ষেপে ইথরেজিতে কী বলা হয়? (জ্ঞান)
 ৫১. EPZ-এর পূর্ণরূপ প কী? (জ্ঞান)
 ৫২. ২০১৩-১৪ অর্থবছরে খনিজ সম্পদের সমন্বিত খাতের অবদান কত শতাংশ হয়েছে? (জ্ঞান)
 ৫৩. প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা কতভাগ পূরণ করে? (জ্ঞান)

৫৪. বাংলাদেশে বর্তমানে কতটি গ্যাসবেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে? (জ্ঞান)
 ৫৫. বাংলাদেশের কতটি গ্যাসকূপ থেকে গ্যাস উত্তোলিত হচ্ছে? (জ্ঞান)
 ৫৬. উৎপাদিত গ্যাস কোন বেত্রে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
 ৫৭. SPM-এর পূর্ণরূপ প কী? (জ্ঞান)
 ৫৮. বাংলাদেশে মোট কতটি কয়লা বেত্র আছে? (জ্ঞান)
 ৫৯. বাংলাদেশে মজুদকৃত কয়লার পরিমাণ কত? (জ্ঞান)
 ৬০. উত্তোলিত কয়লার কতভাগ বড় পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
 ৬১. বাংলাদেশের প্রতি বছর কী ধরনের দ্রব্য আমদানি বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় করে থাকে? (অনুধাবন)
 ৬২. অর্থনৈতিক অবকাঠামো কোনটি? (জ্ঞান)
 ৬৩. সরকার কত কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেস নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে? (জ্ঞান)
 ৬৪. ১৯৯৩ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত কতটি প্রতিষ্ঠানকে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
 ৬৫. কতটি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
 ৬৬. কতটি প্রতিষ্ঠান শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
 ৬৭. সরকারের কত সালের রূপকল্পের আলোকে 'বাংলাদেশ প্রেবিত পরিকল্পনা' রূপরেখার দলিল প্রণয়ন করেছে? (জ্ঞান)
 ৬৮. বাংলাদেশে উন্নত দেশের তুলনায় মাথাপিছু আয় কম হওয়ার কারণ— (অনুধাবন)
 i. কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকা
 ii. শ্রমিকদের কাজে অনীহা বা অলসতা
 iii. অধিক জনসংখ্যা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৬৯. এদেশে বেকার সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে দূরীভূত হবে বলে আশা করা যায়, কারণ— (উচ্চতর দর্শন)
 i. মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
 ii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে
 iii. সরকার সহযোগিতাগুলো নীতি গ্রহণ করেছে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৭০. মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার— (উচ্চতর দর্শন)
 i. নারীকে আত্মনির্ভরশীল করছে
 ii. শিশু শ্রম বন্ধ করছে
 iii. মানুষের দর্ভতার উন্নয়ন ঘটানো

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৮. বাংলাদেশে উন্নত দেশের তুলনায় মাথাপিছু আয় কম হওয়ার কারণ— (অনুধাবন)
 i. কর্মসংস্থানের সুযোগ না থাকা
 ii. শ্রমিকদের কাজে অনীহা বা অলসতা
 iii. অধিক জনসংখ্যা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৬৯. এদেশে বেকার সমস্যা অদূর ভবিষ্যতে দূরীভূত হবে বলে আশা করা যায়, কারণ— (উচ্চতর দর্শন)
 i. মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে
 ii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে
 iii. সরকার সহযোগিতাগুলো নীতি গ্রহণ করেছে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ৭০. মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে সরকার— (উচ্চতর দর্শন)
 i. নারীকে আত্মনির্ভরশীল করছে
 ii. শিশু শ্রম বন্ধ করছে
 iii. মানুষের দর্ভতার উন্নয়ন ঘটানো

<p>নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৭১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে— (অনুধাবন) i. শিবা ii. প্রশিষণ iii. নৈতিকতা নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৭২. জাতীয় শিবানীতি ২০১০ প্রণয়নের ফলে— (উচ্চতর দরতা) i. শিবির গুণগতমান বৃদ্ধি পেয়েছে ii. মানবসম্পদ সৃষ্টির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে iii. শিবা শেষে চাকরির নিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছে নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৭৩. দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন— (উচ্চতর দরতা) i. সম্পদের সুযম বণ্টন নিশ্চিত করা ii. সরকারি ও বেসরকারি কাজের সমন্বয় সাধন iii. শিবির মান উন্নত করা নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৭৪. রূপকল্প ২০২১-এর উদ্দেশ্য হলো— (অনুধাবন) i. দারিদ্র্য বিমোচন ii. আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণ iii. রাষ্ট্রীয় সংহতি বিধান নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৭৫. বর্তমানে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার ঘোষণা করেছে? (উচ্চতর দরতা) i. লোভনীয় পুরস্কার ii. সহযোগিতামূলক নীতি iii. উদ্ভিদপনামূলক আশ্রয় নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৭৬. এদেশের সম্ভব কম বলে— (অনুধাবন) i. বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে না ii. পুঁজি গঠন সম্ভব হচ্ছে না iii. কৃষি উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৭৭. একটি দেশের পরনির্ভরতা কমাতে সহায়ক হলো— (উচ্চতর দরতা) i. কৃষির আধুনিকীকরণ ii. শিল্পের বিকাশ iii. জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৭৮. বাংলাদেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো— (উচ্চতর দরতা) i. আমদানি ii. শিল্পের উন্নয়ন iii. প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ৩৭ ii ৩৮ iii ৩৯ ii ও iii</p>	
<p>৭৯. আধুনিক পদ্ধতির কৃষির বিকাশ সম্ভব— (অনুধাবন) i. কৃষি সম্পর্কিত তথ্যের প্রচার করে ii. খাল বা নদী খনন করে iii. শিল্পের উন্নয়ন করে নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৮০. কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যাবর্তাবে জড়িত— (অনুধাবন) i. জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ii. দারিদ্র্যবিমোচন iii. দর সংগঠন সৃষ্টি নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৮১. ঔপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশে উল্লেরখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন না হওয়ার কারণ— (উচ্চতর দরতা) i. বাজার ব্যবস্থায় অনিয়ম ii. শাসকদের বৈষম্যমূলক শাসননীতি iii. পর্যাপ্ত কাঁচামালের অভাব নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৮২. বর্তমান বাংলাদেশে শিল্পের প্রসার লব করা যাচ্ছে। এবেত্রে ভূমিকা রাখছে— (প্রয়োগ) i. আধুনিক প্রযুক্তি ii. বেসরকারি বিনিয়োগ iii. সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৮৩. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য— (অনুধাবন) i. বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর ii. কৃষিপ্রধান iii. শিল্প প্রধান নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৮৪. ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের ফলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো দুর্বল রয়েছে। এখানে যাদের শাসনের কথা বলা হয়েছে— (উচ্চতর দরতা) i. ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ii. মোগল শাসকগোষ্ঠী iii. পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৮৫. সার্বিক শিল্প খাতের দ্রুত বিকাশের ফলে— (অনুধাবন) i. জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পাবে ii. জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে iii. বাণিজ্য ঘাটতি দূর হবে নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৮৬. বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন অনেক কম হওয়ার কারণ— (অনুধাবন) i. অনুন্নত চাষ পদ্ধতি ii. উন্নত কৃষি উপকরণের অভাব iii. প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৮৭. বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পনীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন— (অনুধাবন) i. শিল্পায়নের গতি বাড়ানোর জন্য ii. নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধির জন্য iii. শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য নিচের কোনটি সঠিক? ৩৬ i ও ii ৩৭ i ও iii ৩৮ ii ও iii ৩৯ i, ii ও iii</p>	
<p>৮৮. ২০১০ সালে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিল্পনীতি ঘোষণা করেছে ফলে— (উচ্চতর দরতা) i. বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পায় ii. নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়</p>	

iii. আমদানি ব্যয় কমে যাচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ৩) i ও iii ৪) ii ও iii ৫) i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮৯ ও ৯০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

প্রায় ২০০ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবশেষে এদেশে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য শিল্প গড়ে ওঠেনি। ব্রিটিশরা এ অঞ্চলকে কাঁচামাল উৎপাদনকারী এবং শিল্পপণ্যের বাজাররূপে ব্যবহার করত। প্রায় চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি আমলেও শাসকদের বৈষম্যমূলক শাসননীতির ফলে এখানে শিল্পের কাজিত উন্নয়ন ঘটেনি।

৮৯. অনুচ্ছেদে কী প্রকাশ পেয়েছে?

(প্রয়োগ)

- ৩) বাংলাদেশের পরাধীনতার কথা
৪) বাংলাদেশের শিল্প বিকাশের বর্ণনা
● বাংলাদেশে শিল্প বিকাশ না হওয়ার কারণ
৫) বাংলাদেশে শিল্প বিকাশের প্রয়োজনীয়তা

৯০. অনুচ্ছেদের তথ্য অনুযায়ী ব্রিটিশরা এদেশকে ব্যবহার করত—

(উচ্চতর দর্পতা)

- i. উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে
ii. উপনিবেশ হিসেবে
iii. কাঁচামাল উৎপাদন কেন্দ্র ও শিল্পপণ্যের বাজার হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?

- ৩) i ● iii ৪) i ও ii ৫) i, ii ও iii

➔ ৮.২ : বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ

➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৯০

At a Glance

- বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত— ৩টি।
- কৃষি খাতের উপখাত— ৩টি।
- শিল্পখাতের উপখাত— ৩টি।
- ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত এদেশে EPZ-এর সংখ্যা— ৮টি।
- বাংলাদেশে সমুদ্র বন্দর— ২টি।
- সার্বিক সেবা খাতের সর্বোচ্চ অবদান—পরিবহন, সংরক্ষণ ও সেবা খাত হতে আসে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৯১. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কয়টি?

(জ্ঞান)

- ৩) দু ● তিন ৪) চার ৫) পাঁচ

৯২. বাংলাদেশের কৃষকেরা নানা ধরনের শস্য উৎপাদন করে থাকে। এসব কিসের অন্তর্ভুক্ত?

(প্রয়োগ)

- কৃষি ৩) শিল্প
৪) সেবা ৫) প্রাকৃতিক সম্পদ

৯৩. মৎস্য সম্পদ কোন খাতের অন্তর্গত?

(জ্ঞান)

- কৃষি ৩) শিল্প ৪) প্রাণিসম্পদ ৫) ব্যবসা

৯৪. পশুসম্পদ অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত?

(অনুধাবন)

- কৃষি ৩) শিল্প ৪) সেবা ৫) সামাজিক সেবা

৯৫. মাংস, দুধ, ডিম, চামড়া কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত?

(অনুধাবন)

- ৩) খাদ্য শিল্প ● প্রাণিসম্পদ
৪) পুষ্টি ৫) সেবা

৯৬. আমাদের মোট ভূখন্ডের কতভাগ বনাঞ্চল?

(জ্ঞান)

- ৩) ১৫ ● ১৭ ৪) ২৮ ৫) ৩০

৯৭. বাংলাদেশের প্রাকৃতিক ভাসাম্য রবায় কোন সম্পদের পরিমাণ যথার্থ হওয়া উচিত?

(উচ্চতর দর্পতা)

- ৩) প্রাণিজ ● বনজ ৪) কৃষিজ ৫) শিল্প

৯৮. একটা দেশের মোট ভূখন্ডের কতভাগ বনাঞ্চল থাকা দরকার?

(জ্ঞান)

- ৩) ১৭ ৪) ২০ ● ২৫ ৫) ৩০

৯৯. ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মৎস্য সম্পদের অবদান কত ছিল?

(জ্ঞান)

- ৩.৬৮ ভাগ ৩) ৩.৭২ ভাগ ৪) ৩.৮০ ভাগ ৫) ৩.৯০ ভাগ

১০০. ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য সরকার কোন খাতে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে?

(উচ্চতর দর্পতা)

৩) শিল্প ৪) সেবা ● কৃষি ৫) মৎস্য

১০১. ২০১২-১৩ সালে মৎস্য সম্পদে জিডিপি কত ছিল?

(জ্ঞান)

- ৩) ৪৪.৯ ● ৬.১৮ ৪) ৪৫.৯ ৫) ৪.৪১

১০২. ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপিতে মৎস্য সম্পদের প্রবৃদ্ধির হার কত শতাংশ?

(জ্ঞান)

- ৩) ৫.৩২ ৪) ৫.৯৬ ● ৬.৩৬ ৫) ৭.১২

১০৩. বাংলাদেশের মোট জাতীয় আয়ে কোনটির অবদান সর্বাধিক?

(উচ্চতর দর্পতা)

- কৃষি ৩) শিল্প
৪) বনজসম্পদ ৫) খনিজসম্পদ

১০৪. বাংলাদেশের শতকরা কত ভাগ লোক প্রত্যব ও পরোবভাগে কৃষির সাথে যুক্ত?

(জ্ঞান)

- ৩) ৭৬ ● ৭৫ ৪) ৮০ ৫) ৯০

১০৫. বাংলাদেশের শতকরা ৭৫ ভাগ লোক কোনো একটি খাতের ওপর নির্ভর করে জীবিকা নির্বাহ করে। এ খাতটি কী?

(উচ্চতর দর্পতা)

- ৩) সেবা ৪) নির্মাণ ৫) শিল্প ● কৃষি

১০৬. ২০১৩-১৪ বছরে কত লব মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছিল?

(জ্ঞান)

- ৩৮১.৭৪ ৪) ৩৮০.১৩
৩) ৩৯০.১৩ ৫) ৩৯৫.১৩

১০৭. প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামালকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে পরিণত করাকে কী বলে?

(জ্ঞান)

- শিল্প ৪) উৎপাদন
৩) সংগঠন ৫) প্রক্রিয়াকরণ

১০৮. বাংলাদেশের জাতীয় আয় নির্ণয়ে কতটি খাত আছে?

(জ্ঞান)

- ১৫ ৩) ১৬ ৪) ১১ ৫) ১০

১০৯. অপরিশোধিত তেল কোন খাতের উপখাত?

(অনুধাবন)

- খনিজ ও খনন ৩) জ্বালানি
৪) বুদ্ধায়তন শিল্প ৫) বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি

১১০. বাংলাদেশের সার শিল্প কোনটির অন্তর্ভুক্ত?

(জ্ঞান)

- বৃহৎ ৩) বৃদ্ধ ৪) কুটির ৫) মাঝারি

১১১. বাংলাদেশের সিমেন্ট শিল্প কোনটির অন্তর্ভুক্ত?

(জ্ঞান)

- বৃহৎ ৩) কুটির ৪) মাঝারি ৫) বৃদ্ধ

১১২. নিচের কোনটি বৃদ্ধশিল্প?

(উচ্চতর দর্পতা)

- বস্ত্র ৩) সাবান ৪) চিনি ৫) সার

১১৩. বাংলাদেশে এখনও কোনটি বৃহৎ শিল্প হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে?

(উচ্চতর দর্পতা)

- ৩) চামড়া ৪) পোশাক ● পাট ৫) চা

১১৪. চামড়া শিল্প বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প। এটি কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত?

(অনুধাবন)

- ৩) বৃদ্ধ ● মাঝারি ৪) বৃহৎ ৫) কুটির

১১৫. পোশাক শিল্প কোন ধরনের শিল্প?

(জ্ঞান)

- বৃহৎ ৩) বৃদ্ধ ৪) মাঝারি ৫) কুটির

১১৬. সম্প্রতি বাংলাদেশে তৈরি কোন শিল্পের প্রসার ও উন্নতির সাথে দেশের রপ্তানি অনেক বেড়েছে?

(অনুধাবন)

- ৩) চামড়া ৪) চিনি ● পোশাক ৫) পাট

১১৭. একটি গার্মেন্টস কারখানায় কাজ করে জয়ন্তী তার ভাগ্যপরিবর্তনে সর্বময় হয়েছে। এখানে কোন শিল্পের ভূমিকা ভূলে ধরা হয়েছে?

(প্রয়োগ)

- পোশাক ৩) পাট
৪) চিনি ৫) বস্ত্র

১১৮. বাংলাদেশের নারীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে বর্তমানে কোন শিল্পের ভূমিকা সর্বাধিক?

(উচ্চতর দর্পতা)

- পোশাক ৩) চিনি ৪) পাট ৫) বস্ত্র

১১৯. জনাব মিনহাজ চট্টগ্রামে ইউরিয়া সারকারখানায় কর্মরত। তিনি কোন শিল্পে অবদান রাখছেন?

(প্রয়োগ)

- সার ৩) চিনি ৪) সিমেন্ট ৫) প্রসাধনী

১২০. অজিত রায় তার গ্রামে একটি গার্মেন্টস কারখানা তৈরি করার চিন্তা করছেন। এটি কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত?

(প্রয়োগ)

- মাঝারি ৩) বৃহৎ ৪) কুটির ৫) ক্ষুদ্র

১২১. সোহেল গ্রামের ছাত্র। সে তার লেখাপড়ার পাশাপাশি কিছু একটা করতে চায়। এবেত্রে কোন শিল্প তার জন্য উপযোগী হবে? (উচ্চতর দৰতা)
 ① কুটির ● বুদ্র ② বৃহৎ ③ মাঝারি
১২২. রেশমের চাষ করে রাজশাহীর জয়া ও শাহীন দম্পতি আজ স্বাবলম্বী। তাদের কাজ কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
 ① ক্ষুদ্র ② বৃহৎ ③ মাঝারি ● কুটির
১২৩. মনিরা চৌধুরী ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাঁশ ও বেত দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করে বাজারে বিক্রি করে স্বাবলম্বী হয়েছে। মনিরার কাজটি কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)
 ● কুটির ② ক্ষুদ্র ③ মাঝারি ④ বৃহৎ
১২৪. তাঁত ও মৃৎশিল্প কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? (অনুধাবন)
 ① বুদ্র ● কুটির ③ মাঝারি ④ বৃহৎ
১২৫. গ্রামাঞ্চলে আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য যে শিল্প বেশি স্থাপন করা দরকার? (উচ্চতর দৰতা)
 ① বৃহৎ ● বুদ্র ও কুটির ③ বেত ও সুতা ④ মাঝারি
১২৬. নাসিমার স্বামী একজন রিকশাচালক। নাসিমা হাতে প্রচুর সময় পায়। তাই সে স্বামীকে আর্থিকভাবে সাহায্য করতে চায়। এবেত্রে নাসিমার জন্য কোন শিল্প উপযোগী? (উচ্চতর দৰতা)
 ● কুটির ② মাঝারি ③ বুদ্র ④ বৃহৎ
১২৭. গ্যাসখাত গুরুত্বপূর্ণ একটি খাতের উপখাত। এ খাতটি কী? (উচ্চতর দৰতা)
 ① বুদ্রায়তন শিল্প ● বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি শিল্প ③ গ্যাস খাত ④ জ্বালানি খাত
১২৮. ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপিতে ম্যানুফাকচারিং উপখাতের অবদান কত শতাংশ? (জ্ঞান)
 ① ৯.৯৬ ● ৮.৭৭ ③ ১৮.৯৯ ④ ২১.২২
১২৯. ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপিতে নির্মাণ খাতের অবদান কত শতাংশ? (জ্ঞান)
 ● ৮.০৮% ② ৭.০৪% ③ ৫.৬৬% ④ ৪.৭৬%
১৩০. বাংলাদেশে বাণিজ্য খাতটির পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে কেন? (অনুধাবন)
 ● পণ্যসামগ্রীর রপ্তানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ② জনশক্তি রপ্তানি হওয়ায় ③ আমদানি বৃদ্ধি পাওয়ায় ④ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি হওয়ায়
১৩১. বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)
 ① মুদ্রা বাজারে স্থিতিশীলতা রবা ● সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ③ দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ④ অর্থবাজারে গতিশীলতা সৃষ্টি
১৩২. EPZ অঞ্চলে কত জন বাংলাদেশি শ্রমিক কর্মরত? (জ্ঞান)
 ① প্রায় ২.৫০ লব ● প্রায় ৩.৫০ লব ③ ৪.৫০ লব ④ ৫.৫০ লব
১৩৩. EPZ অঞ্চল থেকে এ পর্যন্ত কত মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে? (জ্ঞান)
 ● ৪,২১০ ② ৫,২১০ ③ ৬,২১০ ④ ৭,২১০
১৩৪. বাংলাদেশের বেকার সমস্যা দূরীকরণে নিচের কোনটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী? (উচ্চতর দৰতা)
 ● শিল্পবেত্র ② কৃষিবেত্র ③ ব্যবসাবেত্র ④ চাকরিবেত্র
১৩৫. বাংলাদেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য কী করা প্রয়োজন? (উচ্চতর দৰতা)
 ① কুটিরশিল্পের উন্নয়ন ② মূলধনভিত্তিক শিল্প স্থাপন ③ উচ্চ ফলনশীল বীজের ব্যবহার ● সুষ্ঠু শিল্পনীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন
১৩৬. বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পনীতির উদ্দেশ্য কী? (অনুধাবন)
 ● কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা ② বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা ③ রপ্তানি বৃদ্ধি করা ④ GDP-র হার বৃদ্ধি করা
১৩৭. বেকার সমস্যা সমাধানে কোন উদ্যোগটি গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে তুমি মনে কর? (উচ্চতর দৰতা)
 ● স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি ② দ্রুত শিল্পায়ন ③ বিদেশে শ্রমশক্তি রপ্তানি ④ উন্নত কৃষি উদ্ভাবন

১৩৮. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন ধরনের শিল্প স্থাপনে গুরুত্ব দিতে হবে? (অনুধাবন)
 ① কুটির ● বুদ্র ② রপ্তানিমুখী ③ বৃহৎ
১৩৯. বস্ত্রশিল্পে প্রথমে তুলা ব্যবহার করে সুতা তৈরি করা হয়। আর সেই সুতা দিয়ে কাপড় এবং সবশেষে পোশাক তৈরি করা হয়। এখানে সুতা কেমন পণ্য? (উচ্চতর দৰতা)
 ● মাধ্যমিক ② প্রাথমিক ③ চূড়ান্ত ④ স্বাভাবিক
১৪০. কত সালকে সামনে রেখে 'উন্নয়ন রূপকল্প' প্রণয়ন করা হয়েছে? (জ্ঞান)
 ① ২০১৫ ② ২০১৭ ③ ২০২০ ● ২০২১
১৪১. 'উন্নয়ন রূপকল্প'— শিল্পখাতের অবদান কত শতাংশ হবে বলে প্রত্যাশা করা হয়েছে? (জ্ঞান)
 ① ৩৫% ● ৪০% ③ ৪৫% ④ ৫০%
১৪২. 'উন্নয়ন রূপকল্প' অনুযায়ী কর্মসংস্থানে শিল্পের অবদান কত শতাংশ হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
 ● ২৫% ② ২৭% ③ ৩০% ④ ৪০%
১৪৩. কোন শিল্পে প্রাকৃতিক গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
 ● রাসায়নিক সার ② সিমেন্ট ③ পরাস্টিক ④ ফার্নেস তেল
১৪৪. বিরচিং পাউডার তৈরিতে কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
 ① চীনামাটি ● চূনাপাথর ③ গন্ধক ④ সিলিকা বালু
১৪৫. তেল পরিশোধনে নিচের কোনটি ব্যবহৃত হয়? (জ্ঞান)
 ① চূনাপাথর ② সিলিকা বালু ● গন্ধক ④ চীনামাটি
১৪৬. বাংলাদেশে দ্রুত শিল্পায়নের বেত্রে বড় বাধা হলো— (উচ্চতর দৰতা)
 ● মূলধনের স্বল্পতা ② দরবার অভাব ③ বেকার সমস্যা ④ কম উৎপাদন
১৪৭. যে খাতের মাধ্যমে অবসৃতগত দ্রব্য উৎপাদিত হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
 ① শিল্পখাত ● সেবাখাত ③ স্বপ্নখাত ④ বিদ্যুৎখাত
১৪৮. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের ব্যাংক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাত হিসেবে এদের অবদান অন্তর্ভুক্ত হবে? (প্রয়োগ)
 ● সেবা ② শিল্প ③ কৃষি ④ নির্মাণ
১৪৯. বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতটি একক বৃহত্তম খাত হিসেবে পরিগণিত? (অনুধাবন)
 ● সেবাখাত ② কৃষি ③ শিল্প ④ নির্মাণ
১৫০. ২০১২-১৩ অর্থবছরে জিডিপিতে সার্বিক সেবাখাতের অবদান কত? (জ্ঞান)
 ● ৫৪% ② ৫৬% ③ ৭৫% ④ ৮০%
১৫১. সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত কোনটি জিডিপিতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখছে? (উচ্চতর দৰতা)
 ① সামাজিক সেবা ● পাইকারি ও খুচরা বিপণন ③ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ④ শিবা প্রতিষ্ঠান
১৫২. বর্তমানে বাংলাদেশে জাতীয় মহাসড়ক রয়েছে কত কিলোমিটার? (জ্ঞান)
 ① ৩৫৫০ ● ৩৫৭০ ③ ৩৪৯৩ ④ ৩৪৯৮
১৫৩. বাংলাদেশের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য কত? (জ্ঞান)
 ● ২৮৭০ কিলোমিটার ② ২৪৩৫ কিলোমিটার ③ ২২৩৫ কিলোমিটার ④ ২৮৫৩ কিলোমিটার
১৫৪. বাংলাদেশে ব্রডগেজ রেলপথের দৈর্ঘ্য কত? (জ্ঞান)
 ● ৬৫৯ কিলোমিটার ② ৫৮০ কিলোমিটার ③ ৪৮০ কিলোমিটার ④ ৩০০ কিলোমিটার
১৫৫. বাংলাদেশে ডুয়েল গেজ রেলপথের দৈর্ঘ্য কত? (জ্ঞান)
 ① ২০০ কিলোমিটার ② ৩০০ কিলোমিটার ● ৩৭৫ কিলোমিটার ④ ৪০০ কিলোমিটার
১৫৬. বাংলাদেশে মিটারগেজ রেলপথের দৈর্ঘ্য কত? (জ্ঞান)
 ① ১,০০০ কিলোমিটার ② ১,২০০ কিলোমিটার ③ ১,৫৮০ কিলোমিটার ● ১,৮৪৩ কিলোমিটার
১৫৭. বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর কোনটি? (জ্ঞান)
 ● চট্টগ্রাম ② চাঁদপুর ③ ঢাকা ④ মংলা

১৫৮. চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে আমাদের দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের কতভাগ পরিচালিত হয়? (জ্ঞান)
 (ক) ৯৩ (খ) ৯৪ (গ) ৯৭ (ঘ) ৯৮
১৫৯. অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন করপোরেশন কতটি জলযান দ্বারা ফেরী সার্ভিস অব্যাহত রেখেছে? (জ্ঞান)
 (ক) ১৫০ (খ) ১৮৮ (গ) ১৯০ (ঘ) ২০০
১৬০. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু আছে? (জ্ঞান)
 (ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬
১৬১. বর্তমানে বাংলাদেশে কতটি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর আছে? (জ্ঞান)
 (ক) ৭ (খ) ৩ (গ) ৮ (ঘ) ৪
১৬২. বাংলাদেশে কয়টি ব্যবহার উপযোগী স্টল পোস্ট রয়েছে? (জ্ঞান)
 (ক) ২ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬
১৬৩. STOL-এর পূর্ণরূপ কী? (জ্ঞান)
 (ক) Stock Take Off-Landing
 (খ) Short Take Off-Landing
 (গ) Simple Take Off-Landing
 (ঘ) Short Teller Off-Landing
১৬৪. বিটিসিএল কোম্পানি লিমিটেড কোন বস্ত্রে কাজ করছে? (অনুধাবন)
 (ক) যোগাযোগের মান উন্নয়নে
 (খ) জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে
 (গ) যাতায়াত ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়নে
 (ঘ) শিবাব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য
১৬৫. বিটিআরসি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? (জ্ঞান)
 (ক) ২০০০ (খ) ২০০২ (গ) ২০০৩ (ঘ) ২০০৪
১৬৬. মার্চ ২০১১ পর্যন্ত বিটিআরসির গ্রাহক সংখ্যা কত কোটি অতিক্রম করেছে? (জ্ঞান)
 (ক) ৫.৪৭ (খ) ৫.৬০ (গ) ৬.৪৭ (ঘ) ৬.৮০
১৬৭. বাংলাদেশে কতটি ডাকঘর আছে? (জ্ঞান)
 (ক) ৯,৮৮৬ (খ) ৯,৮৮৮ (গ) ৯,৯৮৬ (ঘ) ৯,৯৯৬
১৬৮. ২০১২-১৩ অর্থবছরে ডাকসেবা খাতে প্রবৃদ্ধির হার কত শতাংশ ধরা হয়েছে? (অনুধাবন)
 (ক) ৬.৬৭ (খ) ৭.৫০ (গ) ৮.৫০ (ঘ) ৯.৬৭
১৬৯. একটি শিল্প বাংলাদেশের নারীর কর্মসংস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এটি কোন শিল্প? (উচ্চতর দর্পতা)
 (ক) বৃহৎ (খ) পোশাক (গ) সার (ঘ) পাট
১৭০. বাংলাদেশে বেকারত্ব বৃদ্ধির কারণ কী? (অনুধাবন)
 (ক) কৃষি উন্নতি (খ) বিদেশি শোষণ
 (গ) বিদেশি বিনিয়োগের অভাব (ঘ) দর উদ্যোক্তার অভাব
১৭১. কিসের বিনিময়ে শিল্পপ্রতিষ্ঠান জনগণের নিকট সেবাপ্রেরণ করে? (অনুধাবন)
 (ক) কর্মের (খ) অর্থের (গ) শিবার (ঘ) সামর্থ্যের
১৭২. নির্মাণখাতে প্রবৃদ্ধি হার বৃদ্ধির কারণ কী? (অনুধাবন)
 (ক) জনগণের কর্মসংস্থান বৃদ্ধি
 (খ) অবকাঠামোগত খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি
 (গ) কৃষিতে প্রযুক্তির ব্যবহার
 (ঘ) শিল্পায়নে প্রযুক্তির ব্যবহার
১৭৩. আবুল খায়ের কোম্পানির একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে শাহ সিমেন্ট কারখানাটি কাজ করেছে। এটি কোন ধরনের শিল্প? (প্রয়োগ)
 (ক) বৃহৎ (খ) মাঝারি (গ) ক্ষুদ্র (ঘ) কুটির
১৭৪. নিচের কোনটি মাঝারি শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? (জ্ঞান)
 (ক) চিনি (খ) তৈরি পোশাক
 (গ) কাগজ (ঘ) সার
১৭৫. এদেশে খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতার প্রধান কারণ কী? (অনুধাবন)
 (ক) অধিক জনসংখ্যা (খ) নিরবরতা
 (গ) দারিদ্র্য (ঘ) কৃষির গতানুগতিকতা
১৭৬. সরকার কত সালের ব্লু পকন্সের আলোকে 'বাংলাদেশ প্রেবিত পরিকল্পনা' ব্লু পরেখার দলির প্রণয়ন করেছে? (জ্ঞান)
 (ক) ২০১৫ (খ) ২০১৮
 (গ) ২০২১ (ঘ) ২০২৩

বহুপদী সমাধিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৭৭. বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে উঠেছে— (অনুধাবন)
 i. কৃষিবেত্রের অবদান দ্বারা
 ii. মানুষের শ্রম ও সেবা দ্বারা
 iii. শিল্পের অবদান দ্বারা
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৭৮. মিজান মিয়া একজন কৃষক। তিনি দৈনন্দিন জীবনে যে ধরনের কাজের সাথে সম্মুখীন হয়েছেন— (প্রয়োগ)
 i. পণ্য বাজারজাতকরণ
 ii. শস্য কর্তন
 iii. শস্য বাজার নিয়ন্ত্রণ
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৭৯. বাংলাদেশে প্রাণি সম্পদ উৎপন্ন বা চাষ করা হচ্ছে— (উচ্চতর দর্পতা)
 i. পারিবারিকভাবে
 ii. বাণিজ্যিকভাবে
 iii. সরকারি উদ্যোগে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৮০. বাংলাদেশের কৃষিখাতের প্রধান রপ্তানি দ্রব্য হলো— (উচ্চতর দর্পতা)
 i. চাল ও চিনি
 ii. হিমায়িত খাদ্যদ্রব্য
 iii. পাটজাত দ্রব্য
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৮১. কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য গ্রহণ করা জরুরি— (অনুধাবন)
 i. কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন
 ii. সহজ শর্তে ঋণ দান
 iii. কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৮২. কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে— (অনুধাবন)
 i. শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করে
 ii. প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ করে
 iii. মানুষের জীবন-জীবিকার নিশ্চয়তা প্রদান করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৮৩. বাংলাদেশের শিল্পখাত গড়ে উঠেছে— (অনুধাবন)
 i. বনজ সম্পদ নিয়ে
 ii. খনিজ ও খনন কাজ নিয়ে
 iii. নির্মাণ খাত নিয়ে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৮৪. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়— (অনুধাবন)
 i. জাতীয় আয়ে সর্বাধিক অবদান রাখার জন্য
 ii. শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য
 iii. মানুষের জীবনযাত্রার মানে প্রভাব ফেলার জন্য
 নিচের কোনটি সঠিক?
 (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii
১৮৫. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষের EPZ এলাকা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য— (উচ্চতর দর্পতা)
 i. দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন
 ii. শিল্পখাতের দ্রব্য বিকাশ
 iii. কৃষির ওপর নির্ভরতা কমানো

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ⑧ i, ii ও iii

১৮৬. বাংলাদেশের সার্বিক সেবাখাত ভূমিকা পালন করছে— (উচ্চতর দরতা)

- i. মানবসম্পদ উন্নয়নে
ii. উপকরণের গতিশীলতা আনয়নে
iii. আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- ⑩ i ও ii ⑪ i ও iii ⑫ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৮৭. এ দেশের কৃষিভিত্তিক উল্লেখযোগ্য শিল্প হলো— (অনুধাবন)

- i. পাটশিল্প
ii. চামড়াশিল্প
iii. কাগজশিল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

- ⑬ i ও ii ⑭ i ও iii ⑮ ii ও iii ⑯ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৮৮ ও ১৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

‘ক’ দেশের সরকার তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা Vision 2000 গ্রহণ করেছে। দেশটির সরকার এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করেছে।

১৮৮. অনুচ্ছেদের পরিকল্পনাটি কিসের ইজ্জাত দিচ্ছে? (প্রয়োগ)

- রূ পঞ্চম-২০২১-এর ① শিল্পনীতি-২০১০-এর
② শিবানীতি-২০১০-এর ③ নারীনীতি-২০০৬-এর

১৮৯. এ পরিকল্পনা বাংলাদেশকে সাহায্য করছে— (উচ্চতর দরতা)

- i. উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে
ii. সর্ববোধে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক সাফল্য অর্জন করতে
iii. নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ⑧ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯০ ও ১৯১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

এম.এ পাস করে চাকরি না পেয়ে জ্বায়ের তার বন্ধুকে সাথে নিয়ে নিজ এলাকায় একটি দিয়াশলাই কারখানা গড়ে তোলে। তাদের কারখানায় এলাকার বেশ কয়েকজন বেকার যুবকের কর্মসংস্থান হয়েছে।

১৯০. জ্বায়েরের কাজটি অর্থনীতির কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)

- ক্ষুদ্র ② কৃটির ③ বৃহৎ ④ মাঝারি

১৯১. জ্বায়েরের কাজটি অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, কারণ এটি— (উচ্চতর দরতা)

- i. বেকার সমস্যা সমাধান ভূমিকা রাখছে
ii. ভোগ্যপণ্য উৎপাদন করছে
iii. সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ⑧ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯২ ও ১৯৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব আনিসুর রহমান বিটিসিএল কোম্পানির একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। তিনি দেশের সার্বিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে সাধ্যানুযায়ী বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছেন।

১৯২. জনাব আনিসুর কর্মক্ষেত্রে অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? (প্রয়োগ)

- সেবা ② শিল্প ③ কৃষি ④ নির্মাণ

১৯৩. জনাব আনিসুর কাজটি ছাড়াও এ খাতের কাজের বৈশিষ্ট্য হলো— (উচ্চতর দরতা)

- i. পরিবহন
ii. ব্যাবিকিং
iii. শিল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

- i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ⑧ i, ii ও iii

৮.৩ : বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব

➔ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৯৬

At a Glance

- আমাদের দেশে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)-১৫টি খাত নিয়ে গঠিত।
- বর্তমানে মুক্তবাজারে অর্থনীতি, বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে— শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- রূ পঞ্চম ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে — সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।
- শিল্পায়নের মাধ্যমেই— কৃষির আধুনিকায়ন সম্ভব।
- কৃষি ও শিল্পখাতের উন্নয়নের পাশাপাশি রয়েছে— সার্বিক সেবা খাত।
- দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য— শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- গত তিন দশক হতে কৃষি খাতের অবদান— ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৪. আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদন কতটি খাত নিয়ে গঠিত? (জ্ঞান)

- ⑩ ১০ ⑪ ১২ ● ১৫ ⑫ ২০

১৯৫. কোনটি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি? (জ্ঞান)

- ⑬ শিল্প ● কৃষি ⑮ নির্মাণশিল্প ⑯ সেবাখাত

১৯৬. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো কোনটিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে? (জ্ঞান)

- কৃষি ② শিল্প ③ ব্যাংক ④ নির্মাণখাত

১৯৭. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মূল উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি হিসেবে কৃষি উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কারণ কী? (উচ্চতর দরতা)

- দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো কৃষিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠায়
② এদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক তাই
③ কৃষিজ পণ্যের বিদেশি ক্রেতা রয়েছে তাই
④ কৃষিজ পণ্য উৎপাদনে এদেশটি বেশি অনুকূল তাই

১৯৮. বাংলাদেশের কৃষি কিসের ওপর নির্ভরশীল? (উচ্চতর দরতা)

- প্রকৃতির ④ শিল্পের
⑤ দর শ্রমিকের ⑥ প্রযুক্তির

১৯৯. বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল অবস্থা প্রকাশ করে না। এর কারণ কী? (উচ্চতর দরতা)

- কৃষি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল ④ অদর শ্রমিক
⑤ মূলধনের অর্যাপত্ততা ⑥ সনাতন চাষপদ্ধতির ব্যবহার

২০০. বাংলাদেশের অর্থনীতি স্থিতিশীল অবস্থা প্রকাশ করে না। এর প্রমাণ— (উচ্চতর দরতা)

- শিল্পায়ন ধীরগতির ④ দর শ্রমিকের অভাব
⑤ নগরায়ন ধীরগতির ⑥ চাষাবাদ পদ্ধতি পুরোনো

২০১. বাংলাদেশের কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন অনিশ্চিত থাকার কারণ কী? (উচ্চতর দরতা)

- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ④ সময়মতো চাষের উদ্যোগ না নেয়া
⑤ কৃষকদের অলসতা ⑥ মূলধনের সীমাবদ্ধতা

২০২. শিল্পখাতে উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ কী? (অনুধাবন)

- ⑦ শিল্পনীতি ঘোষণা ● রূ পঞ্চম বাস্তবায়ন
⑧ অবকাঠামোখাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি ⑨ নগরায়নের ধারা অব্যাহত থাকা

২০৩. রূ পঞ্চম-পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সময়কাল কত ধরা হয়েছে? (জ্ঞান)

- ২০২১ ② ২০৩০ ③ ২০৪১ ④ ২০৫১

২০৪. একটি সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব কীভাবে? (জ্ঞান)

- ⑩ শিল্পনীতি ২০১০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে
● রূ পঞ্চম-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে
⑫ শিল্পনীতি-২০১০ বাস্তবায়নের মাধ্যমে
⑬ জনসংখ্যা-নীতি-২০১১

২০৫. ‘রূ পঞ্চম-২০২১’ এর মাধ্যমে কোন ধরনের বাংলাদেশ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে? (উচ্চতর দরতা)

- ⑭ শিল্পসমৃদ্ধ ● একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা
⑮ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ⑯ কৃষিসমৃদ্ধ

২০৬. গত তিন দশকে জিডিপিতে কোন খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে? (জ্ঞান)

- কৃষি ② শিল্প ③ সেবা ④ নির্মাণ

২০৭. বাংলাদেশের জিডিপিতে গত তিন দশকে কোন খাতের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে? (জ্ঞান)

- শিল্প ② কৃষি ③ সেবা ④ উৎপাদন

২০৮. গত তিন দশকে জিডিপিতে কোন খাতের অবদান একই রয়ে গেছে? (জ্ঞান)

কৃষি	শিল্প	সেবা	নির্মাণ
বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর			
২০৯. বাংলাদেশে শিল্পোন্নয়ন হলে কৃষিবেত্রে— (অনুধাবন)			
i. কৃষির জমি কমবে			
ii. কৃষি উপকরণ কমবে			
iii. প্রচলিত বেকারত্ব কমবে			
নিচের কোনটি সঠিক?			
ক i	খ ii	গ iii	ঘ i, ii ও iii
২১০. কৃষির উন্নয়ন সাধনের জন্য দেশে কলকারখানা স্থাপন করা প্রয়োজন— (অনুধাবন)			
i. কৃষির ফলন বৃদ্ধির জন্য			
ii. দ্রবততার সাথে কৃষিকাজ করার জন্য			
iii. কৃষিজাত দ্রব্য প্রক্রিয়াজাত করার জন্য			
নিচের কোনটি সঠিক?			
ক i	খ ii	গ iii	ঘ i, ii ও iii
২১১. শিল্পোন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে— (অনুধাবন)			
i. দর শ্রমিক			
ii. প্রাকৃতিক পরিবেশ			
iii. পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা			
নিচের কোনটি সঠিক?			
ক i	খ ii	গ iii	ঘ i, ii ও iii
২১২. বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন কম ও নিম্নমান হওয়ার জন্য দায়ী— (উচ্চতর দরতা)			
i. পুঁজির অভাব			
ii. নিম্নমানের কলাকৌশল			
iii. নিম্নমানের কাঁচামাল			
নিচের কোনটি সঠিক?			
ক i ও ii	খ i ও iii	গ ii ও iii	ঘ i, ii ও iii
২১৩. কৃষির উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি কারণ এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে— (উচ্চতর দরতা)			
i. দারিদ্র্য বিমোচনের অগ্রগতি			
ii. সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া			
iii. শিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা			
নিচের কোনটি সঠিক?			
ক i ও ii	খ i ও iii	গ ii ও iii	ঘ i, ii ও iii
২১৪. বাংলাদেশে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন— (উচ্চতর দরতা)			
i. মুক্ত বাজার অর্থনীতির সাথে তাল মিলাতে			
ii. বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়			
iii. দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য			
নিচের কোনটি সঠিক?			
ক i ও ii	খ i ও iii	গ ii ও iii	ঘ i, ii ও iii
২১৫. বাংলাদেশে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার বিকাশ জরুরি। কারণ এর মাধ্যমে— (অনুধাবন)			
i. কৃষির আধুনিকীকরণ সম্ভব			
ii. প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব			
iii. বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব			
নিচের কোনটি সঠিক?			
ক i ও ii	খ i ও iii	গ ii ও iii	ঘ i, ii ও iii
২১৬. একটি সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব— (অনুধাবন)			
i. তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে			
ii. মানবসম্পদের উন্নয়ন করে			
iii. বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি করে			
নিচের কোনটি সঠিক?			
ক i ও ii	খ i ও iii	গ ii ও iii	ঘ i, ii ও iii
২১৭. কৃষিখাতের উন্নতির ওপরই অর্থনৈতিক উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভরশীল। কারণ— (উচ্চতর দরতা)			
i. কৃষি খাদ্যের যোগান দেয়			
ii. কৃষি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে			
iii. অর্থনৈতিক ভারসাম্য সৃষ্টি করে			

নিচের কোনটি সঠিক?			
ক i ও ii	খ i ও iii	গ ii ও iii	ঘ i, ii ও iii
২১৮. বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব, যদি— (উচ্চতর দরতা)			
i. মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়			
ii. প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি পায়			
iii. দেশের মানুষের চাহিদা কমানো যায়			
নিচের কোনটি সঠিক?			
ক i ও ii	খ i ও iii	গ ii ও iii	ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১৯ ও ২২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :			
রতন মিয়া একজন কৃষক। কিন্তু পুরাতন চাষপদ্ধতি ব্যবহার করার ফলে সে ভালো উৎপাদন পাচ্ছে না। এজন্য যে স্থানীয় একটি NGO থেকে ঋণ নিয়ে ট্রাক্টর ও ধান মাড়াই যন্ত্র কিনে নতুনভাবে কৃষিকাজ শুরু করে।			
২১৯. অনুচ্ছেদের আলোকে কৃষির আধুনিকীকরণে কোনটি ভূমিকা রেখেছে? (প্রয়োগ)			
ক শিল্পায়ন	খ তথ্যপ্রযুক্তি	গ শারীরিক শ্রম	ঘ স্থানীয় NGO
২২০. বর্তমান অর্থনীতিতে এ বিষয়টির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে— (উচ্চতর দরতা)			
i. প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার সম্ভব তাই			
ii. বৈদেশিক বাণিজ্যে গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য			
iii. সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য			
নিচের কোনটি সঠিক?			
ক i ও ii	খ i ও iii	গ ii ও iii	ঘ i, ii ও iii

➡ ৮.৪ : কৃষি ও শিল্পখাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা
➡ বোর্ড বই, পৃষ্ঠা- ৯৭

At a Glance

ক শিল্পের কাঁচামাল— কৃষির ওপর নির্ভরশীল।
খ পাটশিল্প গড়ে উঠেছে— ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ।
গ কৃষির আধুনিকায়ন নির্ভর করে— শিল্পের ওপর।
ঘ প্রসারের কারণে— কৃষিপণ্যের বর্ধিত চাহিদায় উৎপাদন বাড়বে।
ঙ চিনি শিল্প গড়ে উঠেছে— উত্তরবঙ্গে।
চ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করলে— আমদানি ব্যয় কমবে।
ছ ক্ষুদ্রশিল্পের ভিত্তি হলো— কৃষি।
জ শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে— কৃষি ভূমিকা রাখে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২১. আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প কী ভিত্তিক? (অনুধাবন)			
ক কৃষি	খ প্রযুক্তি	গ বিজ্ঞান	ঘ প্রশিষণ
২২২. একটি তৈরিকৃত পাটের ব্যাগের পিছনে অবদান যার সবচাইতে বেশি— (উচ্চতর দরতা)			
ক কৃষি খাত	খ শিল্পখাত		
গ কৃষি ও শিল্পখাত	ঘ সেবা খাত		
২২৩. বাংলাদেশের কৃষির ওপর শিল্পের নির্ভরশীলতা বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)			
ক প্রচলিত বেকারত্ব হ্রাস	খ কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা		
গ কাঁচামাল সরবরাহ করা	ঘ সার, কীটনাশক ব্যবহার করা		
২২৪. বাংলাদেশের কোন দুটি খাত একে অন্যের পরিপূরক? (জ্ঞান)			
ক কৃষি ও শিবা	খ কৃষি ও শিল্প		
গ কৃষি ও জনশক্তি	ঘ শিবা ও শিল্প		
২২৫. কাঁচামালের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল কোন শিল্প? (জ্ঞান)			
ক গোহা	খ নির্মাণ	গ চামড়া	ঘ সিমেন্ট
২২৬. কৃষিকে শিল্পের ভিত্তি বলা হয় কেন? (অনুধাবন)			
ক শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেওয়ায়	খ শিল্পকে আধুনিক হতে সাহায্য করায়		
গ কৃষকদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করায়	ঘ শিল্পনির্ভর সমাজ গড়ে তোলায়		
২২৭. বাংলাদেশের কোথায় পাট শিল্পের বিকাশ ঘটে? (জ্ঞান)			
ক ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ	খ চট্টগ্রাম ও সিলেট		
গ দিনাজপুর ও রংপুরে	ঘ ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জে		
২২৮. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে চা শিল্প গড়ে উঠেছে? (জ্ঞান)			
ক খুলনা	খ সিলেট	গ টাঙ্গাইল	ঘ রংপুর
২২৯. বাংলাদেশের কোন অঞ্চলে চিনি শিল্পের প্রসার ঘটেছে? (জ্ঞান)			

- উত্তরবঙ্গে ④ পূর্বাঞ্চলে
 ⑥ দিনাজপুর ও রংপুরে ⑤ পশ্চিমাঞ্চলে
২৩০. আধুনিক বিশ্বে উন্নত দেশগুলো সমৃদ্ধি অর্জন কোনটির মাধ্যমে? (উচ্চতর দৰতা)
 ③ কৃষির উন্নতি ④ জনসংখ্যা বৃদ্ধি
 ⑥ খনিজ সম্পদ উত্তোলন ● শিল্পের উন্নতি
২৩১. শিল্পজাত কোনটি রুদ্র শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
 ③ শিল্পপ্রতিষ্ঠানে ● কৃষিখাত
 ⑥ প্রযুক্তির ব্যবহার ⑤ সেবাখাত
২৩২. নিচের কোনটি রুদ্র শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়? (অনুধাবন)
 ● বাঁশ-বেত ⑤ সার-কীটনাশক
 ⑥ তুলা-চামড়া ④ আখ
২৩৩. কোন দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি ভূমিকা পালন করে? (অনুধাবন)
 ● শিল্পজাত ⑤ কৃষিজাত
 ⑥ আমদানিকৃত ④ রপ্তানিকৃত
২৩৪. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে হলে কোনটি প্রয়োজন? (উচ্চতর দৰতা)
 ③ আমদানি বৃদ্ধি করা ● কৃষি আধুনিকীকরণ
 ⑥ শিল্পের বিকাশ ⑤ জমির খন্ডবিখন্ডতা প্রতিরোধ
২৩৫. বর্তমানে বাংলাদেশে শিল্পখাত খুব বেশি উন্নত নয়। আমরা অধিকাংশই কৃষক। তবে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য শিল্প অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এখন শিল্পখাতকে উন্নত করতে আমাদের কী করণীয়? (উচ্চতর দৰতা)
 ● কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে হবে
 ⑤ বৈদেশিক সাহায্য আনতে হবে
 ⑥ অধিকমাত্রায় আমদানি করতে হবে
 ④ বৃদ্ধির কাজে বেশি লোক নিয়োগ দান
২৩৬. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে কোনটি প্রত্যাশা করা যায়? (উচ্চতর দৰতা)
 ● আমদানি ব্যয় বাঁচবে ⑤ খাদ্য নষ্ট হবে
 ⑥ কৃষি লাভবান হবে ④ রপ্তানি খরচ কমবে
২৩৭. বিদেশ থেকে আমদানি হ্রাস করা সম্ভব কীভাবে? (উচ্চতর দৰতা)
 ③ কিছু দ্রব্যসামগ্রীর আমদানি বন্ধ করে
 ⑤ আমদানি কর আরোপ করে
 ⑥ রপ্তানি কর বাড়িয়ে
 ● শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে
২৩৮. আমাদের দেশে রুদ্রশিল্পের ভিত্তি কৃষি। এটি কী প্রমাণ করে? (উচ্চতর দৰতা)
 ③ বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ
 ● বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল
 ⑥ বাংলাদেশ শিল্পে অনগ্রসর
 ④ বাংলাদেশে শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে

বহুপদী সমাঙ্গিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৩৯. বাংলাদেশের দ্রবত অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হলো— (উচ্চতর দৰতা)
 i. কৃষি উন্নয়ন
 ii. শিল্পের উন্নয়ন
 iii. প্রযুক্তি আবিষ্কার
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ⑤ ii ও iii
২৪০. শিল্পখাত কৃষি সরঞ্জাম ও সারের যোগান দেয়— (অনুধাবন)
 i. কৃষি আধুনিকীকরণের জন্য
 ii. উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য
 iii. আমদানি হ্রাস করার জন্য
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii
২৪১. বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে— (উচ্চতর দৰতা)
 i. দ্রবত শিল্পায়ন সম্ভব হবে
 ii. জাতীয় ও মাথাপিছু উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে
 iii. জনগণের জন্য অধিক খাদ্যের যোগান দেয়া সম্ভব হবে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৪২. আমাদের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তথা সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নির্ভর করে— (অনুধাবন)
 i. কৃষির উন্নতির ওপর
 ii. শিল্পজাতদ্রব্যের বাজার সৃষ্টির ওপর
 iii. সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির ওপর
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ● i, ii ও iii
২৪৩. জমির মিয়া অধিক ধান উৎপাদনে ব্যবহার করবেন— (প্রয়োগ)
 i. উচ্চ ফলনশীল বীজ
 ii. গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা
 iii. জৈবসার
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ● i, ii ও iii
২৪৪. এ দেশের কৃষিভিত্তিক উল্লেখযোগ্য শিল্প হলো— (অনুধাবন)
 i. পাটশিল্প
 ii. চামড়াশিল্প
 iii. কাগজশিল্প
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ● i, ii ও iii
২৪৫. কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন একই সাথে হওয়া উচিত— (উচ্চতর দৰতা)
 i. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে
 ii. আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য
 iii. বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ● i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii
২৪৬. কুটিরশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়— (উচ্চতর দৰতা)
 i. বিদ্যুৎ
 ii. বাঁশ-বেত
 iii. মাটি
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ④ i ও iii ● ii ও iii ⑤ i, ii ও iii
২৪৭. আমদানি হ্রাস করা সম্ভব— (প্রয়োগ)
 i. শিল্পোন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়িয়ে
 ii. আমদানি কর আরোপ করে
 iii. সম্পদের সঠিক ব্যবহার করে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ● i ও iii ⑥ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii
২৪৮. উচ্চ ফলনশীল বীজ চাষের জন্য প্রয়োজন হয়— (অনুধাবন)
 i. সারের
 ii. পানির
 iii. আধুনিক চাষের
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ④ i ও iii ⑥ ii ও iii ● i, ii ও iii
২৪৯. আমাদের দেশের অধিকাংশ কবিরাজি ওষুধ আসে— (অনুধাবন)
 i. বিভিন্ন ধরনের লতাপাতা থেকে
 ii. ওষুধের দোকান থেকে
 iii. গাছ-গাছড়া থেকে
 নিচের কোনটি সঠিক?
 ③ i ও ii ● i ও iii ⑥ ii ও iii ⑤ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

- নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫০ ও ২৫১ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
- বাবলু ও ইউসুফ প্রতিবেশী। বাবলু কৃষিজীবী। কিন্তু ইউসুফের জমি কম থাকায় সে একটি কুটিরশিল্প গড়ে তুলেছে। সে কৃষিজীবী না হলেও তার শিল্প কৃষিভিত্তিক এবং অনেক কাঁচামাল সে বাবলুর নিকট থেকে ক্রয় করে।
২৫০. বাবলুর পেশার উন্নয়ন সাধিত হলে কী হবে? (প্রয়োগ)
 ③ খাদ্যশস্য আমদানি করতে হবে ⑤ শিল্পস্থাপন অসম্ভব হয়ে বাড়বে
 ● জনগণের আয় বাড়বে ⑥ শিল্পোন্নয়ন ব্যাহত হবে

২৫১. ইউসুফের শিল্পের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটলে—

(উচ্চতর দরত)

- কৃষিজ কঁচামালের চাহিদা বাড়বে
- কৃষি উৎপাদন বাড়বে
- জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i Ⓑ i ও ii Ⓒ i ও iii Ⓓ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৫২ ও ২৫৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব হাসান রাজশাহীর একটি চিনিশিল্পে কাজ করেন। কারখানাটি প্রয়োজনীয় কঁচামালের অভাবে বছরে অনেক সময় বন্ধ থাকে। ফলে হাসানকে ভোগতে হয় সাময়িক বেকারত্বে।

২৫২. আলোচিত শিল্পটির কঁচামাল—

(প্রয়োগ)

- কৃষিজ
- প্রাণিজ
- প্রাকৃতিক

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৫৩. চিনিকল কোন শিল্পের অস্তর্জাত?

(প্রয়োগ)

- Ⓐ ক্ষুদ্র Ⓑ কুটির Ⓒ মাঝারি Ⓓ বৃহৎ

■ অধ্যায়ের পাঠ সমন্বিত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫৪. বহু অর্থনৈতিক অবকাঠামো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে—

(অনুধাবন)

- দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা রবায়
- দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে
- সামাজিক গতিশীলতা সৃষ্টিতে

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৫৫. বাংলাদেশে ব্যাপক বেকারত্বের কারণ—

(অনুধাবন)

- পুঞ্জির স্বল্পতা
- কারিগরি শিবার অভাব
- জনগণের বিলাসী মনোভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৫৬. বাংলাদেশে শিল্পের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন না ঘটায় কারণ—

(অনুধাবন)

- কৃষিপ্রধান দেশ
- ব্রিটিশ শাসকদের অবহেলা
- পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্যমূলক শাসননীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i Ⓑ i ও ii Ⓒ i ও iii Ⓓ ii ও iii

২৫৭. আকাশ মিয়া প্রত্যভাবে কৃষিকাজের সাথে জড়িত। তার কাজের উন্নয়নের সাথে জড়িয়ে রয়েছে—

(উচ্চতর দরত)

- এদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম
- কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা
- শিল্পের অগ্রগতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৫৮. বাংলাদেশে শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশ সম্ভব হলে—

(উচ্চতর দরত)

- জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে
- বাণিজ্য ঘাটতি কমে যাবে
- দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৫৯. কৃষির উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরি। কারণ এর সাথে জড়িয়ে রয়েছে—

(উচ্চতর দরত)

- দারিদ্র্য বিমোচনের অগ্রগতি
- সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া

iii. শিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৬০. কঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন করলে কৃষকদের—

(অনুধাবন)

- আয় বাড়বে
- সঞ্চয় ও মূলধন বাড়বে
- উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৬১. কৃষি উপকরণ বৃদ্ধির জন্য আবশ্যিক—

(অনুধাবন)

- শিল্পের উন্নয়ন
- আবাদি জমি বৃদ্ধি
- বিদেশ থেকে উপকরণ আমদানি

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬২ ও ২৬৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

হরবন মিয়া একজন ধনী কৃষক। আধুনিক চাষপদ্ধতি ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করে সে কিছু টাকা সঞ্চয় করতে পেরেছে। এ টাকা দিয়ে স্ত্রীকে একটি টেইলারিং দোকান দিয়ে দেয়। যেখানে আরও ১০জন নারীশ্রমিক কাজ করছে।

২৬২. অনুচ্ছেদে বাংলাদেশের কোন দিকটি তুলে ধরে?

(প্রয়োগ)

- Ⓐ অর্থনৈতিক উন্নয়নের চিত্র Ⓑ কৃষি উন্নয়নের চিত্র
Ⓒ সামাজিক উন্নয়নের চিত্র Ⓓ নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার চিত্র

২৬৩. অনুচ্ছেদের আলোকে বাংলাদেশ সম্পর্কে মন্তব্য করা যায়—

(উচ্চতর দরত)

- বাংলাদেশে কৃষি উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে
- এদেশের কৃষি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ছে
- বাংলাদেশের নারীরা স্বাবলম্বী হচ্ছে

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৪ ও ২৬৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাশির মিয়া লাঙল, গরব দ্বারা জমি চাষ করে। জমিতে উন্নত জাতের বীজ, রাসায়নিক সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করতে তিনি অবম। তাছাড়া বিভিন্ন দুর্যোগও রয়েছে।

২৬৪. বাশির মিয়া তার জমিতে লাঙল, জোয়াল ও গরব দিয়ে চাষাবাদ করেন, তার চাষাবাদ পদ্ধতি হলো—

(প্রয়োগ)

- অনুন্নত
- আধুনিক
- সনাতন

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

২৬৫. বাশির মিয়ার জমিতে ফলন কম হওয়ার কারণ—

(উচ্চতর দরত)

- জমির প্রকৃত মালিক নয়
- প্রাচীন চাষ পদ্ধতি
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii Ⓑ i ও iii Ⓒ ii ও iii Ⓓ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৬ ও ২৬৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

ভবানীপুর গ্রামটির বিপুল জনগোষ্ঠী খাদ্যনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষি অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে প্রত্যভাবে জড়িত। গ্রামটিতে প্রতিবছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা ইত্যাদি কারণে কৃষিবেত্রে উৎপাদন অনিশ্চিত থাকে। বর্তমানে উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পখাতের অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন।

২৬৬. অনুচ্ছেদের কৃষি ও শিল্পখাতের উন্নয়নের পাশাপাশি কোন খাতটি প্রয়োজ্য?

(প্রয়োগ)

- Ⓐ নির্মাণ Ⓑ বিদ্যুৎ Ⓒ সেবা Ⓓ মৎস্য

২৬৭. অনুচ্ছেদে কৃষি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীলতা নির্দেশ করে —

(উচ্চতর দরত)

- স্থিতিশীল অর্থনীতি

- ii. মুক্তবাজার অর্থনীতি
iii. উন্নয়নশীল অর্থনীতি

নিচের কোনটি সঠিক?

- Ⓐ i ও ii ● i ও iii Ⓑ ii ও iii Ⓒ i, ii ও iii

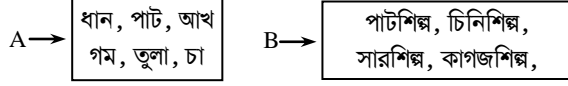
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ বোর্ড ও সেরা স্কুলের সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১ ▶▶

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ

নিচের ছকটি লব কর :



[স. বো. '১৬]

- ক. অর্থনৈতিক খাত কী? ১
খ. সেবা খাত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. 'A' খাতের উপর বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটাই নির্ভরশীল- ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'A' ও 'B' খাতে একে অপরের উপর নির্ভরশীল- বিশেষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেকোনো দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান শাখা বা বিভাগসমূহ যেগুলোর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সমষ্টিগত অবদানের দ্বারা দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে ওঠে; অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত সেসব শাখা বা বিভাগকে অর্থনৈতিক খাত বলে।

খ অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত দ্রব্য উৎপাদিত হয় অর্থাৎ দৃশ্যমান নয় যা মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে তাকে সেবা বলে। আর এসব অর্থনৈতিক কাজ নিয়েই একটি দেশের সেবাখাত গঠিত। এসব সেবা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগণের নিকট সরবরাহ করা হয় এবং জনগণ এসব সেবা ক্রয় করে তাদের অভাব পূরণ করে।

গ 'A' খাতটি হচ্ছে কৃষিখাত। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিখাতের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। মূলত আমাদের অর্থনীতির মূল বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কৃষিখাতের প্রাধান্য। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত। যদিও অনুন্নত চাষ পদ্ধতি, উন্নত বীজ, সার, সেচ এবং কৃষিক্ষেত্রের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের কৃষি উৎপাদন অনেক কম। তথাপি কৃষিতে আমাদের নির্ভরতা অনেক বেশি। অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা এ নির্ভরতাকে আরও প্রকট করে তোলে। তবে আশার কথা ক্রমান্বয়ে এই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ সুবিধা বাড়ছে। সংগে সংগে উৎপাদনও বাড়ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের (ফসল, মৎস্য সম্পদ, পশুসম্পদ ও বনজ সম্পদ) অবদান ১৩ শতাংশ হয়েছে। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত (এম ই এস, ২০১০, বিবিএস)। মূলত এই বিপুল কর্মসংস্থানের প্রেরিতও একথা বলা অতুক্তি নয় যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি অনেকটাই কৃষিখাতের উপর নির্ভরশীল।

ঘ 'A' খাত হচ্ছে কৃষিখাত এবং 'B' খাত হচ্ছে শিল্পখাত।

এ খাত দুটি অর্থাৎ কৃষি ও শিল্প খাত পরস্পর নির্ভরশীল। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। এ দেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প যেমন : পাট, চা, চামড়া, চিনি ও কাগজ প্রভৃতি শিল্প, প্রধান কাঁচামালের জন্য

কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাটশিল্প; চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চাশিল্প; উত্তরবঙ্গে চিনিশিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পের প্রসারের ফলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। বিপরীতক্রমে জনগণের আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে। আমাদের ক্ষুদ্রশিল্পের ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিতে উৎপাদিত বাঁশ-বেত ক্ষুদ্রশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শিল্পে উৎপাদিত চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, ওষুধ ইত্যাদি কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। তাই শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি ভূমিকা পালন করে। আবার কৃষকদের ক্রয়বৃত্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় যা শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উপরন্তু কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে আমদানি ব্যয় বাঁচবে যা শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক।

প্রশ্ন- ২ ▶▶

কৃষি ও শিল্পখাতের আলোচনা

কৃষক রহিম পাট চাষাবাদের জন্য ট্রাক্টর, সার কীটনাশক ব্যবহার বৃদ্ধি করার কারণে পাটের উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে। অপরদিকে, করিম তার উৎপাদিত সার বাজারজাতকরণে পরাস্টিক ব্যাগের পরিবর্তে পাটের ব্যাগ ব্যবহার করছে।

[স. বো. '১৫]

- ক. শিল্প কাকে বলে? ১
খ. সেবাখাত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রহিমের কাজের খাতটিকে অর্থনীতির ভাষায় কী বলা যায়? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্পে বর্ণিত রহিম ও করিমের খাত দুইটি পারস্পরিক নির্ভরশীল- উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক প্রকৃতিপ্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করা হলে শিল্প।

খ অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত দ্রব্য উৎপাদিত হয় অর্থাৎ দৃশ্যমান নয় যা মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে তাকে সেবা বলে। আর এসব অর্থনৈতিক কাজ নিয়েই একটি দেশের সেবাখাত গঠিত। যেমন : বাংলাদেশের পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেস্টোরাঁ, পরিবহন, স্বল্পবর্ণ ও যোগাযোগ, ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গৃহায়ণ, লোক প্রশাসন ও প্রতিরবা, শিবা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা প্রভৃতি বেত্রে সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়।

গ রহিমের কাজের খাতটিকে অর্থনীতির ভাষায় কৃষিখাত বলা হয়। কৃষিখাত যেকোনো দেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত। অর্থনীতির ভাষায় কৃষি হচ্ছে এরূপ সৃষ্টি সম্পদীয় কাজ যা ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরুর করে

উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। ফসল উৎপাদন ছাড়াও মাছ ও মৌমাছি, পশুপালন ও বনায়ন কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। উদ্দীপকে দেখা যায় কৃষক রহিম পাট চাষাবাদের জন্য ট্রাক্টর, সার কীটনাশক ব্যবহার বৃদ্ধি করার কারণে পাটের উৎপাদন বহুগুণ বেড়েছে। অর্থাৎ সে ভূমিকর্ষণ, বীজ বপণ, শস্য উৎপাদনের সাথে জড়িত। সুতরাং রহিমের কাজের খাতটি হচ্ছে কৃষিখাত।

ঘ দৃশ্যকল্পে বর্ণিত রহিমের খাত হচ্ছে কৃষিখাত। অন্যদিকে করিম সার উৎপাদন করে। সুতরাং করিমের খাতটি হচ্ছে শিল্পখাত। দৃশ্যকল্পে বর্ণিত এ খাত দুটি অর্থাৎ কৃষি ও শিল্প খাত পরস্পর নির্ভরশীল। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। এ দেশের উল্লেরখযোগ্য শিল্প যেমন : পাট, চা, চামড়া, চিনি ও কাগজ প্রভৃতি শিল্পের প্রধান কাঁচামালের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাটশিল্প; চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চাশিল্প; উত্তরবঙ্গে চিনিশিল্প গড়ে উঠেছে। উপরন্তু উদ্দীপকের করিমের মতো পরাস্টিকের ব্যাগের পরিবর্তে পাটের ব্যাগের ব্যবহার কৃষির ওপর শিল্পের নির্ভরতা বাড়ায়। এসব শিল্পের প্রসারের ফলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। জনগণের আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে। আমাদের ক্ষুদ্রশিল্পের ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিতে উৎপাদিত বাঁশ-বেত ক্ষুদ্রশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শিল্পে উৎপাদিত চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, ওষুধ ইত্যাদি কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। তাই শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের ক্রয়ব্রমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায় যা শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে আমদানি ব্যয় বাঁচবে যা শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় যে, আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক।

প্রশ্ন- ৩ ▶▶

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কুটির শিল্পের ভূমিকা

সিলেটের আনিস সাহেব বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি, মোড়া, মাদুরসহ হস্তশিল্পজাত দ্রব্য তৈরি করেন। এ কাজে তাকে তার দুই ভাই ও তিন বোন সহযোগিতা করে। তার তৈরি দ্রব্যের চাহিদা দেশে-বিদেশে দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

[যশোর জিলা স্কুল]

- ক. এসপিএম কার্যক্রম কী? ১
- খ. বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্প কৃষির ওপর নির্ভরশীল কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের উল্লিখিত আনিসের কাজটি কোন ধরনের শিল্প? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. ‘আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে আনিস সাহেবেরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন’- তোমার মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

?

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ২১

ক গভীর সমুদ্রে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তা-ই এসপিএম (Single Point Mooring)।

খ বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্পের কাঁচামাল কৃষিখাত থেকে সংগৃহীত হয় বলে এদেশের শিল্প কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের বেশিরভাগ

শিল্প যেমন : পাট, চিনি, চা, কাগজ, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি এসব শিল্প তাদের কাঁচামালের চাহিদার সিংহভাগ কৃষিখাতে উৎপাদিত পণ্য দ্বারা পূরণ করে। দেশের কৃষিখাতে এসব শিল্পের কাঁচামাল পাওয়া যায় বলে তা সহজে নিয়মিত ও কম দামে সংগ্রহ করা যায়। তাছাড়া দেশের বেশির ভাগ লোক কৃষিজীবী বলে এসব শিল্প তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য কৃষিখাতের ওপর নির্ভর করে।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত আনিসের শিল্পটি হলো কুটিরশিল্প। কুটির বা গৃহে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্পমূলধন এবং সহজলভ্য কাঁচামাল ও ছোটখাটো সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে কুটিরশিল্প পরিচালিত হয়। সাধারণত এ শিল্পে পরিবারের লোকজনের পুঁজি ও শ্রম ব্যবহৃত হয়। এসব শিল্পে বেশিরভাগ বেত্রে বিদ্যুতের ব্যবহার হয় না এবং উৎপাদন কৌশল মাম্বাতার আমলের। বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, বিড়িশিল্প, কাঁসা ও পিতলশিল্প, শঙ্খ ও বিনুকশিল্প প্রভৃতি হলো কুটিরশিল্প। উদ্দীপকে দেখা যায়, আনিস সাহেব বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি, মোড়া তৈরি করে বাজারে বিক্রি করেন। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে পরিবারের সহযোগিতায় তিনি এ কাজটি করছেন। যা সম্পূর্ণভাবেই কুটিরশিল্পের বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। বাংলাদেশের বেকার সমস্যা লাঘব, স্বকর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, মহিলাদের জন্য কর্মসংস্থানের দেশীয় কাঁচামালের ব্যবহার, কৃষিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাস ইত্যাদি বেত্রে কুটিরশিল্পের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কুটিরশিল্পগুলো ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত বা ব্যক্তিগত ব্যবস্থায় পরিচালিত হয়। তাই বলা যায়, আনিস সাহেবের কাজটি সম্পূর্ণভাবেই কুটিরশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ ‘আত্মকর্মসংস্থানের পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে আনিস সাহেবেরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন বলে আমি মনে করি। উদ্দীপকে বর্ণিত আনিস সাহেব একজন কুটিরশিল্পী। তার মতো কুটির বেকারত্ব দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। কারণ তারা তাদের শিল্পের মাধ্যমে নিজেদের এবং অন্যদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছেন। ফলে বেকার সমস্যার যেমন সমাধান হচ্ছে, তেমনি দেশেরও উন্নয়ন হচ্ছে। নিচে এ সম্পর্কে যুক্তি উপস্থাপন করা হলো :

প্রথমত : এদেশের কুটিরশিল্পীরা কুটিরশিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে দেশের বেকার সমস্যার লাঘব হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত : কুটিরশিল্পে এদেশের বেকার ও অবহেলিত মহিলাদের কর্মসংস্থান হচ্ছে।

তৃতীয়ত : কুটিরশিল্পীরা কৃষিখাতের লোকজনকে কাজ দিয়ে জমির ওপর জনসংখ্যার চাপ কমাতে সাহায্য করছেন। এর ফলে জমির বিতত্তি ও বিচ্ছিন্নতা সমস্যা কমে আসছে।

চতুর্থত : এদেশের কুটিরশিল্পে পাট, চামড়া, বাঁশ ও বেত কাট ও অনেক রকম কাঁচামাল ব্যবহার হচ্ছে। এর ফলে সম্পূর্ণরকমের সন্ধ্যাবহার সম্ভব হচ্ছে।

পঞ্চমত : সামান্য পুঁজি নিয়েই এ শিল্প স্থাপন করা যায় বলে খুব কম পুঁজির লোকদের পক্ষেও শিল্পস্থাপন সম্ভব হচ্ছে।

ষষ্ঠত : কুটিরশিল্পের প্রসারের সাথে সাথে দরিদ্রশ্রেণির লোকদের আয় বাড়ছে। এজন্য বলা চলে কুটিরশিল্পীরা সমাজে বিদ্যমান আয়বৈষম্য কমাতে সাহায্য করছেন।

পরিশেষে বলা যায়, স্বনির্ভরতা অর্জন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আনিস সাহেবেরা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

■ মাস্টার ট্রেনার প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ৪ ▶▶

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য

নারায়ণপুর ইউনিয়নের তাজু মিয়া একজন ধনী কৃষক। গত কয়েক বছর ধরে তার জমিতে আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি অনুসরণ করায় অধিক ফসল উৎপাদন হয়। এ ফসল বিক্রি করে তাজু একটি ছোট পোশাক কারখানা তৈরি করে, যা তার স্ত্রী পরিচালনা করছে। এ কারখানাটিতে তাজুর গ্রামের অধিকাংশ নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। এসব পরিবারের আয় বৃদ্ধি পেয়ে জীবনযাত্রার মান বাড়ছে।

- ক. EPZ-এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতার কারণ কী? লেখ। ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন চিত্রটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকটি বাংলাদেশের উক্ত দিকের সার্বিক চিত্র উপস্থাপনে সর্বময় হয়েছে কি? মতামতের পবে যুক্তি দাও। ৪

?

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক EPZ-এর পূর্ণরূপ হলো Export Processing Zone.
খ বাংলাদেশে খাদ্য ঘাটতি ও পুষ্টিহীনতার প্রধান কারণ হলো অধিক জনসংখ্যা। বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় খাদ্য উৎপাদন হয় অনেক কম। প্রতিবছর বাংলাদেশের জনগণের খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। কিন্তু তারপরও এত অধিক লোকের খাবারের চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। ফলে দেখা দেয় খাদ্য ঘাটতি এবং পুষ্টিহীনতা। অতিরিক্ত জনসংখ্যার কারণে মানুষের পবে পুষ্টির খাবার খাওয়াও সম্ভব হয় না। এভাবে মানুষ পুষ্টিহীনতার শিকার হয়।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের ফলে এদেশের অবকাঠামো ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও স্বাধীনতা-পরবর্তী চার দশক ধরে বাংলাদেশ কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের চেষ্টা করেছে, যার একটি আর্থিক চিত্র আমরা উদ্দীপকে লব করি। উদ্দীপকে দেখা যায়, তাজু মিয়া কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহারের মাধ্যমে অধিক উৎপাদনে সর্বময় হয়েছে। এটি বাংলাদেশের কৃষিষেত্রের একটি বর্তমান চিত্র। বর্তমানে এ খাতের উন্নয়নের জন্য আধুনিক চাষ পদ্ধতিও উন্নত ধরনের সার, বীজ, কীটনাশক প্রভৃতি ব্যবহার করা হচ্ছে। কৃষি খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশটি এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। অন্যদিকে তাজুর পোশাক কারখানা নির্মাণের বিষয়টি শিল্পের অগ্রগতির ইজিত দেয়। সরকার এদেশের শিল্পখাতের উন্নয়নে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। শিল্পাঞ্চল সরবরাহ, শিল্পনীতি ঘোষণার মাধ্যমে এ খাতে শিল্প উদ্যোক্তা সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। এ খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীর কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে সরকার, যার ইজিত রয়েছে উদ্দীপকে। এছাড়া মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিও ইজিত দেয়া হয়েছে উদ্দীপকে, যা এদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থাকেই তুলে ধরে। সুতরাং আমরা বলতে পাই, উদ্দীপকে এদেশের অর্থনীতির একটি আর্থিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতির ইতিবাচক, নেতিবাচক নানা বৈশিষ্ট্যের মধ্যে উন্নয়নের বেত্রে সম্ভাবনাময় কিছু বৈশিষ্ট্য উদ্দীপকে তুলে ধরা হয়েছে, যা থেকে এদেশের অর্থনীতির সার্বিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অধিক জনসংখ্যা, নিরবরতা এদেশের প্রধান সমস্যা। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ এসব সমস্যা উত্তরণের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। কৃষিপ্রধান এদেশটিতে শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে উন্নয়নের

প্রচেষ্টা চালানো হলেও এদেশের অর্থনীতিতে নানা ধরনের সমস্যা এখনও উন্নয়নের ধারাকে ব্যাহত করেছে। উদ্দীপকে আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতির অগ্রগতির একটি আর্থিক চিত্র লব করি। এখানে কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে নারীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তবে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ইতিবাচক দিকগুলো উদ্দীপকে উঠে এলেও উন্নয়নের পথে অন্তরায়গুলো একেবারেই অনুপস্থিত রয়েছে। যেমন : খাদ্যঘাটতি, পুষ্টিহীনতা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির উর্ধ্বগতি, ব্যাপক বেকারত্ব, বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি, বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা প্রভৃতি। এসব কারণে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন চরমভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। আবার উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে বাংলাদেশ যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার সব চিত্র উদ্দীপকে প্রকাশ পায়নি। উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদিত পণ্যের সঠিক বাজারজাতকরণ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো তথা সড়ক, নৌ ও রেল, বিদ্যুৎ, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন করেছে। তাছাড়া রূপকল্প-২০২১ পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। উদ্দীপকে বাংলাদেশের কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের একটি চিত্র উপস্থাপিত হলেও অর্থনীতির উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর কোনো ইজিত দেওয়া হয়নি। তাই একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উদ্দীপকটি বাংলাদেশের অর্থনীতির সার্বিক চিত্র উপস্থাপনে সর্বময় হয়নি।

প্রশ্ন- ৫ ▶▶

অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোগত ক্রমোন্নতি

ঢাকা মহাসড়কের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় খিলবেত ফ্লাইওভারে উঠে সদ্য বিদেশ থেকে আগত নোমান চৌধুরী অবাক হন। দশ বছর আগের ঢাকা আর বর্তমান ঢাকার মধ্যে তিনি বিস্তর পার্থক্য অনুভব করেন। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করতে সরকারের নানামুখী প্রচেষ্টাকে তিনি স্বাগত জানান। তিনি মনে করেন সরকারের এমন ইতিবাচক কর্মসূচিই বাংলাদেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

- ক. 'রূপকল্প-২০২১' কত থেকে কত সালের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে? ১
খ. 'কৃষিই বাংলাদেশের অর্থনীতির মূলভিত্তি'— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকটি বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন বৈশিষ্ট্যটি তুলে ধরে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. শুধু উদ্দীপকের কর্মসূচিই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত একমাত্র কর্মসূচি নয়—মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

?

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'রূপকল্প-২০২১' পরিকল্পনাটি ২০১০-২০২১ সালের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

খ বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা এবং অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই এটি অর্থনীতির মূলভিত্তি হিসেবে পরিগণিত। বাংলাদেশের প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল। এদেশের প্রধান প্রধান শিল্পগুলোর কাঁচামালের যোগানদাতা হিসেবে কৃষির রয়েছে ব্যাপক অবদান। কৃষি ছাড়া এদেশের ৮৫ হাজার গ্রাম কল্পনা করা যায় না। আর গ্রামীণ অর্থনীতি হচ্ছে— অর্থনীতির প্রধান চালিকাশক্তি। সুতরাং এদেশের অর্থনীতির ভিত্তি যে কৃষি, সে বিষয়ে আর কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

গ উদ্দীপকটি বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোর ক্রমোন্নতিগত দিকটি তুলে ধরে।

দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সৃষ্ট বাজারজাতকরণ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো, যেমন : সড়ক, রেল ও নৌ-পথ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার এসব অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার একটি পদক্ষেপ আমরা উদ্দীপকের বর্ণনায় লব্ধ করি। উদ্দীপকে আমরা ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে সরকারের এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে নির্মাণের একটি উদ্যোগ লব্ধ করি। ঢাকা সড়কের সরকারের নির্মিত খিলবেত সঙ্লগ্ন ফ্লাইওভারটি ঢাকার বিভিন্ন যানজটমুক্ত এলাকাকে সংযুক্ত করেছে। ফলে সহজেই যানজটমুক্ত চলাফেরা করা সম্ভব হচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগ ছাড়াও নিরাপদ নৌ-চলাচল নিশ্চিত, দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সামাজিক অবকাঠামো শিবা, প্রশিবা, গবেষণা, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নয়নে সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি, উদ্দীপকটি আমাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামোগত অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই ধারণা দেয়।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকার কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নসহ প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি, বেসরকারিকরণ কর্মসূচি গ্রহণ, নানামুখী পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক। বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার জন্য সরকার নানামুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কৃষি শিল্প উন্নয়ন ছাড়াও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সরকার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, রূপকল্প পরিকল্পনা গ্রহণ সরকারি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের অন্যতম দিক। উদ্দীপকে আমরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের একটি চিত্র লব্ধ করি। এছাড়াও কৃষি উন্নয়নে উন্নত সার, বীজ, কীটনাশক সরবরাহ, উন্নত চাষ পদ্ধতির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, নারীর শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য কমানোর লব্ধে শিল্পনীতি-২০১০ ঘোষণা করা হয়েছে। বিনিয়োগ বাধা কমানো, করমুক্ত করা, বেসরকারি উৎসাহিত করা, মূলধনের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি, বিদেশে বাজার সৃষ্টি এবং স্বমনির্ভর শিল্প স্থাপনে সরকারি প্রচেষ্টা লব্ধ করা যাচ্ছে। দেশে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার অনেক উদ্দীপনা ও সহযোগিতামূলক নীতি ঘোষণা করেছে। ফলে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদ উন্নয়নে সরকারি প্রচেষ্টা অনেকটাই প্রশংসনীয়। মানবসম্পদের সঠিক ব্যবহারে গড়ে তোলা হয়েছে নানা প্রশিবা কেন্দ্র। সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সমন্বয় সাধন, সম্পদের সুযম ব্যবহার ও বণ্টনের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা ‘রূপকল্প-২০২১’ প্রণয়ন করা হয়েছে। আলোচনায় দেখা যাচ্ছে, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ সরকার নানামুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি এ প্রচেষ্টার একটি দিক উদ্দীপকে উপস্থাপিত হয়েছে। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক।

প্রশ্ন- ৬ ▶▶

শিল্পখাত ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

গাজীপুর জেলার ভবানীপুরে জনাব খালেদ মোশাররফ বেশ কিছু গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি গড়ে তুলেছেন। তার এসব ফ্যাক্টরিতে হাজারও মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্যই তিনি এখাতে আরও বিনিয়োগের সম্ভাবনা খুঁজে পেয়েছেন।



ক. সেবা কী?

১

খ. EPZ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কেন?

২

গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন খাতের ইজিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

৩

ঘ. উদ্দীপকে খালেদ মোশাররফের এ খাতে অর্থ বিনিয়োগের কারণটির যৌক্তিকতা তুলে ধর।

৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবস্তুগত দ্রব্য উৎপাদিত হয় অর্থাৎ দৃশ্যমান নয় যা মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে, তাই সেবা।

খ দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্পখাতের দ্রবত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ কর্তৃপক্ষ EPZ স্থাপন করেছে। EPZ এর পূর্ণরূপ হলো Export Processing Zone. অর্থাৎ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল। দেশের শিল্পসমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো চিহ্নিত করে EPZ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আকৃষ্ট হয় এবং শিল্পখাতের বিকাশে এগিয়ে আসে। অর্থাৎ শিল্পখাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্যই EPZ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত শিল্পখাতের ইজিত দেয়া হয়েছে। প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামালের বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্যে রূপান্তরিত করাকে শিল্প বলে। উদ্দীপকে গার্মেন্টস কারখানা স্থাপনটি এ শিল্পেরই ইজিত দেয়। উদ্দীপকে দেখা যায়, খালেদ মোশাররফ গাজীপুরে বেশ কয়েকটি পোশাক কারখানা স্থাপন করেছেন। তার এ পোশাক কারখানায় সাধারণত প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ যথা : সুতা ও তুলার সর্বোচ্চ ব্যবহার করে কাপড় উৎপাদন করা হয়। এ উৎপাদন কাজটি যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। আবার শিল্পকারখানায় হাজার হাজার মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়। যেমনটি খালেদ মোশাররফের গার্মেন্টস কারখানায়ও হয়েছে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, উদ্দীপকে বর্ণিত গাজীপুরে স্থাপিত গার্মেন্টস কারখানাগুলো বাংলাদেশের অর্থনীতির অম্লতর্জুক শিল্পখাতেরই ইজিত দেয়।

ঘ উদ্দীপকের খালেদ মোশাররফ দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য গার্মেন্টস খাতে অর্থ বিনিয়োগের সম্ভাবনা দেখতে পেয়েছেন। তার এ উদ্যোগটি দেশের সার্বিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে অত্যন্ত যৌক্তিক। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের মাধ্যমে এদেশটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার শিল্পখাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত করার জন্য দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামো সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। উদ্দীপকে খালেদ মোশাররফ গাজীপুরে আরও নতুন গার্মেন্টস করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন। তার এ ধরনের ইচ্ছার পেছনে দেশের অর্থনৈতিক অবকাঠামোর উন্নয়ন কাজ করেছে। সরকার দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্যের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সৃষ্ট বাজারজাতকরণের লব্ধে সড়ক, রেল নৌপথ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা আধুনিক করার উদ্যোগ নিয়েছে। পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা শহরের যানজট নিরসনে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড নির্মাণ, নিরাপদ নৌচলাচল নিশ্চিতকরণ, সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে টেলি কমিউনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এসব কার্যক্রম দেশের বিনিয়োগকারীদের শিল্পবিনিয়োগে আকৃষ্ট করছে। কারণ যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নত শিল্পে সাফল্য অর্জনের অন্যতম শর্ত। এ ব্যাপারে কেউ নিশ্চয়তা পেলে তারা বিনিয়োগে আর কোনো শঙ্কা প্রকাশ করে না। পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের শিল্প উদ্যোক্তা খালেদ মোশাররফ বাংলাদেশের

অবকাঠামোগত উন্নয়নের প্রেক্ষিতে শিল্পে বিনিয়োগের যে চিন্তা করেছেন তা অত্যন্ত যৌক্তিক ও যথার্থ।

প্রশ্ন- ৭ ▶▶

কুটির শিল্প

বড়াইগ্রামের কৃষক আনিস মিয়া কৃষি উৎপাদনের মাধ্যমে পরিবারের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে সর্বম না হওয়ায় স্থানীয় একটি NGO থেকে কিছু টাকা ঋণ নিয়ে শাড়ি, লুজি তৈরির ব্যবসা শুরব করেন। তিনি ও তার স্ত্রী মিলে এ কাজ শুরব করলেও বর্তমানে গ্রামে আরও আটদশ জন তাদের কাজে সহযোগিতা করেছে। তাদের কাজের পরিধিও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের তৈরি জিনিসপত্র বাজারে ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে।

- ক. বৃহদায়তন শিল্প কী? ১
- খ. বাংলাদেশে বেকারত্বের হার এত বেশি কেন? ২
- গ. উদ্দীপকের আনিস মিয়ার দ্বিতীয় কাজটি বাংলাদেশের শিল্পের কোন দিকটি উপস্থাপন করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অগ্রগতিতে আনিসের গড়ে তোলা শিল্পের গুরুত্ব কতটুকু বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প-কারখানায় বেশি মূলধন ও কাঁচামাল এবং বেশি সংখ্যক শ্রমিক নিয়োগ করে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয়, তাই বৃহদায়তন শিল্প।

খ প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কৃষি ও শিল্পে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে না পারায় বাংলাদেশে বেকারত্বের হার অত্যধিক। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সংখ্যা কম। এতে বিনিয়োগ কম হয়। ফলে মূলধন গঠনের হার কম। মূলধনের অভাবে দেশে পর্যাপ্ত সংখ্যক শিল্প-কারখানা গড়ে উঠছে না এবং কৃষিখাতের উন্নয়নও ব্যাহত হচ্ছে। ফলে প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে না। এ কারণে এদেশের বেকারত্বের হার বেড়ে যাচ্ছে।

গ উদ্দীপকে আনিস মিয়ার দ্বিতীয় কাজ বাংলাদেশের শিল্পের অন্তর্ভুক্ত কুটিরশিল্পের ইজ্জাত দেয়। সাধারণত অল্প মূলধন নিয়ে পারিবারিক ব্যয়ভার মেটাতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং পরিবারের সহযোগিতায় যে শিল্প গড়ে তোলা হয়, তাই কুটিরশিল্প। দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য রবা ও সংরবণে এ শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। উদ্দীপকের বর্ণনায় আমরা এ ধরনের বেশিরেত্রেরই ইজ্জাত পাচ্ছি। উদ্দীপকে দেখা যায়, আনিস মিয়া সংসারের ব্যয়ের জন্য আয় বাড়াতে কৃষির পাশাপাশি শাড়ি, লুজি, মোরা, বুড়ি প্রভৃতি তৈরির কাজ শুরব করেন। তিনি তার স্ত্রী ও সন্তানদের সহযোগিতায় এ কাজটি করছেন। তা কাজের পরিধি বৃদ্ধির ফলে এখানে আরও কিছু লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ হয়েছে। তাছাড়া তিনি যেসব সামগ্রী তৈরি করছেন, তা দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরবণেও অবদান রাখছে। অর্থাৎ আনিস মিয়ার কাজের ধরন এবং বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বলা যায়, তার কাজটি কুটিরশিল্পের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির বেত্রে আনিস মিয়ার কুটিরশিল্প অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে কুটিরশিল্প স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ। এ কাজের মাধ্যমে নিজেদের পারিবারিক অভাব পূরণের পাশাপাশি অন্যদের কর্মসংস্থাপনের ব্যবস্থা

করা সম্ভব। যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কুটিরশিল্পে স্বল্প পুঁজির প্রয়োজন হয় এবং অধিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। এটি সম্পূর্ণ শ্রমনির্ভর শিল্প। বাংলাদেশের অধিকাংশ কৃষক একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেকার থাকে। কুটিরশিল্প তাদের সহায়ক পেশা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। উদ্দীপকের আনিস মিয়া তার পারিবারিক চাহিদা মেটাতে কৃষির পাশাপাশি কুটিরশিল্প গড়ে তুলেছেন, যা তাকে স্বাবলম্বী করেছে এবং গ্রামের অন্যদেরও স্বাবলম্বী করতে ভূমিকা রেখেছে। কুটিরশিল্প সাধারণত স্থানীয় কাঁচামাল ও উপকরণ দ্বারা পরিচালিত হয়। ফলে দেশের মধ্যে প্রাপ্ত কাঁচামাল ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের সদব্যবহার সম্ভব হয়। এটি একটি স্বল্প পুঁজিনির্ভর বৃত্তিমূলক প্রশিষণ। এ ধরনের কাজের মাধ্যমে আমাদের বিপুল সংখ্যক বেকার ও অর্ধ-বেকারদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব। এ কাজে সফলতা পেলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ বৃহৎশিল্প স্থাপনে অনুপ্রাণিত হবেন। ফলে দেশের অর্থনীতি ত্বরান্বিত হবে। পরিশেষে বলা যায়, কুটিরশিল্প এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরবণের জন্য যেমন জরুরি, তেমনি দেশের অগ্রগতিকে এগিয়ে নিতে এ ধরনের শিল্প স্থাপনে উদ্যোগ নেওয়াও জরুরি।

প্রশ্ন- ৮ ▶▶

কৃষির আধুনিকায়ন

চরমণি এলাকার অধিকাংশ লোক কৃষক। কৃষিকাজই তাদের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায়। কিন্তু এখানকার বেশিরভাগ পরিবার দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে। কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন, সারাবছর কঠোর পরিশ্রম করে চাষাবাদ করলেও বছর শেষে তারা আশানুরূপ ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হচ্ছেন। হালের বলদ, মই; তাদের চাষের উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া ফসলি জমিতে কীটনাশক ব্যবহারের কোনো সুযোগ না থাকায় তারা পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদনে ব্যর্থ হচ্ছেন।

- ক. কৃষি কী? ১
- খ. সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. চরমণি এলাকার কৃষকেরা কোন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন করতে সর্বম হবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা সচল করতে সকল কৃষকের এই পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা আবশ্যিক-তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? যুক্তি দাও। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কৃষি হচ্ছে এরূপ সৃষ্টি সম্প্রদায়ী একটি কাজ, যা ভূমিকর্ষণ, বীজ বপন, শস্য-উদ্ভিদ পরিচর্যা, ফসল কর্তন ইত্যাদি থেকে শুরব করে উৎপাদিত পণ্য গুদামজাতকরণ, সংরবণ ও বাজারজাতকরণ পর্যন্ত বিস্তৃত।

খ সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ বলতে কৃষিকাজে আধুনিক প্রযুক্তির পরিবর্তে মান্দ্রাতার আমলের হালের বলদ দিয়ে আর প্রকৃতিনির্ভর হয়ে চাষাবাদ করা বোঝায়। হালের বলদ এদেশের সনাতন চাষ পদ্ধতির প্রধান উপকরণ। প্রকৃতির ওপর নির্ভর করেই এদেশের চাষ ব্যবস্থা পরিচালিত হতো। কৃষিরেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক ব্যবহার না করে প্রকৃতিনির্ভর চাষাবাদ পদ্ধতিকে সনাতন চাষাবাদ পদ্ধতি বলে।

গ চরমণি এলাকার কৃষকেরা আধুনিক বা প্রযুক্তিগত পদ্ধতিতে চাষাবাদ করলে পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদন করতে সর্বম হবে। উদ্দীপকে কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। তাই দেশের অর্থনৈতিক

উন্নয়নের জন্য কৃষির আধুনিকীকরণ অত্যন্ত জরুরি। কৃষি আধুনিকীকরণ ছাড়া উৎপাদন বেড়ে প্রত্যাশা পূরণ করা সম্ভব নয়। আর এটি চরমণি এলাকার কৃষকদের জন্যও সমভাবে প্রযোজ্য। উদ্দীপকে চরমণি এলাকার কৃষকেরা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেও প্রত্যাশা অনুযায়ী ফসল পাচ্ছেন না। কারণ তারা সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করছেন। কৃষিবেত্রে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, বা কৃত্রিম সেচ পদ্ধতির ব্যবহার করা তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তারা যদি আধুনিক পদ্ধতিতে কলের লাঙল দিয়ে চাষাবাদ করে তাহলে এদিকটিতে উৎপাদন খরচ কম হবে। অন্যদিকে কৃষিতে উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক বা কৃত্রিম সেচ পদ্ধতির ব্যবহার করলে উৎপাদন বহুগুণে বেড়ে যাবে। কেননা কৃষির আধুনিক এসব উপকরণ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সুতরাং বলা যায় যে, চরমণি এলাকার কৃষকেরা যদি আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে তাহলে তারা পর্যাপ্ত ফসল উৎপাদনে সক্ষম হবে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হওয়ায় কৃষির আধুনিকীকরণ অত্যন্ত জরুরি। এ প্রেক্ষিতে প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি আমি সমর্থন করি। বাংলাদেশের প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষের জীবন-জীবিকার প্রধান মাধ্যম হলো কৃষি, যা অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচিত। তাই কৃষি উন্নয়ন ব্যতীত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রত্যাশা করা যায় না। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে বাংলাদেশের সকল কৃষকের আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা অত্যন্ত জরুরি। উদ্দীপকের কৃষকেরা সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে বলে তারা প্রত্যাশা অনুযায়ী ফসল উৎপাদন করতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে জাতীয় আয়ে এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। তাই দেশের উন্নয়নের স্বার্থে কৃষিতে আধুনিক পদ্ধতির ব্যবহার অত্যাৱশ্যক। কৃষিতে উন্নত সার, বীজ, কীটনাশক ব্যবহৃত হলে তা উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে, যা জাতীয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবে। দেশের জাতীয় আয়ে কৃষিখাতের অবদান সর্বাধিক। তাই এ খাতের উন্নয়ন ব্যতীত উন্নয়ন প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক। কৃষি এদেশের অধিকাংশ শিল্পের কাঁচামাল যোগান দেয়। তাই কৃষির অগ্রগতির সাথে শিল্পের উন্নয়ন জড়িয়ে রয়েছে। তাছাড়া কৃষির উন্নয়ন ঘটলে বেকার সমস্যার যেমন সমাধান হবে, তেমনি পরিবারের আয়-উপার্জন বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে। তখন দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। কারণ দেশে অর্থনৈতিক সমস্যাগুলোর সমাধান হলে দেশ ক্রমান্বয়ে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। পরিশেষে বলা যায়, কৃষি যেহেতু দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। তাই কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষকদের আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন- ৯ ▶▶

কৃষিখাতের উপখাত

বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সুন্দরবনের পাশ ঘেঁষে বয়ে যাওয়া পশুর নদীর তীরে বসবাস করছে বেশ-কয়েকটি পরিবার। এসব পরিবারের জীবিকার মাধ্যম হচ্ছে বন থেকে কাঠ কেটে বাজারে বিক্রি করা এবং বনের নানা উপকরণ ব্যবহার করে রাবার, গাম-মোম-মধু-তৈরি করা। এসব কাজ করে তারা যেমন নিজেদের জীবিকার সংস্থান করছে, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখছে।

- ক. বাংলাদেশে আধুনিক শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় কত সালে? ১
- খ. বাংলাদেশের অর্থনীতি কীভাবে গড়ে উঠেছে? ২
- গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত উপখাতটি দেশের অর্থনীতিতে কী ধরনের ভূমিকা রাখছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকটি বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষিখাতকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপন করে না— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় ২০১০ সালে।

খ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বিরাজমান শাখা বা বিভাগসমূহ নিজ নিজ পরিমণ্ডলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে এবং এদের সমষ্টিগত অবদানের দ্বারা দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশের অর্থনীতির বিভাগ শাখাসমূহকে তিনটি খাতে বিভক্ত করা হয়েছে, যাদের রয়েছে বিভিন্ন ধরনের উপখাত। এ খাতগুলো হচ্ছে—কৃষি, শিল্প ও সেবাখাত এদের সমষ্টিগত অবদানের দ্বারা দেশের অর্থনীতি গড়ে উঠেছে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ খাত কৃষির অন্তর্ভুক্ত উপখাত বনজ সম্পদের ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যার অবদান অপরিসীম। একটি দেশের প্রাকৃতিক ভাৱসাম্য রবার্থে বনজসম্পদের গুরুত্ব যেমন অপরিসীম, তেমনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে রয়েছে এর ব্যাপক অবদান। আমাদের দেশের মোট ভূখন্ডের প্রায় ১৭ ভাগ জুড়ে রয়েছে বনাঞ্চল। প্রয়োজনের তুলনায় এর পরিমাণ কম হলেও এর অবদান কম নয়। বাংলাদেশের বনাঞ্চলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— সুন্দরবন, মধুপুর ও ভাওয়ালগড়ের বনাঞ্চল, গাজীপুরের গজারি ও শালবন প্রভৃতি। এসব বনাঞ্চলে রয়েছে বাঁশ, বেত, শাল, সেগুন, গর্জন, সুন্দরি, গরান, গেওয়া, গামারি, কড়াই উল্লেখযোগ্য। এসব গাছ থেকে কাঠ, মধু, রাবার, গাম, তৈল, শণ, মোম প্রভৃতি সংগ্রহ করে আমরা যেমন : আমাদের প্রয়োজন মেটাই, তেমনি এগুলো থেকে আয়কৃত অর্থ দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধিতেও ভূমিকা রাখছে। এসব কাজে সম্পৃক্ত মানুষ নিজেদেরকে বেকারত্বের অভিলাপ থেকে মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। উদ্দীপকে আমরা এ বনজ সম্পদের এরকমই ভূমিকা লব করি। তাছাড়া ২০১২-১৩ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় আয়ে কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত বনজসম্পদের অবদান ছিল যথাক্রমে ১.৭৬ এবং ১.৭৪। অর্থাৎ বনজসম্পদ মানুষের জ্বালানি ও আসবাবপত্রের প্রয়োজন মিটিয়ে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে এবং জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছে।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত হিসেবে এটি বিভিন্ন উপখাত নিয়ে গঠিত, যার একটি উপখাতের বর্ণনা আমরা উদ্দীপকে লব করি। তাই প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি সঠিক। কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ। কৃষিখাতই এদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে। এ খাতটি নানা উপখাতের সমন্বয়ে গঠিত। যেমন : শস্য ও শাকসবজি প্রাণিসম্পদ, মৎস্যসম্পদ এবং বনজসম্পদের একটি আর্থিক ধারণা লাভ করি। কৃষি বলতে সাধারণত ফসল উৎপাদনকে বোঝালেও মাছ ও মৌমাছি চাষ, পশুপালন ও বনায়ন কৃষি খাতের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশের কৃষকেরা শস্যের মধ্যে ধান, গম, পাট, ডাল, আখ, তামাক, চা, তৈলবীজ আর শাকসবজির মধ্যে আলু, শিম, লাউ, মটরশুঁটি, পটোল, করলা, বেগুন ইত্যাদি উৎপাদন করে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে কৃষিখাতের এসব উপাদান জাতীয় আয়ে ৯.৪৯ শতাংশ ভূমিকা রাখে। প্রাণিসম্পদও কৃষির একটি উল্লেখযোগ্য উপখাত। আমাদের দেশে পারিবারিক ও বাণিজ্যিকভাবে হাঁস-মুরগি, গরু, ছাগল, ভেড়া, মহিষ, ঘোড়া, কবুতর, পাখি পালন করা হয়। এদের মাংস, ডিম, দুধ, পালক, চামড়া দেশের জাতীয় আয়ে অবদান রাখছে। মৎস্যসম্পদ দেশের গুরুত্বপূর্ণ একটি কৃষি উপখাত। এদেশের অভ্যন্তরীণ ও সামুদ্রিক উৎস থেকে প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। উদ্দীপকে আমরা কৃষিখাতের উল্লেখকৃত উপখাতগুলোর কোনো বর্ণনা পাই না। এখানে শুধু বনজসম্পদের একটি সংবিত্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। আলোচনার

প্রেমিতে এটি স্পষ্ট যে, উদ্দীপকটি বাংলাদেশের কৃষিখাতকে পরিপূর্ণভাবে উপস্থাপনের জন্য যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন- ১০ ▶▶

সেবাখাত ও শিল্পখাত

এলাকার উচ্চ শিবিত মানুষ হিসেবে জনাব সামছুল হুদা বরাবরই ছিলেন সবার কাছে সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। তিনি সারাজীবন মানুষের মধ্যে জ্ঞান বিলিয়েছেন। শিবিত হিসেবে তার কর্তব্য পালনে তিনি কখনো পিছপা হননি। নিজের ছেলেকে তিনি বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে ভর্তি করিয়েছেন। সবার ধারণা ছিল শিবক বাবার সন্তান হিসেবে রহিমও একজন শিবক হবে। কিন্তু পড়াশোনা শেষ করে রহিম নিজ এলাকায় ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

- ক. কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে? ১
- খ. কৃষি উন্নয়নের জন্য শিল্পায়ন জরুরি কেন? ২
- গ. জনাব সামছুল হুদার পেশাটি অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের রহিম বাংলাদেশের বেকারত্ব দূরীকরণে ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে- তুমি কি বক্তব্যটি সমর্থন কর? যুক্তিসহ উপস্থাপন কর। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ২১

ক 'বু পক্স ২০২১'-বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

খ শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ সম্ভব। তাই কৃষি উন্নয়নে শিল্পায়নের ওপর জোর দেওয়া উচিত। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের ৭৫ ভাগ মানুষ সরাসরি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি প্রভৃতি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যভাবে জড়িত। তাই কৃষিতে উন্নত সার, বীজ, কীটনাশক ব্যবহার এবং কৃত্রিম সেচের ব্যবস্থা করে উৎপাদন বাড়ানো জরুরি। কিন্তু এগুলো সবই শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত হয়। তাই কৃষি উন্নয়নের জন্য এদেশে শিল্পায়ন জরুরি।

গ জনাব সামছুল হুদার পেশাটি অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ একটি খাত সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবসৃতগত দ্রব্য উৎপাদিত হয়, অর্থাৎ দৃশ্যমান নয়, যা মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে তাকে সেবা বলে। জনাব সামছুল হুদার শিবকতার কাজটি সামাজিক সেবা প্রদান করেছে। উদ্দীপকের জনাব সামছুল হুদা একজন শিবক। তিনি জনগণকে শিবির আলায় আলোকিত করার মহান দায়িত্বটি পালন করেছেন। তার এ কাজের বিনিময়ে সরকার তাকে নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক দিচ্ছেন। অর্থাৎ সরকার শিবা সেবার ন্যায় অন্যান্য সেবা অর্থের বিনিময়ে জনগণের কাছে সরবরাহ করছে এবং জনগণ এসব সেবা ক্রয় করে অভাব পূরণ করছে। জনাব সামছুল হুদা দেশের একক বৃহত্তম খাত হিসেবে সেবা খাতের সাথে প্রত্যভাবে জড়িত। বাংলাদেশে সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে পরিবহন, যোগাযোগ, ব্যাংকিং, বিমা, শিবা, স্বাস্থ্য, সামাজিক সেবা, লোক প্রশাসন ও প্রতিরবা প্রভৃতি। জনাব সামছুল হুদা যেহেতু শিবির সাথে জড়িত, তাই তার কাজটি সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত।

ঘ বাংলাদেশের বেকারত্ব দূরীকরণ এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে উদ্দীপকের রহিমের গড়ে তোলা ক্ষুদ্র শিল্প কার্যক্রম ভূমিকা রাখবে বলে আমি মনে করি। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে ক্ষুদ্র শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানুষের দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বেকারত্ব দূরীকরণে রহিমের গড়ে তোলা ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানটি কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে। উদ্দীপকের রহিম তার

নিজ এলাকায় যে শিল্পপ্রতিষ্ঠানটি গড়ে তুলেছে, তা ঐ এলাকার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হিসেবে ভূমিকা রাখবে। বেকারত্বের অভিধাপ থেকে মুক্তি পেয়ে এসব জনগোষ্ঠী নিজেদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করতে পারবে। তার শিল্পে উৎপাদিত পণ্য স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটিয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে এবং বিদেশে রপ্তানি করার ফলে মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন হবে। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধ্যবহার, বিদেশি নির্ভরতা হ্রাসকরণ নারীর কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, বেকারত্ব দূরীকরণে রহিমের গড়ে তোলা ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা অপরিসীম। পরিশেষে বলা যায়, একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে রহিমের উদ্যোগটি বাংলাদেশের প্রেমিতে অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং এ ধরনের শিল্প অবশ্যই বেকারত্ব দূরীকরণ ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সক্ষম বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন- ১১ ▶▶

কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

জমির একজন কৃষক। মাশ্বাতা আমলের চাষ পদ্ধতি ছেড়ে বর্তমানে তিনি উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করেন, গভীর নলকূপের মাধ্যমে জমিতে সেচ দেন। উৎপাদিত কৃষিপণ্য, পাটের বস্তায় করে বাজারে সরবরাহ করেন। এভাবে তিনি এলাকাবাসীর চাহিদা পূরণ করে জাতীয় অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখছেন।

- ক. আমাদের দেশের ক্ষুদ্রশিল্পের ভিত্তি কী? ১
- খ. শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করা হয়েছে কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে অর্থনীতির কী ধরনের সম্পর্ক ফুটে উঠেছে? ৩
- ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তুমি কি মনে কর, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত দুটি বিষয়ের উন্নয়নের ওপরই গুরুত্ব দেওয়া উচিত? মতামতের পথে যুক্তি দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ২২

ক আমাদের দেশের ক্ষুদ্র শিল্পের ভিত্তি হলো কৃষি।

খ দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং রুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্যে সরকার ২০১০ সালে আধুনিক শিল্পনীতি ঘোষণা করে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির দুটি গুরুত্বপূর্ণ খাত কৃষি এবং শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্ক ফুটে উঠেছে। কৃষি ও শিল্প দুটি খাতই দেশের অর্থনীতির চাকাকে সচল করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই এটি দুটি খাত একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। কৃষিখাতের উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম ও সারের যোগান দেয় শিল্প। আবার শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে কৃষিখাত উদ্দীপকে কৃষি ও শিল্পের এ ধরনের সম্পর্কই পরিলবিত হচ্ছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, জমির উচ্চফলনশীল ধান উৎপাদন করতে গিয়ে গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করেছেন। এর ফলে তিনি অধিক উৎপাদন সক্ষম হয়েছেন। এখানে গভীর নলকূপ শিল্পে উৎপাদিত পণ্য। আবার শিল্পের ভিত্তি হিসেবে যে কৃষি কাজ করে উদ্দীপকে সেটিও স্পষ্ট। যেমন : শিল্পের মাধ্যমে উৎপাদিত বস্তার মূল উপকরণ হলো পাট, যা কৃষিকাজ থেকে উৎপাদিত হয়েছে। অর্থাৎ এদেশের উল্লেকযোগ্য শিল্প যেমন : পাট, চা, চামড়া, চিনি ও কাগজ প্রভৃতি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হিসেবে কৃষিজাত পণ্য ব্যবহৃত হয়। আবার কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে আমদানি ব্যয় বাঁচবে, যা

শিল্পোন্নয়নে ব্যয় হবে। উদ্দীপকে আমরা কৃষি ও শিল্প উন্নয়নের এই পারস্পরিক নির্ভরশীলতার সম্পর্কই লব করি।

ঘ আমি মনে করি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য উদ্দীপকে ইজ্জিতকৃত কৃষি এবং শিল্প দুটি খাতের উন্নয়নের ওপরই সমানভাবে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি, কেননা এদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। অন্যদিকে বিশ্বের সাথে তাল মিলাতে শিল্পায়নের গতিকে ত্বরান্বিত করতে শিল্পের ভূমিকা অপরিহার্য। এককথায় কৃষি উন্নয়নের জন্যই শিল্পোন্নয়ন জরুরি। উদ্দীপকে আমরা কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক সম্পর্ক লব করি। এ প্রেক্ষিতে এটি স্পষ্টতই যে, কৃষি এবং শিল্পের যুগপৎ উন্নয়নই দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে পারে। বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ দারিদ্র্য দূরীকরণ, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু কৃষি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বলে অস্থিতিশীল অর্থনীতি নির্দেশ করে না। কারণ এদেশে প্রতিবছর বন্যা, ঘূর্ণিঝড় সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কারণে কৃষিবেত্রে উৎপাদন অনিশ্চিত থাকে। তাই বর্তমানে মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের পাশাপাশি শক্তিশালী প্রতিরবার ব্যবহার গড়ে তোলা সম্ভব। ২০২১ সালের মধ্যে একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলার লব্ধে কৃষিখাতের যেমন উন্নয়ন জরুরি, তেমনি শিল্পখাতেরও ব্যাপক উন্নয়ন করতে হবে। তাই কৃষি বেত্রে ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ কৃষিঋণের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন অত্যন্ত জরুরি। অন্যদিকে কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে বিদ্যুৎসহ অবকাঠামোগত খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা দরকার। উপরিউক্ত আলোচনায় এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়নের লব্ধে কৃষি এবং শিল্পে উভয় খাতেরই উন্নয়ন জরুরি।

প্রশ্ন- ১২ ▶▶

কুটির শিল্প উন্নয়নে সরকারি সহায়তা

অনন্যা শিবা সফরে রাজশাহী এসেছে। এখানে একটি দোকানে পুরনো উলের তৈরি মাদুর জায়নামাজ, হাতব্যাগ ইত্যাদি বিক্রি হতে দেখল। বিক্রেতার সাথে আলাপ করে সে জানতে পারল যে, বেশ কিছু বাড়িতেই পুরনো উল দিয়ে এ ধরনের নানা জিনিস তৈরি হচ্ছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে। বিক্রেতা মন্তব্য করল যে, সরকারের সহযোগিতা পেলে এসব সামগ্রী ব্যাপকভাবে বিদেশে রপ্তানি সম্ভব।

- ক. বৃহদায়তন শিল্প কী? ১
- খ. প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার বলতে কী বোঝায়? ২
- গ. অনন্যার দেখা পণ্যগুলো কোন ধরনের শিল্পের উৎপাদিত সামগ্রী? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উদ্দীপকের বিক্রেতার মন্তব্য তুমি সমর্থন কর কি? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক যেসব শিল্প-কারখানায় বেশি মূলধন ও কাঁচামাল, বৃহৎ যন্ত্রপাতি ও আধুনিক প্রযুক্তি এবং বেশি স্তরীয় শ্রমিক নিয়োগ বিপুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তাকে বৃহদায়তন শিল্প বলে।

খ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্পদ অর্থনীতির যেকোনো খাতে উৎপাদনকার্যে সুষ্ঠুভাবে ও ফলপ্রসূ উপায়ে

পরিচালনা করা বোঝায়। প্রাকৃতিক সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার উচিত, যা যথাযথভাবে সঞ্চার, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যায়। যেমন : খরস্রোতা নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন, প্রাকৃতিক গ্যাস দিয়ে কলকারখানা পরিচালনা, নদী ও সমুদ্র থেকে মাছ আহরণ, পরিমিত ও নিয়মমাফিক পানি ব্যবহার ইত্যাদি সকল কাজকেই প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু সদ্যবহার বলে।

গ অনন্যার দেখা পণ্যগুলো হলো- কুটিরশিল্পের উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী। কুটিরশিল্প গৃহে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্প মূলধন এবং সহজলভ্য কাঁচামাল ও ছোটখাটো সাধারণ যন্ত্রপাতির সাহায্যে পরিচালিত হয়। এ শিল্পে উন্নত কারিগরি জ্ঞানের প্রয়োগ এক রকম নেই বললেই চলে। তাছাড়া এখানে বিনিয়োগের পরিমাণ খুব কম হয়। এবেত্রে ব্যবহৃত পুঁজি প্রায় বেত্রে পারিবারিক উৎস থেকে আসে। এ শিল্প সাধারণত গৃহ বা কুটিরে পরিচালিত হয় বলে সেখানে গৃহ পরিবেশ বিরাজ করে। এ শিল্পের আয়তন খুব ছোট এবং এর সংগঠন ও কৃষি সংগঠনের কাছাকাছি। উদ্দীপকে অনন্যা রাজশাহীর দোকানগুলোতে পুরনো উলের তৈরি যে মাদুর, জায়নামাজ, হাতব্যাগ ইত্যাদি বিক্রি হতে দেখেছে তা আসলে কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য। সেখানে এমন অনেক কুটিরশিল্প গড়ে উঠেছে যেগুলোও পুরনো উল দিয়ে নানা ধরনের জিনিস তৈরি করা হয়। এসব পণ্য সাধারণত ব্যক্তিগত উদ্যোগে পারিবারিক পরিবেশে তৈরি করা হয়।

ঘ বিক্রেতাদের মন্তব্য থেকে এমনটি ধারণা করা যায় যে, দেশে বিদ্যমান কুটিরশিল্পগুলো সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলে তাদের উৎপাদিত দ্রব্যাদি ব্যাপকভাবে বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হবে। আমি এ মতটি সমর্থন করি। আমাদের রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি। এজন্য এদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে সবসময় ঘাটতি বিরাজ করে। এটি দূর করতে হলে রপ্তানি বাড়ানো প্রয়োজন। দেশের শিল্পোন্নয়নের বর্তমান অবস্থায় রপ্তানি বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি বৃদ্ধি। এজন্য প্রয়োজন : কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদির রপ্তানির বৃদ্ধির জন্য সরকারকে প্রাচীন উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তে আধুনিক পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হবে। সরকারি পর্যায়ে কুটিরশিল্পীদের সহজখাতে ও কম সুদে ঋণ প্রদান করতে হবে যাতে উৎপাদন ব্যয় কমে আসে ও রপ্তানিযোগ্য দ্রব্যাদির দাম কম হয়। বিদেশে মানসম্মত দ্রব্যাদির রপ্তানির জন্য সরকারকে কুটিরশিল্পে নিয়োজিত কারিগরদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কুটিরশিল্পের কাঁচামাল সঞ্চার ও উৎপাদিত দ্রব্যাদি দ্রবত রপ্তানির জন্য পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নতি বিধান করতে হবে। কুটিরশিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করতে হবে। পরিশেষে বলা যায়, এদেশের কুটিরশিল্পে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রী বিদেশের বাজারে ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সরকার উপর্যুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে কুটিরশিল্পের উন্নয়ন ঘটালে উৎপাদিত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব হবে।

প্রশ্ন- ১৩ ▶▶

শিল্পায়নের জন্য গৃহিত কর্মসূচি

এসব কর্মসূচির সূফল এখন পাওয়া যাচ্ছে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে শিল্পখাতের অবদান ২৯ শতাংশ। মোট শ্রমশক্তির ১৭.৬৪ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত (এমপ্লয়মেন্ট সার্ভে-২০১০)। শিল্পায়নের জন্য গৃহিত কর্মসূচি।

- ক. কোন খাতের প্রাধান্য বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য? ১
- খ. বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে সামাজিক অবকাঠামো ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. উদ্দীপকে কোন কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত কর্মসূচির সফলতা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায়

আমাদের সবম করে তুলবে— পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক কৃষি খাতের প্রধান্য বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য।

খ আমাদের দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নে সামাজিক অবকাঠামো যেমন : শিবা, প্রশিবা, গবেষণা, জনস্বাস্থ্য, সাংস্কৃতিক চেতনা ও মূল্যবোধ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান সরকার শিবার গুণগতমান উন্নয়নের লব্ধে জাতীয় শিবানীতি ২০১০ প্রণয়ন করেছে এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের লব্ধে ২০১১-২০১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়নখাত বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। তাই সামাজিক অবকাঠামো এদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ উদ্দীপকে শিল্পায়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচির কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের গতি ধীর। তাই এদেশের শিল্পায়নের গতিকে বাড়াতে আধুনিক শিল্পনীতি ঘোষণা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করা হয়েছে। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো : কর্মসংস্থান বাড়ানো, শিল্পায়নে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য কমানো। এই লব্ধিগুলো বাস্তবায়নের জন্য সরকারি কর্মসূচি হলো : বিনিয়োগে বাধা কমানো, কর মুক্ত করা, বেসরকারি বিনিয়োগে উৎসাহিত করা, মূলধনের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করা, বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি, বিদেশে বাজার সৃষ্টি এবং শ্রমনির্ভর শিল্পস্থাপন। ইতোমধ্যেই এ কর্মসূচির ফল পাওয়া যাচ্ছে, উদ্দীপকে যা উল্লিখিত হয়েছে।

ঘ উক্ত কর্মসূচির সফলতা তথা শিল্পখাতে বাংলাদেশের সফলতা বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আমাদের সবম করে তুলবে। আমাদের দেশের কৃষি এখনও প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বলে তা স্থিতিশীল অর্থনীতি নির্দেশ করে না। কারণ এ দেশে প্রতি বছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও খরা ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিবেত্রে উৎপাদন অনিশ্চিত থাকে। তাই বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সৃষ্টি ব্যবহার, বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শক্তিশালী প্রতিরবা ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। সুতরাং শিল্পায়নের জন্য গৃহীত কর্মসূচির সফলতা, বর্তমান বিশ্বগ্রামের ধারণায় আমাদের বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সবম করে তুলবে— এর বিবন্ধ নেই।

প্রশ্ন- ১৪ ▶▶

বাংলাদেশের অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যসমূহ



?

- ক. ম্যানুফ্যাকচারিং কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ১
- খ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের রূ পক্স ২০২১ এর আলোকে গৃহীত পরিকল্পনা ব্যাখ্যা কর। ২
- গ. চিত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। ৩
- ঘ. উক্ত বৈশিষ্ট্যের নিরূ পক খাতটি উপখাতসহ আলোচনা কর। ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর হু

ক ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পখাতের অন্তর্ভুক্ত।

খ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সমন্বয় সাধন এবং সম্পদের সুযম বণ্টন ও ব্যবহারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এ লব্ধি সরকার স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তীকে সামনে রেখে রূ পক্স ২০২১- এর আলোকে “বাংলাদেশ প্রেবিত পরিকল্পনা রূ পরেখা (২০১০-২০২১)” শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করেছে। এর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্যবিমোচন, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা।

গ চিত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ক্রমোন্নতি ফুটে উঠেছে। দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি, উৎপাদনের উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাতকরণ এবং দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো যেমন : সড়ক, রেল ও নৌপথ, বিদ্যুৎ ও টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সরকার এসব অবকাঠামো উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। সরকারের উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে পদ্মা সেতু নির্মাণ কার্যক্রম, ঢাকা শহরে যানজট নিরসনে ২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লব্ধি বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার এবং দ্বিতীয় একটি সাবমেরিন কেবলের মাধ্যমে একটি আধুনিক টেলিকমিনিকেশন নেটওয়ার্ক তৈরির জন্য কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। চিত্রে এসব কার্যক্রমের একটি এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দেখা যাচ্ছে।

ঘ চিত্রের এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে দেশের অর্থনীতির বৃহৎ খাত সেবাখাতের পরিবহন, সঞ্চার ও যোগাযোগ খাতটি নির্দেশ করে। এটি সেবাখাতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ খাত। এ খাতের উপখাত হলো :

১. **স্বলপথ পরিবহন** : এর আওতায় সড়কপথ ও রেলপথ রয়েছে। সড়কপথের মধ্যে ২০১২ সাল অনুযায়ী জাতীয় মহাসড়ক ৩৫৭০ কিলোমিটার, আঞ্চলিক সড়ক ৪৩২৩ কিলোমিটার এবং জেলা সড়ক ১৩,৬৭৮ কিলোমিটার। রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৮৭০ কিলোমিটার (ব্রডগেজ ৬৫৯ কি.মি. ডুয়েল গেজ ৩৭৫ কি.মি. এবং মিটার গেজ ১,৮৪৩ কি.মি.)।
২. **পানিপথ পরিবহন** : আমাদের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম। এর মাধ্যমে দেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৭ শতাংশ পরিচালিত হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় সামুদ্রিক বন্দর মংলা। আর অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশনের ১৮৮টি জলযান দ্বারা ফেরি সার্ভিস, প্যাসেঞ্জার সার্ভিস, কার্গো সার্ভিস এবং শিপ রিপেয়ার সার্ভিস ইত্যাদির মাধ্যমে নাগরিক সেবা অব্যাহত রেখেছে।
৩. **আকাশপথ পরিবহন** : বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর পরিচালনা করেছে। এছাড়া ২টি স্টল পোস্ট ব্যবহার

উপযোগী রয়েছে (STOL – Short Take off and Landing)।

৪. ডাক ও তার যোগাযোগ : দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লব্ধি বাংলাদেশ টেলিকমিনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল) এর বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। ২০০২ সালে সরকার বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি) গঠনের পর গ্রাহক সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্চ ২০১১ এ গ্রাহক সংখ্যা ৫.৪৭ কোটি অতিক্রম করেছে।

ডাক বিভাগ সারাদেশে ৯,৮৮৬টি ডাকঘরের মাধ্যমে ডাক সেবা প্রদান করে যাচ্ছে। এ উপখাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ধরা হয়েছে ৯.৬৭ শতাংশ।

আলোচনা হতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার সহজলভ্যতা, উপরকরণের পূর্ণগতিশীলতা অর্জন করার জন্য এবং উৎপাদিত পণ্য সঠিক সময়ে বাজারজাত করার জন্য অর্থনীতির প্রধানখাত সেবাখাতের উপখাত সমূহের গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন- ১৫ ▶▶

বাংলাদেশের সেবাখাত

জনাব কলিম খুলনা শহরে এক অভিজাত হোটেলের মালিক। হোটেলটি প্রি স্টার মানের। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে ‘কলিম’স রেস্টুরেন্ট’ বেশ জনপ্রিয়। সুস্বাদু খাবারের জন্য রেস্টুরাঁটির সুনাম পুরো খুলনা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে।

- ক. শিবাখাতে জিডিপিতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার কত? ১
- খ. বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ের বর্তমান অবস্থা কী? ২
- গ. জনাব কলিমের ব্যবসা বাংলাদেশের কোন বৃহৎ খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়তে উক্ত খাতের তুলনামূলক অবস্থান পাঠ্যপুস্তকে আলোকে মূল্যায়ন কর। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

- ক. শিবাখাতে জিডিপিতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার ৬.৩০।
- খ. বাংলাদেশে কৃষি ও শিল্পের স্বল্প উৎপাদন, অধিক জনসংখ্যা এবং কাজের সুযোগ কম থাকায় মাথাপিছু আয় উন্নত দেশের তুলনায় কম। চলতি মূল্যে মাথাপিছু জাতীয় আয় ১১৯০ মার্কিন ডলার এবং মাথাপিছু জিডিপি ১১১৫ মার্কিন ডলার। তবে আমাদের মাথাপিছু আয় ধীরগতিতে হলেও বাড়ছে।

গ. উদ্দীপকে জনাব কলিমের হোটেল ও রেস্টুরাঁ ব্যবসায়ের সাথে যুক্ত। হোটেল ও রেস্টুরাঁ খাতটি দেশের প্রধান তিনটি অর্থনৈতিক খাতের অন্যতম সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থনৈতিক যেসব কাজের মাধ্যমে অবসৃতগত দ্রব্য উৎপাদিত হয় অর্থাৎ দৃশ্যমান নয় যা মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে তাকে সেবা বলে। বাংলাদেশে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেস্টুরাঁ, পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, গৃহায়ন, লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা, শিবা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সেবা, কমিউনিটি, সামাজিক ও ব্যক্তিগত সেবা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়। উদ্দীপকের জনাব কলিম এগুলোর মধ্যে হোটেল ও রেস্টুরাঁ উপখাতের সাথে যুক্ত। মূলত এসব সেবা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও জনগণের নিকট সরবরাহ করা হয় এবং জনগণ

এসব সেবা ক্রয় করে তাদের অভাব পূরণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও সেবাখাত হলো একক বৃহত্তম খাত।

ঘ. উৎপাদন ভিত্তিতে নিরূপিত আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদ (GDP) ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। খাতসমূহ কৃষি, শিল্প ও সেবা এ তিনটি বৃহৎ খাতে বিভক্ত। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি, কেননা এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। আবার মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের আলোকে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, কৃষি ও শিল্পখাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক সেবাখাতের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম, যেমন শিবিত ও প্রশিবিত মানবসম্পদ গড়ে তোলা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়ন সাধন করে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কৃষিখাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লব্ধি ব্যাপক সরকারি সহায়তা যেমন পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষিক্ষেত্রের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়ায় লবণাক্ততা সহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান প্রভৃতির ফলে কৃষিখাতে প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। বিদ্যুৎসহ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির ফলে শিল্পখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সব খাতই মোটামুটি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখায় এ খাতের প্রবৃদ্ধি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। সুতরাং, সমৃদ্ধিশালী সোনার বাংলা গড়তে একক বৃহত্তম খাত হিসেবে সেবাখাতের ভূমিকা অগ্রগণ্য এবং অপরিসীম।

প্রশ্ন- ১৬ ▶▶

কৃষি ও শিল্পখাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

রমিজ একজন ধনী কৃষক। তিনি জমিতে উচ্চ ফলনশীল ধান চাষ করেন, গভীর নলকূপের মাধ্যমে সেচের ব্যবস্থা করেন এবং প্রয়োজনীয় জৈবসার ব্যবহার করে অধিক ধান উৎপাদন করেন। উৎপাদিত ধান, পাটের আঁশ দিয়ে তৈরি বস্তায় করে বাজারে সরবরাহ করেন। অনেকেই তাদের খাদ্যের অভাব পূরণের জন্য তা ক্রয় করে।

- ক. SPM-এর পূর্ণরূপ কী? ১
- খ. বাংলাদেশে ব্যাপক বেকারত্ব দেখা যায় কেন? ২
- গ. উদ্দীপকে কোন দুটি খাতের নির্ভরশীলতা প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- ঘ. উক্ত খাত দুটির আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর স্ব

ক. SPM-এর পূর্ণরূপ হলো Single Point Mooring.

খ. আমাদের দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় সঞ্চয় কম বলে বিনিয়োগ কম হয়। ফলে মূলধন গঠনের হার কম। প্রয়োজনীয় মূলধনের অভাবে কৃষি ও শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাবে এ দেশে ব্যাপক বেকারত্ব দেখা যায়।

গ. উদ্দীপকে কৃষি ও শিল্পখাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা প্রকাশ পেয়েছে। কৃষিখাতের উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম ও সারের যোগান দেয় শিল্পখাত। তেমনি শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শিল্পখাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে কৃষিখাত। উদ্দীপকে থেকে আমরা বলতে পারি কৃষিখাতে উন্নতি ও আধুনিকায়নের জন্য বিভিন্ন কৃষি সরঞ্জাম ও সারের যোগান দেয় শিল্প

খাত। যেমন : উদ্দীপকের কৃষক রমিজ আলী উচ্চ ফলনশীল বীজ, গভীর নলকূপ, পাটের আঁশে তৈরি বস্তা প্রভৃতি ব্যবহার করেন। আবার অনুচ্ছেদে এটিও ফুটে উঠেছে যে, শিল্পের প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে সহায়তা করে কৃষি খাত। যেমন : রমিজ আলী পাটের আঁশে তৈরি বস্তা ব্যবহার করেন। তার উৎপাদিত কৃষিজ দ্রব্য বাজারজাত করা হয়, অনেকে তা অভাব পূরণের জন্য ক্রয় করে। সুতরাং, উদ্দীপকে কৃষি ও শিল্পখাতের নির্ভরশীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উৎপাদন ভিত্তিতে নিরু পিত আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদ (GDP) ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত। খাতসমূহ কৃষি, শিল্প ও সেবা এ তিনটি বৃহৎ খাতে বিভক্ত। তন্মধ্যে উদ্দীপকের প্রেক্ষিতে কৃষি ও শিল্পখাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব আলোচ্য। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি, কেননা এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যয়ভাবে জড়িত। কিন্তু কৃষি প্রকৃতির ওপর নির্ভরশীল বলে তা স্থিতিশীল অর্থনীতি নির্দেশ করে না। কারণ এ দেশে প্রতি বছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও খরা ইত্যাদি নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কৃষিরে উৎপাদন অনিশ্চিত থাকে। কৃষিখাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লব্ধে ব্যাপক সরকারি সহায়তা যেমন পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, সেচের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ, কৃষিক্ষেত্রের প্রবাহ বৃদ্ধি, প্রতিকূল আবহাওয়া ও লবণাক্ততাসহিষ্ণু বীজ উদ্ভাবন এবং কৃষিভিত্তিক শিল্পের বিকাশে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। তাই বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ, সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শক্তিশালী প্রতিরবাবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। সবশেষে, খাত দুটির আপেক্ষিক গুরুত্ব অনুধাবনে এ বাস্তবতা উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশের মোট দেশজ উৎপাদে (জিডিপিতে) গত তিন দশকে কৃষিখাতের অবদান ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেয়েছে এবং শিল্পখাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ১৭১১

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কৃষিখাতের গুরুত্ব

শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিহাবুদ্দিন। ‘বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা’ শীর্ষক এক প্রবন্ধ থেকে সে বাংলাদেশের বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র সম্পর্কে ধারণা পায়। প্রবন্ধে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়। শিহাবুদ্দিনের জন্য সবচেয়ে প্রেরণাদায়ী হয় প্রবন্ধের এ উক্তিটি— ‘বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিখাতের গুরুত্ব অপরিসীম’।

- ক. STOL -এর পূর্ণরূপ কী?
- খ. বাংলাদেশের বেসরকারিকরণ কর্মসূচি ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো কী হতে পারে? চিহ্নিত কর।
- ঘ. শিহাবুদ্দিনের জন্য প্রেরণাদায়ী উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

?

ক STOL -এর পূর্ণরূপ Short Take off and Landing।

খ আমাদের দেশে মিশ্র অর্থনীতি চালু থাকলেও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আওতায় বেসরকারি খাতের উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। ১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে জুন ২০১২ পর্যন্ত মোট ৭৭টি রাষ্ট্রায়ত্ত্ব প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৬টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২১টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানির শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে।

গ উদ্দীপকে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় কিছু পদক্ষেপ চিহ্নিত করা হয়। একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন গতিশীল করতে প্রয়োজন বাস্তবমুখী পদক্ষেপ। অর্থনীতির যেসমস্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ একটি দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে সেসমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলোকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে নির্বাচন করে তাদের গুণগত পরিবর্তন ও উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি নিশ্চিত করা যায়। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন আরও গতিশীল করতে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি তা হলো :

১. কৃষিখাতের প্রাধান্য সৃষ্টি; ২. শিল্পায়নের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ; ৩. মাথাপিছু আয়ের ক্রমবৃদ্ধি; ৪. জীবনযাত্রার ক্রমোন্নতি; ৫. বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির প্রবাহ বৃদ্ধি; ৬. খাদ্য ঘাটতি কমানো; ৭. জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ্রাস; ৮. বেকারত্ব হ্রাস; ৯. প্রাকৃতিক ও মানবসম্পদের ব্যবহার বৃদ্ধি; ১০. বৈদেশিক বাণিজ্য বৃদ্ধি করা ও ১১. সঠিক ও বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা গ্রহণ। উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের মাধ্যমে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করা যায়।

ঘ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিহাবুদ্দিনের জন্য প্রেরণাদায়ী উক্তিটি ছিল। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম উল্লিখিত উক্তিটি যথার্থ। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কৃষিখাতের উন্নয়নের ওপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা তথা খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বনির্ভরতা অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে প্রত্যয়ভাবে জড়িত। ফলে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকার সব রকম চেষ্টা চালাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, দেশের সর্বত্র মাঠ পর্যায়ে কৃষকদের দোরগোড়ায় কৃষি উপকরণ পৌঁছানো, সহজ পদ্ধতিতে কৃষি ঋণ প্রদান, কৃষিবিমার প্রচলন ও কৃষি কার্যক্রমে ভর্তুকি প্রদান ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ লোক প্রত্যয় ও পরোক্ষভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদে সার্বিক কৃষি খাতের (ফসল মৎস্য সম্পদ পশু সম্পদ ও বনজ সম্পদ) অবদান ১৩%। এদেশের জনগণের খাদ্যের যোগানদাতা হিসেবে কৃষি খাতে ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয়েছে ৩৭২.৬৬ লব মেট্রিক টন। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত। মানুষের ক্যালরির চাহিদা পূরণ ছাড়াও কৃষি থেকে প্রাপ্ত শণ, গোলপাতা, খড়, বাঁশ, বেত ও কাঠ ইত্যাদি এদেশের জনগণ কর্মসংস্থান, আসবাবপত্র এবং জ্বালানির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। এছাড়া জনগণের প্রাণিজ আমিষের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ এবং শিল্পজাত দ্রব্যাদির বাজার সৃষ্টি করে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

প্রশ্ন- ১৮ ▶▶

সেবাখাত ও শিল্পখাত

শিল্পপতি আব্দুস সবুর টানা সাত দিনের বৃষ্টিতে কোথাও বের হননি। ঘরে থেকেই সব কাজ সেরেছেন। আজ পরিষ্কার দিন দেখে গাড়ি করে ঢাকার বাইরে তার ফ্যাক্টরিতে যাচ্ছিলেন। মাত্র সাত দিনের বৃষ্টিতেই রাস্তার বেহাল অবস্থা দেখে তিনি অর্থনীতির এ খাতটির উন্নয়নে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় ভাবতে থাকেন।

?

- ক. দেশের শ্রমশক্তির মোট কত শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত? ১
- খ. বাংলাদেশ সরকার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতাকে গুরুত্ব দিচ্ছে কেন? ২
- গ. আব্দুস সবুর সাহেবের চিন্তায় অর্থনীতির কোন খাতের উন্নয়নে পদক্ষেপের কথা আসতে পারে? চিহ্নিত কর। ৩
- ঘ. আব্দুস সবুর সাহেব পেশাগতভাবে যে খাতের সাথে জড়িত তার উন্নয়নে আমাদের দেশের দ্রবত উন্নয়ন সম্ভব- ব্যাখ্যা কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত।
- খ** কৃষিপ্রধান দেশ হলেও অধিক জনসংখ্যার কারণে এদেশের বহুদিন ধরে খাদ্যঘাটতি ও পুষ্টিহীনতা লব করা যায়। তাই সরকার বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষিখাতকে সবচেয়ে গুরুত্ব দিয়েছে।
- গ** আব্দুস সবুর সাহেব রাস্তাঘাটের বেহাল অবস্থা দেখে চিন্তিত হন। সুতরাং তার চিন্তায় অর্থনীতির সেবাখাতের উন্নয়নের পদক্ষেপের কথা আসবে। বাংলাদেশের সেবাখাতের উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা হলো :
১. রাস্তাঘাটের উন্নয়ন ও আধুনিকায়ন।
 ২. পানিপথ পরিবহনের উন্নয়ন বিশেষ করে নাব্য ধরে রাখা।
 ৩. আকাশপথ পরিবহনের উন্নয়ন।
 ৪. ডাক ও তার যোগাযোগের আধুনিকায়ন।
 ৫. শিবা ও স্বাস্থ্য সেবাখাতে বরাদ্দ বৃদ্ধি।
 ৬. রেলপথের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং আধুনিকায়ন।
 ৮. লোক প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা প্রশির্ষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

দেশের জনগণের জীবনমান উন্নয়ন, নিরাপত্তা বিধান, উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ, উপকরণের গতিশীলতা আনয়নে সর্বোপরি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী প্রশির্ষিত ও শির্ষিত মানবসম্পদ উন্নয়নে এবং আত্মকর্মসংস্থানে সার্বিক সেবা খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ আব্দুস সবুর সাহেব একজন শিল্পপতি। পেশাগতভাবে তিনি শিল্পখাতের সাথে জড়িত। সার্বিক শিল্পখাতের উন্নয়নের মাধ্যমে আমাদের দেশের দ্রবত উন্নয়ন সম্ভব। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে সরকার শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করেছে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটানো। উন্নয়ন রূপকল্প ২০২১ অনুযায়ী ২০২১ সালে একটি শক্তিশালী শিল্পখাত গড়ে উঠবে যেখানে জাতীয় আয়ের শিল্পখাতের অবদান হবে ৪০ শতাংশ এবং মোট কর্মসংস্থানে অবদান হবে ২৫ শতাংশ। কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, গৃহস্থালি, সেবাখাতসমূহ বিভিন্ন আয়বর্ধনকারী কর্মকাণ্ডে বিদ্যুৎ, গ্যাস, তেল ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের চাহিদা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সরকার এ

খাতে বিভিন্ন মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। ২০১০-১৬ সাল নাগাদ ১৪,৭৭৩ মেগাওয়াট বমতার নতন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার ব্যাপারে সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ পূরণ করে। উৎপাদিত গ্যাসের সর্বাধিক ব্যবহার হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে। অবকাঠামোগত খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ায় নির্মাণ খাতে প্রবৃদ্ধির হার বাড়ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে শিল্পখাতের অবদান ২০ শতাংশ। মোট শ্রমশক্তির প্রায় ১৭.৬৪ শতাংশ এখানে নিয়োজিত। আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সার্বিক শিল্পখাতের দ্রবত বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার পাশাপাশি পরনির্ভরশীলতা হ্রাস তথা দেশের উন্নয়ন।

প্রশ্ন- ১৯ ▶▶

কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

সেট A

স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ :

পাট, পাটখড়ি, নারিকেলের ছোবড়া, বাঁশ, বেত, খড়, শণ, গোবর সার, আখ ও খেজুরের রস, পাকা আম

- ক. স্বাধীনতা যুদ্ধে কত মাসব্যাপী দীর্ঘায়িত হয়? ১
- খ. ১৯৭২ সালের পূর্বে দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেখা যায় না কেন? ২
- গ. সেট A এর উপাদানগুলোর অর্থনীতির খাতভিত্তিক অবদানের তালিকা কর। ৩
- ঘ. তুমি যে খাতগুলো উল্লেখ করলে সেগুলো পারস্পরিক নির্ভরশীল- যথার্থতা প্রতিপন্ন কর। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

- ক** ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাসব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়।
- খ** প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শোষণ ও চব্বিশ বছরের পাকিস্তানি শাসনের যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়নি। উপরন্তু ১৯৭১ সালে দীর্ঘ ৯ মাসের স্বাধীনতা যুদ্ধে অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ব্যাপক বতি সাধিত হয়। তাই ১৯৭১ সালের পূর্বে দীর্ঘ সময় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দেখা যায় না।

গ সেট A এর উপাদানগুলো এদেশে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য উপকরণ, উপাদানগুলোকে অর্থনীতির বৃহৎ দুটি খাত তথা কৃষি ও শিল্পখাতের অবদানভিত্তিক তালিকা কর হলো :

কৃষিখাত :

১. কৃষিখাতে শস্যোৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য সারের প্রয়োগ আবশ্যিক। এবেত্রে গোবর-সার হিসেবে ব্যবহার করে ফসলের পরিমাণ বাড়ানো যায়।
২. গ্রামাঞ্চলে বসতবাড়ি নির্মাণে বাঁশ, পাটখড়ি, শণ, খড়, ইত্যাদি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।
৩. আখ ও খেজুরের রস দিয়ে গুড় উৎপাদন করা হয়।
৪. পাকা আম দিয়ে আমসত্ত্ব এবং কাঁচা আম দিয়ে আচার প্রস্তুত করা হয়।

শিল্পখাত :

১. পাট দিয়ে বস্তা, ব্যাগ, দড়ি, সুতলি ইত্যাদি কুটির শিল্পজাত দ্রব্যাদি তৈরি করা হয়।
২. বাঁশ, বেত দিয়ে ঝুঁড়ি, শৌখিন চেয়ার, টেবিল ও হস্তশিল্প-জাত দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

৩. নারিকেলের শুকনো পাতার ডাঁটা দিয়ে বাঁধু তৈরি করা হয় এবং ছোবড়া নানা ধরনের আসবাবপত্র তৈরির উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং বলা যায়, স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত সহজলভ্য উপকরণসমূহ কৃষিখাত ও শিল্পখাত উন্নয়নে অবদান রাখে।

ঘ আমার উল্লিখিত খাতগুলো তথা কৃষি ও শিল্পখাত মূলত পরস্পর নির্ভরশীল। আমাদের দেশের অধিকাংশ শিল্প কৃষিভিত্তিক। এদেশের উল্লেখযোগ্য শিল্প যেমন : পাট, চা, চামড়া, চিনি ও কাগজ প্রভৃতি শিল্পের প্রধান কাঁচামালের জন্য কৃষির ওপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে যেসব অঞ্চলে আঞ্চলিক শিল্পায়ন ঘটে, যেমন : ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে পাটশিল্প, চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে চা শিল্প; উত্তরবঙ্গে চিনিশিল্প গড়ে উঠেছে। এসব শিল্পের প্রসারের ফলে কাঁচামালের বর্ধিত চাহিদার কারণে কৃষি উৎপাদন বাড়বে, কৃষক উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্য দাম পাবে। ফলে কৃষকদের আয় বাড়বে এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। জনগণের আয় বৃদ্ধির ফলে সঞ্চয় ও মূলধন গঠন বৃদ্ধি পাবে এবং শিল্পক্ষেত্রে বেশি করে বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে। আমাদের ক্ষুদ্রশিল্পের ভিত্তি হলো কৃষি। কৃষিতে উৎপাদিত বাঁশ, বেত ক্ষুদ্রশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শিল্পে উৎপাদিত চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক, ওষুধ ইত্যাদি কৃষিকাজে ব্যবহার করা হয়। তাই শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি ভূমিকা পালন করে। কৃষকদের ক্রয়ব্রততা বৃদ্ধির মাধ্যমে শিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যের চাহিদাও বৃদ্ধি পায়, যা শিল্পের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কৃষির আধুনিকায়নের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারলে আমদানি ব্যয় বাঁচবে, যা শিল্পোন্নয়নে ব্যয় করা যাবে। আলোচনা থেকে বলা যায়, আমাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন পরস্পর নির্ভরশীল এবং একে অপরের পরিপূরক। তাই আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জনের জন্য এ দুটি খাতেরই উন্নয়ন একান্ত জরুরি।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন- ২০ ▶▶

জিডিপিতে শিল্পখাতের ভূমিকা

সাল	GDP তে শিল্পের অবদান %	শিল্পপণ্য মোট রপ্তানি %
২০০২-২০০৩	৬.৭৫	৯২.৯৪
২০০৩-২০০৪	৭.১০	৯২.৭২
২০০৪-২০০৫	৮.১৯	৯২.৫১
উৎস :	বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীচা	

- বাংলাদেশের অর্থনীতির খাত কয়টি? ১
- একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়া যায় কীভাবে? ২
- উদ্দীপকের সারণি থেকে আমরা শিল্প সম্পর্কে কী ধারণা লাভ করি? ব্যাখ্যা কর। ৩
- বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পের অবদান আশানুরূপ কি? উদ্দীপকের তথ্যের আলোকে মতামত দাও। ৪

— ২০ নং প্রশ্নের উত্তর —

ক বাংলাদেশের অর্থনীতির খাত তিনটি।

খ দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সঠিক বণ্টন এবং সর্বোচ্চ সদ্যবহারের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি দেশ। এ দেশে রয়েছে হাজারও শ্রমিক। এসব শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করে দেশের সম্পদ ব্যবহারে কাজে লাগানো যায়। বিদেশিদের দ্বারা নয়, দেশীয় বিশেষজ্ঞ এবং শ্রমিকদের দ্বারা সম্পদ চিহ্নিতকরণ এবং তা

উত্তোলনের ব্যবস্থা করা উচিত। আর এজন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন। আর এর ফলেই গড়ে উঠবে একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- শিল্পখাতের প্রবৃদ্ধি ব্যাখ্যা কর? ১
- বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্প খাতের ভূমিকা বিশ্লেষণ কর? ২

প্রশ্ন- ২১ ▶▶

বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব

বিশিষ্ট কৃষিবিদ শাইখসিরাজ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো সফর করে কৃষকদের নানা ধরনের সমস্যা এবং সম্ভাবনা খুঁজে বের করেন। তিনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে এসব কৃষকের সমস্যা নিরসনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। তবে তার ধারণা কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির অভাবই বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার প্রধান কারণ।

- শিল্প কী? ১
- ‘শিল্পনীতি-২০১০’-এর উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কর। ২
- উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাটি কীভাবে কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত করছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- বাংলাদেশের কৃষি উন্নয়ন ব্যাহত হওয়ার জন্য শুধু উদ্দীপকের সমস্যাটি দায়ী নয়— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

— ২১ নং প্রশ্নের উত্তর —

ক প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক দ্রব্য বা চূড়ান্ত দ্রব্য রূপান্তর করাকে শিল্প বলে।

খ দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে বাংলাদেশ সরকার শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করেছে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নিয়ে আসা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটানো।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

- কৃষির আধুনিকীকরণ সম্পর্কে বর্ণনা দাও। ১
- কৃষির উন্নয়নে বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব আলোচনা কর? ২

প্রশ্ন- ২২ ▶▶

জাতীয় আয়ে কৃষিখাত

মৎস্যচাষি দেলোয়ার হোসেন, মৎস্য চাষ ছাড়াও তার নিজ জমিতে ফসল উৎপাদন করেন। উৎপাদিত ফসল ও মাছ তার পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে বাজারে বিক্রি করাও সম্ভব হচ্ছে। দেলোয়ার হোসেন একদিন এক ক্রেতার কাছ থেকে জানতে পারেন, দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনে তার মতো লোকদের অবদানই সর্বাধিক।

- SPM-এর পূর্ণরূপ কি? ১
- ‘রূপকল্প-২০২১’ ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২
- উদ্দীপকে জাতীয় আয়ে অর্থনীতির কোন খাতের অবদানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
- দেলোয়ার হোসেনের মতো লোকরাই জাতীয় আয়ে সর্বাধিক ভূমিকা পালন করছে— মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

— ২২ নং প্রশ্নের উত্তর —

ক SPM-এর পূর্ণরূপ Single Point Mooring.

খ 'রূ পকল্প-২০২১' বাংলাদেশ সরকারের একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা। ২০১০-২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে 'রূ পকল্প-২০২১' নামক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। এর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য-বিমোচন, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়, সম্পদের সুযম বণ্টন ও সঠিক ব্যবহার করে এ উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা হচ্ছে।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ জাতীয় আয়ে কৃষিখাতের অবদান উল্লেখ কর।

ঘ জাতীয় আয়ের বৃদ্ধিতে মানবসম্পদের যথাযথ ব্যবহার আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ২৩ ▶▶

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এম পাস করে জনাব মুহিত খান চাকরির প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হয়ে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে হাঁস-মুরগির খামার গড়ে তোলেন। ব্যবসায় দিন দিন সাফল্য অর্জন করায় তিনি বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে খামার পরিচালনা করছেন। তার খামারে এলাকার অনেক শিবিত অশিবিত বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হয়েছে।

- ক. প্রযুক্তিগত উৎপাদন কী? ১
খ. কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন কেন? ২
গ. জনাব মুহিত খানের ব্যবসায়টি অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর জনাব মুহিত তার কাজের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন? যুক্তি দাও। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর ২৩

ক আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে উৎপাদন করা হয়, তাই প্রযুক্তিগত উৎপাদন।

খ কৃষিজাত দ্রব্য তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল হলেও, এদেশে এখনও সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ হচ্ছে। তাই কৃষি উৎপাদন কম হচ্ছে। ফলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এদেশের অধিকাংশ মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণে উৎপাদিত খাদ্যশস্য যথেষ্ট নয়। তাই প্রতিবছর প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। কিন্তু কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি তথা উন্নত সার, বীজ, কীটনাশক, ট্রাক্টর কৃত্রিম সেচব্যবস্থা চালু করা হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে এবং আমদানি ব্যয়ও কমে আসবে।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ কৃষির উপখাত হিসেবে প্রাণিসম্পদের অবদান আলোচনা কর।

ঘ অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষি খাতের ভূমিকা আলোচনা।

প্রশ্ন- ২৪ ▶▶

কৃষি ও শিল্পখাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

উত্তরাধিকারসূত্রে ব্যাপক জমিজমার মালিক হওয়ায় জনাব সুজাউদ্দিন-পড়াশোনা শেষ করে জমিজমা দেখাশোনার ভার নেন। পর্যাপ্ত লোকবল না থাকায় তিনি বেশি টাকা দিয়ে কৃষি কাজ করান। ফলে তার উৎপাদন খরচ প্রচুর পরিমাণে বেড়ে যায়। এছাড়া উন্নত সার, বীজ, কীটনাশক ব্যবহার করায় উৎপাদন খুবই ভালো হয়। কিন্তু তার উৎপাদিত ফসল গ্রাম্য বাজারেই বিক্রি করতে হয়। ফলে তিনি ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হন। আবার অনেক সময় পণ্য বাজারজাত করতে না পারায় অনেক ফসল নষ্ট হয়।

ক. ২০১২-১৩ অর্থবছরে সার্বিক শিল্পখাতের মধ্যে কোন খাতের অবদান সর্বাধিক? ১

খ. আধুনিক শিল্পনীতি ঘোষণা করা হয় কেন? ২

গ. সুজাউদ্দিনের কৃষিকাজে উৎপাদন বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. অবকাঠামোগত অনুন্নয়নের কারণেই সুজাউদ্দিন তার ফসলের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন— তুমি কি মন্তব্যটি সমর্থন কর? যুক্তিসহ মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর ২৪

ক ২০১২-১৩ অর্থবছরে শিল্পখাতের মধ্যে ম্যানুফেকচারিং খাতের অবদান সর্বাধিক।

খ দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে সরকার শিল্পনীতি ২০১০ ঘোষণা করেছে। এ নীতির গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হচ্ছে উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীকে শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার মূল ধারায় নিয়ে আসা, দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসার ঘটানো। এর ফলে সার্বিক শিল্প খাতের দ্রবত বিকাশের মাধ্যমে জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, বাণিজ্য ঘাটতি দূর করার পাশাপাশি পরনির্ভরশীলতা হ্রাস করা সম্ভব।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ উৎপাদনক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার আলোচনা কর।

ঘ পরিবহন, সঞ্চারণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ২৫ ▶▶

শিল্পখাত

সুনামগঞ্জের মিজানুর রহমান বাঁশ ও বেত দিয়ে ঝুড়ি, মোরা, মাদুরসহ নানা ধরনের হস্তজাত সামগ্রী তৈরি করে বাজারজাত করে লাভবান হয়েছেন। তার স্ত্রী এবং সন্তানেরা তাকে এ কাজে সহযোগিতা করছে। তার তৈরি দ্রব্যের চাহিদা দেশে-বিদেশে প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- ক. 'রূ পকল্প ২০২১ কী'? ১
খ. বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল কেন? ২
গ. উদ্ভীপকে বর্ণিত কাজটি কোন শিল্পের অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর মিজানুর রহমানের মতো লোকের দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করতে ভূমিকা রাখছেন? মতামতের পরে যুক্তি দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর ২৫

ক রূ পকল্প ২০২১ বাংলাদেশ সরকারের একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা।

খ বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ এবং এদেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। তাই এদেশের ৭৫ ভাগ মানুষ প্রত্যয় ও পরোবভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল।

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক। কৃষিকাজ করেই তাদের জীবিকার সংস্থান হয়। তাছাড়া এদেশে যেসব শিল্প গড়ে উঠেছে তার কাঁচামাল কৃষির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।



X-clusive লিঙ্ক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ কুটিরশিল্পের ব্যাখ্যা কর।

ঘ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির লব্ধে কুটিরশিল্পের ভূমিকা আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ২৬ ▶▶

বিভিন্ন খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব

সুলতান ৫ম শ্রেণির ছাত্র। তার বাবা একজন কৃষক। পরিবারের লোকসংখ্যা ৮ জন হওয়ায় সামান্য আয় দিয়ে সৎসারের ব্যয়ভার বহন করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। টাকার অভাবে পুষ্টিকর খাবার কিনতে না পারায় ওরা প্রায়ই বিভিন্ন রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। সুলতানের বড় ভাই পড়াশোনা শেষ করেছে, কিন্তু এখনও কোনো চাকরি পায়নি। খুব তাড়াতাড়ি ভাইয়ের চাকরি না হলে সুলতানের পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে সুলতান।

- ক. বর্তমানে বাংলাদেশের লোকসংখ্যা কত? ১
খ. শিল্প বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনীতির কোন বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত সমস্যাগুলোর কারণেই বাংলাদেশের উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে— বক্তব্যের পর্বে যুক্তি উপস্থাপন কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার পরিমাণ ১৪ কোটি ৯৭ লব ৭২ হাজার ৩৬৪ জন (২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী)

খ শিল্প বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে পরিণত করাকে বোঝায়। শিল্পের সাথে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি ধারণাগুলো সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থাই হলো শিল্প।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য হিসেবে কৃষি ও খাদ্য ঘাটতি সম্পর্কে আলোচনা কর।

ঘ কৃষি নির্ভর অর্থনীতি অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে প্রধান অস্ত্রায়— ব্যাখ্যা কর।

প্রশ্ন- ২৭ ▶▶

কৃষি ও শিল্পখাতের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

রাজু ও রেজা দুই বন্ধু। পড়ালেখা শেষ করে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে একটি চট্টের বস্তা তৈরির কারখানা চালু করে। প্রায় ৩০০ জনের মতো শ্রমিক কারখানাটিতে কাজ করে। কিন্তু কারখানাটি চালু রাখতে তাদের নানারকম সমস্যায় পড়তে হয়। কখনো কাঁচামালের অভাব আবার কখনো বিদ্যুতের সমস্যা। এত সমস্যা সত্ত্বেও আপ্রাণ চেষ্টা করে তারা কারখানাটি চালু রেখেছে।

- ক. বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর কোনটি? ১
খ. বাংলাদেশের মৎস্যসম্পদের বর্ণনা দাও। ২
গ. রাজু ও রেজার শিল্পটি কোন ধরনের? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাজু ও রেজার কারখানাটির আলোকে কৃষি ও শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল— মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠা কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক বাংলাদেশের প্রধান সামুদ্রিক বন্দর চট্টগ্রাম।

খ বাংলাদেশের নদী—নালা, খাল—বিল, পুকুর, হাওর ও সাগর থেকে বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও মৎস্যজাত দ্রব্য পাওয়া যায়। এদেরকে আবার ২টি ভাগে বিভক্ত করা হয়। যেমন— মিঠা পানির মৎস্য এবং সামুদ্রিক মৎস্য। মিঠা পানির মৎস্য হলো রবই, চিতল, কই, শিং, মাগুর ইত্যাদি এবং সামুদ্রিক মৎস্য হলো, রু পট্টাদা, ভেটকটকী, লইট্যা ইত্যাদি।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প নিয়ে আলোচনা কর।

ঘ কৃষি ও শিল্পের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ২৮ ▶▶

শিল্পখাত

সিরাজগঞ্জ জেলার বিনায়েকপুর গ্রামের আত্মকর্মসংস্থানকারী আমেনা বেগম নিজ বাড়িতে বছর তিনেক আগে হস্তশিল্পের তৈরি পোশাক উৎপাদন ও বিক্রির একটি কারখানা করেন। এ কাজে তিনি যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেন। এ সফলতায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি একে গার্মেন্টস কারখানায় রূপান্তরের চেষ্টা করেন। এ বেত্রে তিনি তৈরি পোশাকের আইটেম বৃদ্ধি, পোশাকের গুণগত মানোন্নয়ন, পুঁজি ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। আমেনা আত্মকর্মসংস্থানকারী হিসেবে তার কর্মনিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা, সততা ইত্যাদির জন্য অনুরণীয়।

- ক. দেশের মোট শ্রমশক্তির কত শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত? ১
খ. বুদ্ধিশিল্প বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকের কারখানাটি সৃষ্টি পরিচালনার জন্য আমেনা বেগম কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশে বেকারত্ব হ্রাসে আমেনার মতো কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারীদের ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত।

খ ক্ষুদ্রশিল্প বলতে ঐ ধরনের শিল্প বোঝায়, যেখানে অল্প মূলধন এবং কম লোকবলের মাধ্যমেও শিল্প পরিচালনা করা যায়। বাংলাদেশে সাধারণত আত্মকর্মসংস্থানমূলক শিল্পগুলো ক্ষুদ্র শিল্প হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের শিল্পের মধ্যে রয়েছে ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরি, দিয়াশলাই শিল্প, কাঠশিল্প, সাবানশিল্প, প্রসাধনীশিল্প এবং যানবাহন সার্ভিসিং ও মেরামত শিল্প।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ শিল্পোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি আলোচনা কর।

ঘ বেকারত্ব দূরীকরণে শিল্পখাতের অবদান আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ২৯ ▶▶

শিল্পখাত ও ক্ষুদ্রশিল্প

ঢাকার জামিলা খানম এখন রাজশাহী জেলায় একটি বুদ্ধিশিল্প স্থাপন করেছেন। তার শিল্পে উৎপাদিত দ্রব্যাদি যেমন : বাটিক, বরকের জামা, পাঞ্জাবি, সালায়ার— কামিজ, বিছানার চাদর, শাড়ি প্রভৃতি এখন ঢাকার বিভিন্ন দোকানে বিক্রি হচ্ছে। বর্তমানে তার কারখানায় বিভিন্ন কাজে ৪০-৫০ জন লোক কাজ করছে। তাদের কেউ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কেউ সেলাই, কেউ মেশিন রবণাবেষণ আবার কেউ বিক্রয় কাজে নিয়োজিত। জামিলা খানম এদেশে ক্ষুদ্রশিল্পের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশাবাদী। তিনি মনে করেন উৎপাদনে শ্রম নিবিড়তা কর্মমজুরি ভোগদ্রব্যের বর্ধিত চাহিদা ইত্যাদির প্রেক্ষিতে এদেশে বুদ্ধিশিল্পের অপার সম্ভাবনা রয়েছে।

- ক. বুদ্ধায়তন শিল্প কী? ১
খ. অর্থনৈতিক খাত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জামিলা খানমের বুদ্ধিশিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জামিলা খানমের ধারণার আলোকে বাংলাদেশের বুদ্ধায়তন শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতটুকু বলে তুমি মনে কর? ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর সৃষ্টি

ক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প বলতে ঐ ধরনের শিল্প বোঝায় যেখানে অল্প মূলধন এবং কম লোকবলের মাধ্যমে শিল্প পরিচালনা করা হয়।

খ অর্থনৈতিক খাত বলতে দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান শাখা বা বিভাগসমূহ বোঝায়— যেগুলো নিজ নিজ পরিমন্ডলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে এবং যাদের সমষ্টিগত অবদানের দ্বারা দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে ওঠে।

বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান তিনটি খাত রয়েছে, যাদের সমষ্টিগত অবদানে এদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এগুলো হলো— কৃষি, শিল্প এবং সেবাখাত।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ক্ষুদ্র শিল্পের ভূমিকা আলোচনা কর।

ঘ ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের বিকাশ ঘটানো উচিত কেন? আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ৩০ ▶▶ বাংলাদেশের শিল্প, কৃষি ও সেবাখাত

নাজমুল দশম শ্রেণির মানবিক বিভাগের ছাত্র। তার বাবা একজন কৃষক। তিনি বাড়ির সামনের উঁচু জায়গায় এবং বাড়ির আশপাশে পতিত জমিতে শাকসবজি, ধান ও গম চাষ করেন। এ ফসল তিনি নিজেও ভোগ করেন আবার বাজারজাতও করেন।

- ক. বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কোনটি? ১
খ. বৃহৎশিল্প বলতে কী বোঝায়? ২
গ. নাজমুলের বাবার কাজ জাতীয় আয়ের কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? ৩
ঘ. নাজমুলের বাবার কাজ ছাড়া অন্যান্য খাতও দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে— উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত কৃষি।

খ বৃহৎশিল্প বলতে এমন ধরনের শিল্পকে বোঝায় যেখানে বেশি মূলধন, অধিক জনবলের প্রয়োজন হয়।

বৃহৎশিল্প সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হয়। এসব শিল্পের মধ্যে রয়েছে— বস্ত্র, চিনি, পাট, সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি শিল্প।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে কৃষিখাতের অবদান ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প ও সেবা খাতের অবদান আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ৩১ ▶▶

শিল্পখাত

জনাব আবুল হোসেন সাভার উপজেলার বাগানবাড়ি গ্রামে পান্না নামে একটি টেক্সটাইল মিল স্থাপন করেন। একই সাথে তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পও স্থাপন করেন। টেক্সটাইল মিলে বৃহদায়তনে উৎপাদন করতে গিয়ে মূলধনের অভাব, দর শ্রমিকের অভাব ইত্যাদি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন সেগুলো ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পগুলোতে অনুপস্থিত দেখেন।

- ক. বিটিআরসি কী? ১
খ. বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বেসরকারি কর্মসূচির গুরুত্ব লেখ। ২
গ. জনাব আবুল হোসেনের পান্না টেক্সটাইল মিল কোন ধরনের শিল্প এবং কেন? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশের শিল্পের উন্নয়নে যে ধরনের শিল্পের ওপর গুরুত্ব বেশি দেয়া উচিত মকবুল হোসেনের অভিজ্ঞতার আলোকে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বিটিআরসি হলো— বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন।

খ বাংলাদেশে মিশ্র অর্থনীতি চালু থাকলেও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বার্থে বাজার অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার আওতায় বেসরকারি খাতের উন্নয়নের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। এ উদ্দেশ্যেও

১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন নীতি ও সংস্কার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশের শিল্পের ম্যানুফ্যাকচারিং খাত ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের শিল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

প্রশ্ন- ৩২ ▶▶

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প, কৃষি ও সেবাখাতের অবদান

আকরাম সাহেবের একটি গার্মেন্টস কারখানা আছে। তার এই কারখানায় বহু লোক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। তার ভাই গ্রামে কৃষিকাজ করে, তার স্ত্রী একটি বিদ্যালয়ে শিবকতা করেন।

- ক. বাংলাদেশের অর্থনীতি কয়টি খাতে বিভক্ত? ১
খ. ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পগুলোর নাম লিখ। ২
গ. আকরাম সাহেব জাতীয় আয়ের যে খাতে অবদান রাখেন সেটি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত জাতীয় আয়ের অন্যান্য খাতগুলোর অবদান উল্লেখ কর। ৪

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশের অর্থনীতি ১৫টি খাতে বিভক্ত।

খ ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরি শিল্প, দিয়াশলাই শিল্প, কাট শিল্প, সাবান শিল্প, প্রসাধনী শিল্প এবং যানবাহন সার্ভিসিং ও মেরামত শিল্প ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ক্ষুদ্র শিল্প। আবার রেশম শিল্প, বাঁশ ও বেত শিল্প, পিতল ও কাঁসা শিল্প এবং তাঁত শিল্প, মৃৎশিল্প উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প।



X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দবতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে—

গ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ব্যাখ্যা কর।

ঘ বাংলাদেশের অর্থনীতির কৃষি ও সেবাখাতের আলোচনা কর।

অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন- ৩৩ ▶▶

মোট দেশজ উৎপাদন, কৃষিখাত ও শিল্পখাত

‘ক’ দেশে এক বছরে ১ লব কুইন্টাল ধান, ২০ হাজার কুইন্টাল পাট, ১ লব পোশাক ও ১ লব সাবান উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত দ্রব্যগুলোর বাজার দর নিম্নরূপ—

ধান— প্রতি কুইন্টাল ১ হাজার টাকা;

পাট— প্রতি কুইন্টাল ১ হাজার টাকা;

পোশাক— প্রতিটি ১ হাজার টাকা।

সাবান— প্রতিটি ১ হাজার টাকা।

[অধ্যায় : ৬ষ্ঠ ও ৮ম] [য. বো. '১৫]

- ক. CCA -এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. নীট জাতীয় উৎপাদন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে কীভাবে ‘ক’ দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন নিরূপণ করা যায়? ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কোন দ্রব্যগুলোর খাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিকতর ভূমিকা রাখে? বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক CCA -এর পূর্ণরূপ Capital Consumption Allowance।

খ নীট জাতীয় উৎপাদন হচ্ছে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে কোনো অর্থনীতিতে চূড়ান্ত পর্যায়ের দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্য থেকে মূলধন ব্যবহারজনিত অবচয় ব্যয় বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন বা আয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্যের ভিত্তিতে খুব সহজেই ‘উৎপাদন পদ্ধতি’ ব্যবহার করে ‘ক’ দেশটির মোট দেশজ উৎপাদন নিরূপণ করা যায়। সুতরাং উৎপাদন পদ্ধতিতে ‘ক’ দেশের জিডিপি = ১,০০০০০ কুইন্টাল ধান × ১,০০০ টাকা + ২০,০০০ কুইন্টাল পাট × ১,০০০ টাকা + ১,০০০০০ পোশাক × ১,০০০ টাকা + ১,০০,০০০ × ১০০০ = ৩২,০০,০০,০০০ টাকা (বত্রিশ কোটি টাকা) এভাবে যেকোনো দেশের অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে এক বছরে উৎপাদিত চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার মূল্য যোগ করে মোট দেশজ উৎপাদন নিরূপণ করা যায়।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত দ্রব্যগুলোর মধ্যে ধান ও পাট কৃষিখাতকে এবং পোশাক ও সাবান শিল্পখাতকে নির্দেশ করে। এর মধ্যে ধান ও পাটের কৃষিখাত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অধিকতর ভূমিকা রাখে। মূলত বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে কৃষিখাতে প্রাধান্য। অর্থাৎ কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত। কিন্তু অনুরূপ চাষ পদ্ধতি, উন্নত বীজ, সার, সেচ এবং কৃষিখণের অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উন্নত দেশের তুলনায় আমাদের কৃষি উৎপাদন অনেক কম। ক্রমান্বয়ে এই অবস্থার উন্নতি হচ্ছে। উন্নত বীজ, সার, কীটনাশক, সেচ সুবিধা বাড়ছে। সজো সজো উৎপাদনও বাড়ছে। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদনে সার্বিক কৃষিখাতের (ফসল, মৎস্যসম্পদ, পশুসম্পদ ও বনজ সম্পদ) অবদান ১৩ শতাংশ হয়েছে। দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত (এমইএস, ২০১০, বিবিএস)। অন্যদিকে বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নের গতি ধীর। ২০১২-১৩ অর্থবছরে শিল্পখাতের অবদান ২৯ শতাংশ হলেও মোট শ্রমশক্তির মাত্র ১৭.৬৪ শতাংশ এ খাতে নিয়োজিত (এমপারয়মেন্ট সার্ভে-২০১০)। তাই এখন বাংলাদেশের অর্থনীতির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খাত হচ্ছে কৃষি।

প্রশ্ন- ৩৪ ▶▶ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ
সিরাজ সাহেব একজন ব্যবসায়ী। নোমান সাহেব একজন সফল শিল্পমালিক। মোস্তফা সাহেব একজন ডাক্তার। আবদুল্লাহ মিয়া একজন কৃষক। বেলাল মিয়া মৎস্য খামারি। এভাবে বাংলাদেশের মানুষ বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত আছেন। এদেশের মানুষ নিজ নিজ পেশার মাধ্যমে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছেন এবং দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করছেন।

- [অধ্যায় : ২য় ও ৮ম]
- ক. সঞ্চয়ের গাণিতিক সূত্রটি লেখ। ১
 - খ. EPZ বলতে কী বোঝায়? ২
 - গ. উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলির কোন কোন দিক তুলে ধরা হয়েছে বর্ণনা কর। ৩
 - ঘ. উদ্দীপকে যেসব খাতের কথা বলা হয়েছে সেসব খাতের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সঞ্চয়ের সূত্রটি হলো $S = Y - C$ (যখন $Y > C$)। [এখানে, S = সঞ্চয়, Y = আয়, C = ভাগ ব্যয়]

খ ইপিজেড বা রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা (Export Processing Zone) বলতে এমন একটি এলাকা ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে শুধু রপ্তানির উদ্দেশ্যে শিল্পস্থাপন করা হয়। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, শিল্পখাতের দ্রুত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ দেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) স্থাপন করেছে। যা দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করে দেশে শিল্পখাত বিকাশে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বর্তমানে ৮টি EPZ এ ৪১২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের কৃষি সংক্রান্ত অর্থনৈতিক কার্যাবলি এবং কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ তুলে ধরা হয়েছে। উদ্দীপকে আবদুল্লাহ মিয়া এবং বেলাল মিয়ার কাজ হলো কৃষি সংক্রান্ত। বাংলাদেশের

মানুষের কর্মসংস্থানের দিক থেকে কৃষিই এখন বড় খাত হিসেবে পরিচিত। এ দেশের শ্রমশক্তির প্রায় ৪৭.৫ শতাংশ শ্রমিক এ খাতে নিয়োজিত। জনসংখ্যার প্রায় ৭৫ ভাগ মানুষ কৃষির ওপর প্রত্যব অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত। জমিচাষ, বীজবপন, ফসলকাটা, মাছচাষ, মাছধরা, মাছ বিক্রির মতো কাজগুলো কৃষিখাতের অন্তর্ভুক্ত। সিরাজ সাহেব, নোমান সাহেব, মোস্তফা সাহেবের কাজ হলো কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ। এ ধরনের আরও অর্থনৈতিক কাজগুলো হলো— পোশাকশিল্পের কাজ, বিভিন্ন ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের কাজ, বড় বড় শিল্প ও কল-কারখানার কাজ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন চাকরি, ডাক্তার, কবিরাজি ফেরিওয়ালা, স্নানকার, দর্জি ইত্যাদি কাজগুলো কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজ। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যাবলির কৃষি সংক্রান্ত ও কৃষি বহির্ভূত অর্থনৈতিক কাজের দিক তুলে ধরা হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে আমাদের দেশের প্রধান তিনটি খাতের পেশার কথা বলা হয়েছে। খাতগুলো হলো কৃষি, শিল্প ও সেবা। বাংলাদেশের কৃষি হলো অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চাবিকাঠি। কেননা এ দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছে কৃষি কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে। খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষির অগ্রগতির সাথে বিপুল জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। বর্তমান মুক্তবাজার অর্থনীতি এবং বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে শিল্পায়িত অর্থনীতি গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা শিল্পায়নের মাধ্যমে কৃষির আধুনিকীকরণ, প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার, বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাসের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং শক্তিশালী প্রতিরবাব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। তাছাড়া সার্বিক সেবাখাতের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সবগুলো খাতই মোটামুটি প্রবৃদ্ধি বজায় রাখায় এ খাতের প্রবৃদ্ধিও সম্ভাব্যজনক পর্যায়ে রয়েছে। কৃষি ও শিল্পখাতের উন্নয়নের পাশাপাশি সার্বিক সেবাখাতের বিভিন্নমুখী কার্যক্রম, যেমন শিবিট ও প্রশিবিট মানবসম্পদ গড়ে তোলা, নারী ও শিশু উন্নয়ন, যুব উন্নয়ন, ক্রীড়া উন্নয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নসাধন করে রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধশালী সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব।

প্রশ্ন- ৩৫ ▶▶ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাতসমূহ ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যবস্থা

ইউসুফ সাহেব ঢাকার গাজীপুরের কোনাবাড়িতে একটি টেক্সটাইল মিল স্থাপন করেন যার নাম ‘মীনা টেক্সটাইল মিল’। একই সাথে তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠানও স্থাপন করেন। এসব শিল্পের উৎপাদিত পণ্য দেশি ও বিদেশি বাজারে বিক্রি করে তিনি প্রচুর টাকা আয় করেন। তিনি তার অর্জিত আয়ের টাকাগুলো একটি স্থানীয় ব্যাংকে জমা রাখেন।

- [৭ম ও ৮ম অধ্যায়]
- ক. সার্বিক শিল্পখাতের মধ্যে কোন খাতের অবদান সর্বোচ্চ? ১
 - খ. কৃষির ওপর ভিত্তি করেই শিল্পস্থাপন করা সম্ভব, কীভাবে? ২
 - গ. ইউসুফ সাহেবের প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনীতির কোন খাতের অন্তর্ভুক্ত? বর্ণনা দাও। ৩
 - ঘ. ইউসুফ সাহেব যে ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন সেটির সাথে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তুমি কি সাদৃশ্য খুঁজে পাও? উত্তরের পরে যুক্তি দাও। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সার্বিক শিল্পখাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ।

খ বাংলাদেশে এমন শিল্পস্থাপন করা সম্ভব যোগুলোর কাঁচামাল এদেশের কৃষিতে উৎপাদিত হয়। এখানে পাট, চা, চিনি, কাগজ, হার্ডবোর্ড, চামড়া প্রভৃতি শিল্পের কাঁচামাল কৃষিভেদে থেকে আসে বলে কৃষির ওপর ভিত্তি করেই এখানে শিল্পস্থাপন সম্ভব। এদেশে কৃষিভিত্তিক

শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সস্তায়, কম খরচে, নিয়মিত ও প্রয়োজনমত পাওয়া যায় বলে এসব শিল্পের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

গ ইউসুফ সাহেবের প্রতিষ্ঠানসমূহ শিল্পখাতের অম্লতরুত। বাংলাদেশের জাতীয় আয় নির্ণয়ে ১৫টি খাতের মধ্যে খনিজ ও খনন; ম্যানুফ্যাকচারিং; বিদ্যুৎ, গ্যাস ও পানি সরবরাহ এবং নির্মাণ এ খাতগুলোর সমন্বয়ে শিল্পখাত গড়ে উঠেছে। ম্যানুফ্যাকচারিং এর মধ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পকে বোঝানো হয়। বস্ত্রশিল্প, চিনিশিল্প, সারশিল্প, পাটশিল্প, কাগজশিল্প প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পের অম্লতরুত। দেশের উল্লেক্ষযোগ্য মাঝারি শিল্প হলো চামড়াশিল্প, তৈরি পোশাকশিল্প, পরাস্টিকশিল্প, হোসিয়ারি শিল্প ইত্যাদি। ক্ষুদ্রায়তন শিল্পকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। দিয়াশলইশিল্প, সাবানশিল্প, প্রসাধনীশিল্প ইত্যাদি উল্লেক্ষযোগ্য ক্ষুদ্রশিল্প। রেশমশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, পিতল ও কাঁসাশিল্প, তাঁতশিল্প, মুগশিল্প প্রভৃতি কুটিরশিল্পের অম্লতরুত। উদ্দীপকে ইউসুফ সাহেব ‘মীনা টেক্সটাইল মিল’ নামে একটি কারখানা স্থাপন করেন। যা বৃহৎশিল্পের মধ্যে পড়ে। একই সাথে তিনি ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্পও স্থাপন করেন। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায় ইউসুফ সাহেবের প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনীতির শিল্পখাতের অম্লতরুত।

ঘ ইউসুফ সাহেব বাণিজ্যিক ব্যাংকে টাকা জমা রাখেন। কার্যাবলির দিক থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাদৃশ্য খুঁজে

পাওয়া কঠিন। এরপরেও বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টির দিক থেকে উভয় শ্রেণির ব্যাংকের মধ্যে মিল দেখা যায়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন মূল্যমানের কাগজি নোট প্রচলন করে থাকে। এ সমস্ত কাগজি নোট জনসাধারণ তাদের প্রাত্যহিক কেনাকাটা এবং ব্যবসায়িক লেনদেনে ব্যবহার করে থাকে। অনুরূপভাবে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো চেক, ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেক প্রভৃতি ইস্যু করে থাকে। এসবও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। বাংলাদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বেগে মূলত এসবের লেনদেন কম হলেও উন্নত বিশ্বের অধিকাংশ লেনদেন এসব বিনিময়ের মাধ্যম দ্বারা সম্পন্ন হয়ে থাকে। সম্প্রতি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো গ্রাহক সেবার অংশ হিসেবে ক্রেডিট কার্ড-এর প্রচলন ঘটিয়েছে। এ কার্ড দিয়ে সহজে জিনিসপত্র ক্রয়ের কাজ করা যায়। ব্যাংক সময় ছাড়াও নগদ অর্থ পাওয়া যায়। আলোচনায় দেখা যায়, বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টির বেগে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যাবলির সাথে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলির মিল আছে। এ মিলটা পুরোপুরি মিল বা সম্পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ বলা যায় না। কারণ বাংলাদেশ ব্যাংক বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যে অর্থের বা মুদ্রার প্রচলন ঘটিয়ে থাকে তা বিহিত মুদ্রা হিসেবে সর্বজন গৃহীত। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যা কিছু প্রচলন ঘটিয়ে থাকে সেগুলো কিস্তি ঐচ্ছিক মুদ্রা। এরূপ মুদ্রা গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না।



নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর



প্রশ্ন ১। কোথায় আদমজী জুটমিল স্থাপিত হয়?

উত্তর : আদমজী জুটমিল নারায়ণগঞ্জে স্থাপিত হয়।

প্রশ্ন ২। ইংরেজরা এদেশকে শাসন করেছে কত বছর?

উত্তর : ইংরেজরা এদেশকে শাসন করেছে প্রায় ২০০ বছর।

প্রশ্ন ৩। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ কোন ধরনের দেশ?

উত্তর : অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের উন্নয়নশীল দেশ।

প্রশ্ন ৪। মোট শ্রমশক্তির কত শতাংশ শিল্পখাতে নিয়োজিত?

উত্তর : মোট শ্রমশক্তির ১৭.৬৪ শতাংশ শিল্পখাতে নিয়োজিত।

প্রশ্ন ৫। চলতি আয়ে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু জিডিপি কত?

উত্তর : চলতি আয়ে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু জিডিপি ১৩১৪ মার্কিন ডলার।

প্রশ্ন ৬। বাংলাদেশে বর্তমানে সাবরতার হার কত?

উত্তর : বাংলাদেশে বর্তমানে সাবরতার হার ৫৭.৯ শতাংশ।

প্রশ্ন ৭। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সার্বিক শিল্পখাতের মধ্যে কোন খাতের অবদান সর্বোচ্চ?

উত্তর : সার্বিক শিল্পখাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান সর্বোচ্চ।

প্রশ্ন ৮। বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত কোনটি?

উত্তর : কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ খাত।

প্রশ্ন ৯। ২০১৩-১৪ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদে কৃষির অবদান কত?

উত্তর : ২০১২-১৩ অর্থবছরে মোট দেশজ উৎপাদে কৃষির অবদান ১৩ শতাংশ।

প্রশ্ন ১০। বাংলাদেশের অর্থনীতির খাত কয়টি?

উত্তর : বাংলাদেশের অর্থনীতির খাত তিনটি।

প্রশ্ন ১১। SPM-এর পূর্ণরূপ কী?

উত্তর : SPM-এর পূর্ণরূপ হলো Single point Mooring।

প্রশ্ন ১২। প্রযুক্তিগত উৎপাদন কী?

উত্তর : আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে যে উৎপাদন করা হয়, তাই প্রযুক্তিগত উৎপাদন।

প্রশ্ন ১৩। ২০১১-১২ অর্থবছরে সার্বিক সেবাখাতে কোনটির অবদান সর্বাধিক?

উত্তর : ২০১২-১৩ অর্থবছরে সার্বিক সেবাখাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবদান ছিল সর্বাধিক।

প্রশ্ন ১৪। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সার্বিক সেবাখাতে কোনটির অবদান সর্বাধিক।

উত্তর : ২০১২-১৩ অর্থবছরে সার্বিক সেবাখাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অবদান ছিল সর্বাধিক।

প্রশ্ন ১৫। ‘রূপকল্প ২০২১’ কী?

উত্তর : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকারি ও বেসরকারি কর্মসূচির সমন্বয় সাধন, সম্পদের সুশ্রম বন্টন ও ব্যবহারের জন্য বাস্তবায়নযোগ্য যে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, তাই ‘রূপকল্প-২০২১’।

প্রশ্ন ১৬। বর্তমান বাংলাদেশের লোকসংখ্যা কত?

উত্তর : বর্তমান বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লব ৭২ হাজার ৩৬৪ জন। (২০১১ সালের হিসাব অনুযায়ী)

প্রশ্ন ১৭। বাণিজ্য ঘটতি কী?

উত্তর : একটি দেশের আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয়ের থেকে বেশি হলে, যে ঘটতির সৃষ্টি হয়, তাই বাণিজ্য ঘটতি।

প্রশ্ন ১৮। দেশের মোট শ্রমশক্তির কত শতাংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত?

উত্তর : দেশের মোট শ্রমশক্তির ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিকাজে নিয়োজিত।

প্রশ্ন ১৯। বুদায়তন শিল্প কয়ভাগে বিভক্ত?

উত্তর : বুদায়তন শিল্প ২ ভাগে বিভক্ত।

প্রশ্ন ২০। শিল্পনীতি-২০১০-এর প্রধান উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : শিল্পনীতি-২০১০-এর প্রধান উদ্দেশ্য হলো কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শিল্পায়নে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য কমিয়ে আনা।

প্রশ্ন ২১। বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদ কতটি খাত নিয়ে গঠিত?

উত্তর : বাংলাদেশের মোট দেশজ উৎপাদ ১৫টি খাত নিয়ে গঠিত।

প্রশ্ন ২২। বাংলাদেশে খাদ্য ঘটতি ও পুষ্টিহীনতার প্রধান কারণ কী?

উত্তর : জনসংখ্যার আধিক্য বাংলাদেশের খাদ্য ঘটতি ও পুষ্টিহীনতার প্রধান কারণ।

প্রশ্ন ২৩। বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার কী নীতি ঘোষণা করেছে?

উত্তর : বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকার উদ্দীপনামূলক ও সহযোগিতা-মূলক নীতি ঘোষণা করেছে।

প্রশ্ন ২৪। বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় কত?

উত্তর : বাংলাদেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় ১৩১৪ মার্কিন ডলার।

প্রশ্ন ২৫। EPZ কী?

উত্তর : বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলসমূহকে সংক্ষেপে EPZ বলা হয়।

প্রশ্ন ২৬ ২০১০-২০২১ সালের জন্য প্রণীত বাংলাদেশ প্রেবিত পরিকল্পনা বু পরেখার মৌলিক উদ্দেশ্য কী?

উত্তর : উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য-দূরীকরণ, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ▼▼▼

প্রশ্ন ১ ১ ১ কুটিরশিল্প বলতে কী বোঝ?

উত্তর : কুটির বা গৃহে পারিবারিক ভিত্তিতে স্বল্প মূলধনের যে শিল্প পরিচালিত হয় তাকে কুটিরশিল্প বলে। বাংলাদেশের কারখানা আইন অনুযায়ী যে শিল্পে অনধিক ২০জন শ্রমিক নিয়োজিত হয় তা কুটিরশিল্প। বাংলাদেশের হস্তচালিত তাঁতশিল্প, মৃৎশিল্প, বাঁশ ও বেতশিল্প, তাঁতশিল্প ইত্যাদি হলো কুটিরশিল্প।

প্রশ্ন ২ ২ ২ বাংলাদেশের কুটিরশিল্পে স্ব-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশের প্রায় সব কুটিরশিল্পই স্ব-উদ্যোগে পরিচালিত হয়। তাই এভাবে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। শহর ও গ্রাম অঞ্চলের বেকার লোকজন নিত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে বিভিন্ন কুটিরশিল্পের কারখানা করতে পারে। যেমন : বাঁশ ও বেতের ঝুড়ি, চাটাই, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি। এছাড়াও মৃৎশিল্প, সূচিশিল্প, নারকেলের ছোবরার সামগ্রী তৈরির মাধ্যমেও কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়। আমাদের দেশের প্রায় সর্বত্র এসব কুটিরশিল্প ব্যক্তি উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে, যা দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে।

প্রশ্ন ৩ ৩ ৩ শিল্প বলতে কী বোঝ?

উত্তর : শিল্প বলতে প্রকৃতি প্রদত্ত সম্পদ বা কাঁচামাল বা প্রাথমিক দ্রব্যকে কারখানাভিত্তিক প্রস্তুত প্রণালির মাধ্যমে মাধ্যমিক বা চূড়ান্ত দ্রব্যে পরিণত করাকে বোঝায়। শিল্পের সাথে আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তি ধারণাগুলো সমৃদ্ধ। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারে প্রযুক্তিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থাই হলো শিল্প।

প্রশ্ন ৪ ৪ ৪ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োজন কেন?

উত্তর : কৃষিজাত দ্রব্য তথা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার প্রয়োজন। বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল হলেও, এদেশে এখনও সনাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ হচ্ছে। তাই কৃষি উৎপাদন কম হচ্ছে। ফলে খাদ্য ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এদেশের অধিকাংশ মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণে উৎপাদিত খাদ্যশস্য যথেষ্ট নয়। তাই প্রতিবছর প্রচুর খাদ্যশস্য আমদানি করতে হয়। কিন্তু কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি তথা উন্নতসার, বীজ, কীটনাশক, ট্রাক্টর কৃত্রিম সেচব্যবস্থা চালু করা হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে এবং আমদানি ব্যয়ও কমে আসবে।

প্রশ্ন ৫ ৫ ৫ বাংলাদেশের বেশিরভাগ মানুষ কৃষির ওপর নির্ভরশীল কেন?

উত্তর : বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ এবং এদেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। তাই এদেশের ৭৫ ভাগ মানুষ প্রত্যহ ও পরোবভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ কৃষক। কৃষিকাজ করেই তাদের জীবিকার সংস্থান হয়। তাছাড়া এদেশে যেসব শিল্প গড়ে উঠেছে তার কাঁচামাল যোগান দিচ্ছে কৃষি। তাই দেখা যায়, এদেশের মানুষের জীবন-জীবিকা কৃষির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত।

প্রশ্ন ৬ ৬ ৬ রুদ্রশিল্প বলতে কী বোঝ?

উত্তর : রুদ্রশিল্প বলতে ঐ ধরনের শিল্প বোঝায়, যেখানে অল্প মূলধন এবং কম লোকবলের মাধ্যমেও শিল্প পরিচালনা করা যায়। বাংলাদেশে সাধারণত আত্মকর্মসংস্থানমূলক শিল্পগুলো রুদ্র শিল্প হিসেবে পরিচিত। এ ধরনের শিল্পের মধ্যে রয়েছে রুদ্র যন্ত্রাংশ তৈরি, দিয়াশলাই শিল্প, কাঠশিল্প, সাবানশিল্প, প্রসাধনীশিল্প এবং যানবাহন সার্ভিসিং ও মেরামত শিল্প।

প্রশ্ন ৭ ৭ ৭ কুটিরশিল্প বলতে কী বোঝ?

উত্তর : কুটিরশিল্প বলতে পারিবারিক উদ্যোগে ঘরোয়া পরিবেশে সৃষ্ট আত্মকর্মসংস্থানমূলক শিল্প বোঝায়। সাধারণত পরিবারের সদস্যরা একত্রিত হয়ে কুটির শিল্প গড়ে তোলে। তবে লাভজনক হলে পরবর্তীতে

বাইরের লোকজনেরও কর্মসংস্থান হয়ে থাকে। কুটিরশিল্পের উৎপাদন, বাজারজাতকরণ, বিক্রয়-বিপণন সবকিছুতে পরিবারের সদস্যদের সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে। তাঁতশিল্প রেশমশিল্প, কাঁসাশিল্প, বেতশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি।

প্রশ্ন ৮ ৮ ৮ বৃহৎশিল্প বলতে কী বোঝ?

উত্তর : বৃহৎশিল্প বলতে এমন ধরনের শিল্পকে বোঝায় যেখানে বেশি মূলধন, অধিক জনবলের প্রয়োজন হয়। বৃহৎশিল্প সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় পরিচালিত হয়। এসব শিল্পের মধ্যে রয়েছে- বস্ত্র, চিনি, পাট, সিমেন্ট, কাগজ প্রভৃতি শিল্প।

প্রশ্ন ৯ ৯ ৯ অর্থনৈতিক খাত বলতে কী বোঝ?

উত্তর : অর্থনৈতিক খাত বলতে দেশের অর্থনীতিতে বিদ্যমান শাখা বা বিভাগসমূহ বোঝায়- যেগুলো নিজ নিজ পরিমন্ডলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে এবং যাদের সমষ্টিগত অবদানের দ্বারা দেশের অর্থনীতির ভিত্তি গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান তিনটি খাত রয়েছে, যাদের সমষ্টিগত অবদানে এদেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়ে উঠেছে। এগুলো হলো- কৃষি, শিল্প এবং সেবাখাত।

প্রশ্ন ১০ ১০ ১০ সরকার কৃষিখাতের উন্নতির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে কেন?

উত্তর : কৃষি আমাদের দেশের অর্থনীতির প্রধান ভিত্তি হওয়ায় সরকার এ খাতের উন্নতির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলাদেশের ৭৫ ভাগ মানুষ প্রত্যহ ও পরোবভাবে কৃষির ওপর নির্ভরশীল। প্রতিবছর কৃষি উল্লেখযোগ্য জাতীয় আয়ে অবদান রাখছে। তাছাড়া এদেশের শিল্পের কাঁচামালের প্রধান যোগানদাতা কৃষি। কৃষি আধুনিকীকরণ সম্ভব হলে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জিত হবে, আমদানি ব্যয় কমবে, প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে। সর্বোপরি এদেশে শিল্পের বিকাশ ঘটবে। তাই সরকার কৃষি খাতের উন্নতির প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

প্রশ্ন ১১ ১১ ১১ সেবাখাত বলতে কী বোঝ?

উত্তর : সেবাখাত বলতে এমন ধরনের অর্থনৈতিক কাজ বোঝায় যার মাধ্যমে অবসৃতগত দ্রব্য উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ যা দৃশ্যমান নয়, কিন্তু মানুষের বিভিন্ন অভাব পূরণ করে এবং যার বিনিময় মূল্য রয়েছে, তাই সেবাখাত। বাংলাদেশে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল, রেস্টোরাঁ পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ, ব্যাংক, বিমা ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, লোক প্রশাসন, শিবা, প্রতিরবা, গৃহায়ণ, সামাজিক সেবা প্রভৃতি বৈধ সেবাকর্ম উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন ১২ ১২ ১২ শিল্পখাতের বিকাশ ঘটানো উচিত কেন?

উত্তর : শিল্পখাত দেশের জাতীয় ও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে, তাই এ খাতের বিকাশ ঘটানো উচিত। শিল্প অর্থনীতিতে বিরাট অবদান রাখে। শিল্পের উন্নতি হলে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব হ্রাস পায়। ফলে জনগণের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পায়। জনগণের মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। শিল্পের বিকাশ ঘটলে রপ্তানি বৃদ্ধি পাবে, সরকার প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারবে। ফলে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। তাই শিল্পের বিকাশ ঘটানো উচিত।

প্রশ্ন ১৩ ১৩ ১৩ বিনিয়োগযোগ্য পুঁজির প্রভাব কীভাবে বৃদ্ধি পায়?

উত্তর : সরকারের সহযোগিতামূলক ও উদ্দীপনামূলক নীতির দ্বারা প্রেবিত হয়ে দেশের উদ্যোক্তাগণ বিনিয়োগযোগ্য পুঁজি বিনিয়োগের উদ্যোগ নেন, যা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশি ও বিদেশি উদ্যোক্তাগণ সরকারের আশ্বাস পেয়ে কৃষি ও শিল্পবৈধে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করছে। ফলে শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, কৃষি সমৃদ্ধ হচ্ছে এবং দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ সম্ভব হচ্ছে।

প্রশ্ন ১৪ ১৪ ১৪ বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতি কীভাবে কমে আসছে?

উত্তর : কৃষি, শিল্প ও সেবাখাতের অবদান বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকারের আমদানি ব্যয় রপ্তানি আয়ের তুলনায় কমে আসছে। ফলে বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসছে।

কৃষি আধুনিকীকরণের ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে, পাশাপাশি শিল্পের বিকাশ ঘটছে। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং রপ্তানি আয়ও বাড়ছে। কিন্তু সে তুলনায় আমদানি ব্যয় তুলনামূলক কমছে। জনগণের মাথাপিছু

আয় বৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ বাড়ার কারণে বাণিজ্য ঘাটতি কমে আসছে।

প্রশ্ন ১৫ ৥ দেশের অর্থনীতিতে প্রাকৃতিক গ্যাসের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশের প্রধান খনিজসম্পদ হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা ৭৫ ভাগ পূরণ করে। আমাদের দেশে এ যাবৎ ২৫টি গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে ২৩টি গ্যাসক্ষেত্রে ৮৩টি কূপ থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হচ্ছে। উৎপাদিত গ্যাস বিদ্যুৎ উৎপাদনে সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। এছাড়া গৃহ ও কলকারখানায় এ গ্যাস জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

প্রশ্ন ১৬ ৥ কৃষি কীভাবে শিল্পের বিকাশে ভূমিকা পালন করে?

উত্তর : শিল্পের কাঁচামাল যোগান দিয়ে কৃষিশিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখছে।

আমাদের দেশের রুদ্রশিল্পের ভিত্তি হচ্ছে কৃষি। কৃষিতে উৎপাদিত বাঁশ, বেত রুদ্রশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে শিল্পে উৎপাদিত চাষাবাদের যন্ত্রপাতি, সার, কীটনাশক ওষুধ প্রভৃতি কৃষিকাজে ব্যবহৃত হয়। তাই শিল্পের বাজার সৃষ্টিতে কৃষি ভূমিকা রাখছে। কৃষকের ক্রয়বমতাবৃদ্ধি পেলে শিল্পের চাহিদা বাড়ে, যা শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ১৭ ৥ একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়া যায় কীভাবে?

উত্তর : দেশের প্রাপ্ত সম্পদের সঠিক বণ্টন এবং সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশ প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর একটি দেশ। এ দেশে রয়েছে হাজারও শ্রমিক। এসব শ্রমিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে মানবসম্পদে পরিণত করে দেশের সম্পদ ব্যবহারে কাজে লাগানো যায়। বিদেশিদের দ্বারা নয়, দেশীয় বিশেষজ্ঞ এবং শ্রমিকদের দ্বারা সম্পদ চিহ্নিতকরণ এবং তা উত্তোলনের ব্যবস্থা করা উচিত। আর এজন্য প্রয়োজন পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন। আর এর ফলেই গড়ে উঠবে একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা।

প্রশ্ন ১৮ ৥ ‘রূ পকল্প ২০২১’ ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : ‘রূ পকল্প-২০২১’ বাংলাদেশ সরকারের একটি উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা। ২০১০-২১ সাল পর্যন্ত মেয়াদে ‘রূ পকল্প-২০২১’ নামক উন্নয়ন পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা হয়। এর মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য-বিমোচন, বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা এবং আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করা। সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয়, সম্পদের সুশ্রম বণ্টন ও সঠিক ব্যবহার করে এ উদ্দেশ্য অর্জনের চেষ্টা করা হচ্ছে।